বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

উৎখাত

কাজী মায়মুর হোসেন

সুবা প্রকাশনা
SUVOM

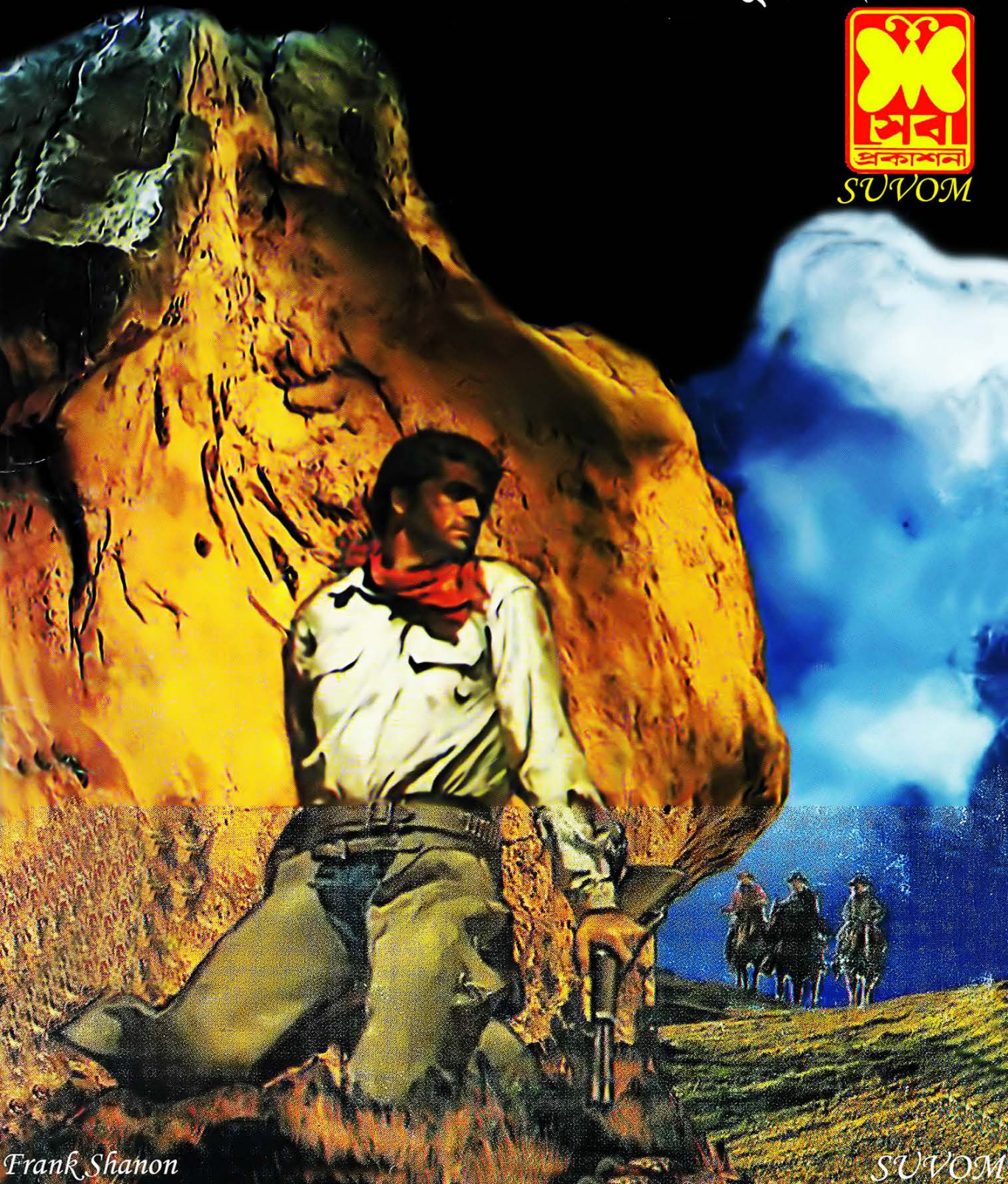

Frank Shanon

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

উৎখাত

কাজী মায়মুর হোসেন

অনেকগুলো টেরিটোরিতে আইন খুঁজছে ওকে।
পালাচ্ছে বার্ট শ্যাডো।
পথে ম্যালপাইস স্প্রিংসের শেরিফের প্রাণ বাঁচাল সে।
বুঝতে দেরি হলো না, মহা বদমাশ লোক এই শেরিফ।
শেরিফের অনুরোধে ডেপুটির চাকরি নিল বার্ট।
এখন? দুজনে মিলে কি জুলুমের রাজত্ব কায়েম করবে?
নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে বার্ট শ্যাডোর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

উৎখাত

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শুভম
এডিটিং
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ISBN 984-16-8121-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স : ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

UTKHAT
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

সাতাশ টাকা

ওয়েস্টার্ন

উৎখাত

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN

Frank Shanon

Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

উৎখাত

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্নোন।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্নকারী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ।

টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

বালিতে আঁকা হয়েছে মানচিত্র, দুটো সরল রেখা টেনে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে গোটা অঞ্চল।

'আমরা বোধহয় এখানটায় আছি,' সরলরেখা দুটো যেখানে স্পর্শ করেছে হাতের ক্যাকটাস দিয়ে সেখানে খোঁচা দিল মেক্সিকান।

'এখনও কলোরাডোতে?' প্রশ্ন করল তার সঙ্গী।

'সি।'

'সীমান্তের কাছাকাছি নিশ্চই?'

'সীমান্তের কাছাকাছি,' জবাব দিল মেক্সিকান। অস্থির দৃষ্টিতে রিজ থেকে দশ-বারো গজ দূরে দাঁড়ানো ঘোড়া দুটোর দিকে তাকাল সে। ম্যাপের ওপর চোখ সরিয়ে আনল আবার, বামদিকের উপরের বর্গক্ষেত্রে ক্যাকটাসের ডাল তাক করল।

'ইউটাহ্ টেরিটোরি,' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল সে।

'উঁহুঁ, আমাকে খুঁজছে ওরা।'

ডানদিকের নিচের বর্গক্ষেত্রে ছড়ি তাক করল মেক্সিকান, 'নিউ মেক্সিকো।'

'না। ওখানেও ঝামেলা আছে,' জবাব দিল লোকটা।

ম্যাপ থেকে চোখ তুলে সঙ্গীর দিকে তাকাল মেক্সিকান, দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি।

ফুট বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, মেক্সিকানের উদ্বেগ সম্বন্ধে উদাসীন। লম্বা নয় সে, মোটা বা বেঁটেও না। পেটা শরীর।

কোমরে ঝোলানো গানবেল্টের ওপর খেলা করছে তার সরু আঙুলগুলো। পরনে সাধারণ পোশাক, ধুলোয় মলিন জিন্সের শার্ট আর লিভাই। সিডার কাঠের বাঁটওয়ালা একটা কোল্ট সেঁটে আছে তার উরুর সঙ্গে। চেহারা ছাড়া লোকটার আর সব কিছুই স্বাভাবিক।

বাদামী রঙের লম্বাটে মুখ তার, ঠোঁট দুটো নিচের দিকে বাঁকানো। উঁচু নাকটা আত্মসম্মান বোধের প্রমাণ দিচ্ছে, কুচকুচে কালো চোখদুটো ভাষাহীন—গভীর। ঠোঁটদুটো সর্বক্ষণ ব্যঙ্গাত্মক হাসির ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে।

ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস।

'বিপদ,' বিড়বিড় করল মেক্সিকান। সঙ্গীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রিজের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল, উত্তর-পুবে নজর বোলাল। 'কাছে এসে পড়েছে, বিশ জনের বেশি,' বলল সে।

লোকটা কোনও জবাব না দেয়ায় আবার ম্যাপের দিকে দৃষ্টিপাত করল মেক্সিকান। 'তাহলে অ্যারিজোনা বাকি থাকল।'

'এলাকাটা কেমন?'

অস্বস্তি ভরে হাত নাড়ল মেক্সিকান, বলল, 'কাছে চলে আসছে পাসি।'

'এলাকাটা কেমন?' একই প্রশ্ন আবার করল লোকটা।

শ্রাগ করল মেক্সিকান, 'ভীষণ গরম, পানি ছাড়া পথ চলতে হবে বহুদূর। উঁচুনিচু অঞ্চল, ছোট ছোট ঘোড়া—বন্য। ঘাস-পানি নেই, অনেক দূরের পথ। ভাল না জায়গাটা।'

'শহর?'

মাথা নাড়ল মেক্সিকান, 'আছে, তবে কম।' কথা বন্ধ করে রিজের কিনারে উঁকি দিল সে। দূরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ধূলি উড়ছে ঘোড়ার খুরের আঘাতে। আপন মনে কপালকে দোষ দিল মেক্সিকান, সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা।'

ধীরেসুস্থে শার্টের পকেট থেকে ডারহ্যাম স্যাক বের করল লোকটা, সময় নিয়ে সিগারেট তৈরি করে আগুন জ্বালল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর মেক্সিকানের দিকে ফিরল সে, বলল, 'আমি অ্যারিজোনায় যাচ্ছি।'

সশব্দে আটকে রাখা দম ছাড়ল মেক্সিকান, 'তাহলে বিদায়, সিনোর বার্ট, অ্যারিজোনায় আমার মাথার দাম তিন হাজার ডলার। আমি ইউটাহ্ টেরিটোরিতে যাব।'

'তাহলে বিদায়, পাবলো।'

'বিদায়, সিনোর বার্ট,' প্রত্যুত্তর দিল পাবলো। 'ভাগ্য তোমার সহায় হোক, ওটা দরকার পড়বে তোমার।'

'কেটে পড়ো, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করি না আমি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বার্ট শ্যাডো।

সময় নষ্ট করল না মেক্সিকান, দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল। স্পারের খোঁচায় রিজের পাশ ঘেঁসে দ্রুত ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

কয়েক মুহূর্ত পাবলোর যাত্রাপথের দিকে চেয়ে রইল বার্ট শ্যাডো, তারপর শিস দিল। প্রভুর ডাক শুনে দ্রুত কদমে রিজের ওপর উঠে এল বিশাল নীলচে-কালো স্ট্যালিয়ন।

রিজের কিনারায় গিয়ে সামনের দিকে তাকাল বার্ট। নিচে, সিকি মাইল দূরে, সমতল প্রান্তর পেরিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসছে লোকগুলো।

কম করেও বিশজন অশ্বারোহী দলটায়। রাইফেলের নলে ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারল বার্ট, লোকগুলো দেখে ফেলেছে ওকে। পাসির দলনেতার গুলি ওর চার-পাঁচ হাত দূরে ধুলো ওড়াল, আধ সেকেণ্ড পর ভেসে এল রাইফেলের গর্জন।

ধীরেসুস্থে স্যাডলে চাপল বার্ট শ্যাডো, পুরানো কোঁচকানো স্টেটসন হ্যাট মাথায় বসিয়ে যত্নের সঙ্গে ঢাকল কালো চুলগুলো।

ঘোড়ার রাস হাতে নিয়েও ফিরে তাকাল, ম্যাপের ওপর চোখ পড়ল। আবার ঘোড়া থেকে নামল সে, বুটের আঘাতে বালিতে মিশে গেল মানচিত্র।

আগের চেয়ে অনেক জোরাল শোনাচ্ছে রাইফেলের গর্জন, ঘোড়ায় চড়ল বার্ট, কয়েকটা বুলেট একদম কাছেই বালিতে গাঁথল। পরিচিতদের বিদায় জানাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে পাসির উদ্দেশে হাত নাড়ল সে, রিজ থেকে নামার সঙ্কেত দিল স্ট্যালিয়নটাকে।

পাসি যখন রিজের ওপরে উঠল, দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে বার্ট শ্যাডো। শেষ বিকেলের আলোয় রক্তলাল ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-পুবে যাচ্ছে সে।

রিজের ওপরে জড় হলো লোকগুলো। দলনেতার দেখাদেখি মাটিতে নামল আরও দুজন, ঢাল পর্যন্ত এগিয়ে ট্র্যাক পরীক্ষা করল তারা। 'ভেগে গেছে,' মন্তব্য করল একজন।

'ট্র্যাক দুটোর মধ্যে বড় কোনটা?' শক্তপোক্ত গড়নের বয়স্ক এক লোক প্রশ্ন করল। এই লোকই দলনেতা, চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপ।

'দক্ষিণ দিকে গেছে যেটা,' ট্র্যাক পরীক্ষারত দুজনের একজন উত্তর দিল।

'বড় ট্র্যাকটাই বার্টের,' ব্যাখ্যা করল দলনেতা। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'মেক্সিকানটা যাক যেদিক ইচ্ছে।' দক্ষিণ দিকটা একনজর দেখে নিল সে।

'এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি শ্যাডো,' হতাশ কণ্ঠে বলল একজন; পাসির ব্যর্থতায় বিরক্ত হয়েছে। 'চেষ্টা করলে হয়তো এখনও ওকে ধরা যায়।'

'কোনও না কোনও বিপদে জড়াবেই লোকটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল দলনেতা। 'এমন কোনও বিপদে জড়াবে যে মুখ থেকে বাঁকা হাসি মুছে যাবে ব্যাটার।'

কিছুক্ষণ দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল দলনেতা, ঘোড়ায় উঠে বাকি লোকদের উদ্দেশে বলল, 'ফিরে চলো সবাই। আমরা এখন জানি যে কলোরাডো ছেড়ে চলে গেছে বার্ট শ্যাডো।'

দুই

বুধবার দিন অ্যারিজোনার স্যান্টা রিটার উদ্দেশে, দক্ষিণে, রওনা হয়েছে সে। পথে কয়বার ঘোড়াটাকে পানি খাইয়েছে গুনতে পারবে বার্ট, তার অর্ধেকবার পানি খেয়েছে সে নিজে। স্যান্টা রিটার ফুটহিলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, জানে সামনেই কোথাও আছে তৃষ্ণা নিবারণের জল।

প্রায় একসপ্তাহ ধরে পানির উৎস খুঁজছে সে। পাহাড়ের পাশ ঘেঁসে এগিয়েছে সেজন্যই। পাহাড়-পর্বতে ঝরনা নিশ্চই আছে—কিন্তু কোথায়?

বিকেলের দিকে ফুটহিলের দিকে এগিয়ে চলা একটা ট্রেইল দেখতে পেল বার্ট, ওয়্যাগনের চাকার নতুন দাগ পথটায়। এসব এলাকায় পানির উৎস থেকে দূরে সরে না লোকজন, টেইলে উঠে এল সে।

ঘণ্টাখানেক এগোনোর পরও পথে কোন ঝরনা বা জলাশয় চোখে পড়ল না ওর। ট্রেইল ছেড়ে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে যাবে কিনা ভাবল একবার।

পিপাসা অসহ্য হয়ে উঠবে কালকে, কিন্তু যতদূর দেখা যায় পাহাড়ী এলাকা আর সিডারে ছাওয়া রিজের পাশ দিয়ে রুক্ষ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেছে ট্রেইলটা।

বিরক্ত দৃষ্টিতে পুবদিকে তাকাল বার্ট শ্যাডো, অসংখ্য ভাঁজে ভরা

রুক্ষ জমি ওদিকে। বিভিন্ন রঙের মাটি বহুদূরে আকাশের নীলের সঙ্গে মিশে গেছে দিগন্তে।

কোনও ঘাস জন্মেনি জমিতে, লাল-কালো-ধূসর পাথরের ছড়াছড়ি। তৃণভূমি অঞ্চল থেকে আসা যেকোন কাউবয় জমিটাকে গরুর করোটির সঙ্গে তুলনা করবে।

ফুটহিলের পশ্চিমে স্যান্টা রিটার দিকে চোখ ফেরাল সে, ওদিকেই পাহাড়ের ওপারে আছে পানি।

একটা রিজের ওপরে উঠে চারদিকটা দেখার জন্য থামল বার্ট শ্যাডো। দক্ষিণ-পশ্চিমে সবুজের দেখা মিলল, একটা রিজের ওপর জন্মেছে কটনউড গাছ। মধ্যবর্তী টিলাগুলোর দিকে তাকাল সে, যত কাছে মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক দূরে রিজটা। তবে কটনউড আছে, ওখানটায় পানিও থাকবে।

রিজ থেকে নেমে রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগোল বার্ট, অসহ্য উত্তাপেও স্বস্তি অনুভব করছে।

বেশ অনেকক্ষণ একটানা চলে সবুজ রিজটার ওপর উঠে এল সে। কান খাড়া হয়ে গেল স্ট্যালিয়নটার, অস্বস্তি ভরে ঘাড় ঝাঁকাল।

তিরিশ গজ দূরে, কটনউডের কাছে, মাটিতে ছেঁচড়াচ্ছে লোকটা। পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘোড়ার দড়িদড়া। ঘোড়াটা দাবড়াচ্ছে একটা মেয়ে।

লোকটা অজ্ঞান, নিজেকে ছাড়ানোর কোনও চেষ্টা করছে না। ধুলোমাখা চেহারাটা দেখল বার্ট। এখনই না থামালে পাথরের ওপর দিয়ে ছুটবে ঘোড়াটা, কয়েক মুহূর্তের বেশি বাঁচবে না ওই লোক।

অবচেতন ভাবে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল বার্ট, দ্রুত পৌঁছে গেল লোকটার কাছে। ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে স্যাডলে ঝুঁকে পড়ে তার পায়ে জড়ানো দড়ি কেটে দিল।

পিছুটান না থাকায় হোঁচট খেলো ঘোড়াটা। রাস টেনে ঘোড়া

সামলে ওর দিকে ফিরল আরোহিণী, হাতে সিক্সগান।

প্রথম বুলেট ওর অনেকখানি ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অপেক্ষা করেনি বার্ট, মেয়েটার হাতে সিক্সগান দেখেই স্যাডল থেকে পিছলে নেমে গেছে সে, ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা পাথরের আড়াল নিয়েছে।

'ওখান থেকে বেরিয়ে এসো,' রাগী, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বার্ট। ওর সামনে পাথরে আঘাত করল দ্বিতীয় বুলেট।

ক্রল করে পাথরের বাম কিনারে সরে এল বার্ট। মাথা থেকে হ্যাট খুলে রিম ধরে পাথরের ওপরে খানিকটা ওঠাল ওটা। সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখল ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা।

পাথরের ওপর দিয়ে বেরিয়ে থাকা হ্যাট লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সে। পরপর চারটা গুলির আওয়াজ গুণে উঠে দাঁড়াল বার্ট। 'নামিয়ে রাখো, মেয়েদের হাতে ওটা শোভা পায় না,' শীতল কণ্ঠে বলল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে। হাত থেকে সিক্সগান ফেলেনি মেয়েটা, তাড়াহুড়ো করে রিলোড করার চেষ্টা করছে।

পাথর ঘুরে দৌড়ে সেদিকে এগোল বার্ট শ্যাডো। দূরত্ব যখন দশফুট সিক্সগানের লোডিঙ গেট বন্ধ হলো মৃদু শব্দে। মেয়েটা ওর দিকে ওঠাতে শুরু করেছে রিভলভার, ডাইভ দিল বার্ট।

মেয়েটাকে নিয়ে ধুলোর ওপর আছড়ে পড়ল সে। থাবা দিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিল। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুত চলছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস, হ্যাট না থাকায় বালি লেগে ধূসর হয়ে গেছে একমাথা কালো চুল।

উঠে দাঁড়াল বার্ট। পাশে মুখ নিচু করে বসে হাঁপাচ্ছে মেয়েটা, সেদিকে তাকাল ও। চেহারা দেখা যাচ্ছে না, মেহগনি রঙের এলো চুলে ঢেকে গেছে।

একটু পর হাত দিয়ে চুল সরিয়ে বার্টের দিকে তাকাল মেয়েটা, সবুজ চোখে উথলে উঠেছে ঘৃণা। গোলগাল মুখ মেয়েটার, খাড়া নাক, ধনুকের মত ভ্রূ। চেপে রাখায় রক্ত সরে গেছে সুন্দর ঠোঁটগুলো থেকে।

'তুমি ওর দলের আরেকটা, না?' রাগ ঝরে পড়ল মেয়েটার কণ্ঠে।

'না,' জবাব দিল বার্ট। 'আমি নিজের দলে।'

'তোমার জন্যই বেঁচে গেল লোকটা,' মেয়েটা অভিযুক্ত করল ওকে।

ঠাণ্ডা চোখে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল বার্ট, 'ওকে মরতে হবে কেন?'

'কারণ তোমার মত সে-ও একজন গানম্যান,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল মেয়েটা।

উঠে দাঁড়িয়েছে সে, লম্বায় বার্টের কাঁধ সমান। একটা রুক্ষ রাইডিং ড্রেস পরে আছে, কোমরে পুরুষদের মত গানবেল্ট ঝুলছে।

বুলেটগুলো বের করে নিয়ে মেয়েটাকে সিক্সগান ফিরিয়ে দিল বার্ট। ঠোঁটে চিরাচরিত ব্যঙ্গের হাসি, বলল, 'চলে যাও এখান থেকে।'

সিক্সগান ফিরে পেয়েই আবার বুলেট ভরতে শুরু করল মেয়েটা। হাত বাড়িয়ে সিক্সগানের মাজল সরিয়ে দিল বার্ট। সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল, 'মেয়েদের আমি পছন্দ করি না। তুমি স্কার্ট পরো এটা আমি ভুলে যাবার আগেই কেটে পড়ো।'

এক ঝটকায় উঠে এল মেয়েটার হাত, বুঝে ওঠার আগেই বার্টের গালের ওপর পড়ল চড়টা। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বার্ট। সংবিৎ ফিরে পেয়ে সিক্সগান কেড়ে নিল সে, ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ঘোড়ার উদ্দেশে এগোল, কিল-চড় অগ্রাহ্য করছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ঘোড়াটা। ওখানে পৌঁছে মেয়েটাকে স্যাডলে উঠিয়ে দিল বার্ট, চাপড় লাগাল ঘোড়ার পেছনে।

লাফিয়ে উঠে ছুটল ঘোড়াটা, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে আরোহিণী, স্টিরাপের ওপর হাত। দ্রুত রিজ পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল ঘোড়াটা।

মুখে হাত বোলাল বার্ট, রক্ত জমে গেছে বামগালে। ফিরে তাকাল

অজ্ঞান লোকটার দিকে। ওর দিকে পেছন ফিরে কাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, হাত বাঁধা। মধ্য বয়স্ক লম্বা-চওড়া লোক, বেশির ভাগ চুলই পেকে গেছে। চল্লিশ গজ দূরে ট্রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘোড়া, স্যাডল ব্যাগের সাথে একটা ক্যান্টিন ঝুলছে লক্ষ করল বার্ট।

ঘোড়টাকে ধরতে অনেক সময় ব্যয় হলো ওর। ক্যান্টিন ঝাঁকিয়ে আওয়াজ শুনল, ভেতরে পানি আছে। চুমুক দেয়ার ইচ্ছে দূর করল বহু কষ্টে, পানির দরকার পড়বে ওই লোকের জ্ঞান ফেরাতে।

ফিরে এসে লোকটাকে চিত করে শোয়াল বার্ট, তার বুকে আঁটা শেরিফের ব্যাজটা নজর কাড়ল ওর। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটা যেদিকে গেছে সেদিকটায় তাকাল। আপন মনে বলল, 'আগে জানলে নাক গলাতাম না!'

শেরিফের চওড়া মুখটা রক্তশূন্য দেখাচ্ছে, ঘুমন্ত হাউণ্ড বিশ্রাম নিচ্ছে বলে মনে হলো বার্টের।

ক্যান্টিনের মুখ খুলল সে, পানি খেতে গিয়েও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ওর দিকে তাকিয়ে আছে ব্লু, পানির গন্ধে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মুখের কাছ থেকে ক্যান্টিনটা নামিয়ে নিল বার্ট, বিরক্ত চেহারায় তাকাল অজ্ঞান শেরিফের দিকে। ধীরেধীরে পানি ঢালতে শুরু করল শেরিফের মুখের ওপর। কিছুক্ষণ পর লোকটা কেশে ওঠায় ক্যান্টিন সোজা করল।

শেরিফের পাশে ক্যান্টিন ফেলে উঠে দাঁড়াল সে, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সিগারেট তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আস্তে ধীরে উঠে বসল শেরিফ, ঘাড় ডলল দুহাতে। শান্ত নীল চোখে বার্টকে লক্ষ করল খানিকক্ষণ। শার্টের হাতা দিয়ে মুখের পানি মুছল। 'তুমিই কেটেছ দড়িগুলো?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা ঝাঁকাল বার্ট, 'ভুল হয়ে গেছে।'

জবাব শুনে চেহারায় পরিবর্তন এল না শেরিফের, শুধু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো আরও। 'পানি কই?' জানতে চাইল সে।

হাতের ইশারায় মাটিতে পড়ে থাকা ক্যান্টিনটা দেখিয়ে দিল বার্ট। ওর মনোভাব বুঝে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। ক্যান্টিন সংগ্রহ করে পানি পান করল, তারপর সাধল ওকে।

মাথা নাড়ল বার্ট, প্রয়োজন নেই। কোনও কথা বলল না শেরিফ। বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজের একটা প্যাকেট বের করে সেটা থেকে পিপারমিন্টের একটা চাকতি নিয়ে মুখে ফেলল।

কিছুক্ষণ বার্টের আপাদমস্তকে নজর বুলিয়ে জানতে চাইল শেরিফ, 'কোত্থেকে এসেছ?'

'উত্তর।'

'তাহলে তোমার ঘোড়াকে দিচ্ছি বাকি পানিটা।'

অসম্মতি জানাল বার্ট, 'ব্লু তৃষ্ণার্ত না।'

ওর দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ, বলল, 'আমার চেহারা পছন্দ হচ্ছে না, আমার পানি খেয়ো না তুমি। কিন্তু ঘোড়াটাকে তৃষ্ণা মেটাতে দাও। উত্তর থেকে এসেছ বলছ, তাহলে তো কয়েকদিন পানি পায়নি ওটা!'

'আমাদের পিপাসা নেই,' শীতল গম্ভীর কণ্ঠে বলল বার্ট শ্যাডো।

শ্রাগ করল শেরিফ, প্যাঁচ কষে ক্যান্টিনের মুখ বন্ধ করল। 'আমার নাম কার্ল ড্যাঙলার, সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ,' বার্টের উদ্দেশে বলল সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে যখন পাও তখন এখানে কোনও মেয়ে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল শেরিফ, 'কোনদিকে গেছে?'

মেয়েটা উত্তরে গেছে, আঙুল দিয়ে দক্ষিণ দিক দেখিয়ে দিল বার্ট।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল শেরিফ, তারপর বলল, 'উঁহুঁ, মেয়েটা ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চের দিকে যাবে।' হাত তুলে উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করল সে।

কোনও কথা বলল না শ্যাডো, চোখ দুটোয় ব্যঙ্গ খেলা করছে।

ওর চেহারা দেখে দৃঢ় বদ্ধ হয়ে গেল শেরিফের চোয়াল। ঘুরে দাঁড়াল বিশালদেহী লোকটা, ঘোড়া ধরতে এগিয়ে গেল। কার্ল ড্যাঙলারের চলাফেরায় আভিজাত্য লক্ষ করল বার্ট শ্যাডো।

শেরিফ ঘোড়া ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় চোখ সরাল সে, কটনউড গাছের আশেপাশে পানির খোঁজে তাকাল। গাছগুলো পানি পায় মাটির তলার কোনও প্রস্রবণ থেকে। ওপরে কোনও পানি নেই, বিরক্তির সঙ্গে অনুভব করল সে।

'কোনদিকে যাচ্ছ?' বে'র লাগাম ধরে ওর কাছে এসে দাঁড়াল শেরিফ।

নিস্পৃহ-শূন্য দৃষ্টিতে শেরিফের দিকে তাকাল বার্ট। লোকটার সঙ্গ এড়ানোর জন্য বলল, 'দক্ষিণে।'

'ভাল। আমিও ওদিকেই যাচ্ছি,' উষ্ণ কণ্ঠে বলল কার্ল ড্যাঙলার।

ভুল বলে ফেলেছে, আসলে সে উত্তরে যাবে বলতে গিয়েও চুপ করে গেল বার্ট। উত্তরে পানি নেই। লোকটা নিশ্চই পানির দিকেই যাচ্ছে, অন্তত পানির সন্ধান পাবার আগ পর্যন্ত বুড়ো কুগারটার সঙ্গ সহ্য করতে হবে।

দক্ষিণে রওনা হলো ওরা, বার্টের ব্লু শেরিফের বে'র একটু পেছনে পেছনে যাচ্ছে। এভাবেই চলতে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ওটা।

কোনও কথাবার্তা ছাড়াই অনেক দূর এগুলো ওরা। অনেকক্ষণ উসখুস করে জিজ্ঞেস করল শেরিফ, 'অ্যারিজোনা কেমন লাগছে?'

'ভেড়া পালার উপযোগী,' জবাব দিল বার্ট।

খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে গেল শেরিফ, স্বস্তি অনুভব করল শ্যাডো। বিভিন্ন চিন্তায় মগ্ন থেকে তৃষ্ণা ভোলার চেষ্টা করছে সে। মেয়েটা কে? শেরিফের দলের লোক বলে মনে করেছিল বলেই খুন করতে চেয়েছিল ওকে? কেন?

'বজ্জাত মেয়ে!' বলল শেরিফ, যেন বার্টের ভাবনা পড়ে ফেলেছে সে। 'মেয়েলোক যখন পিস্তল ধরে তখনই আসল বিপদ, ওদের বিরুদ্ধে

লড়া যায় না।'

'হুম,' মুখে সায় জানালেও বার্টের কণ্ঠে উল্টোসুর বাজল।

'অন্তত ওই মেয়ের বিরুদ্ধে না,' মতবিরোধ উপলব্ধি করে বলল শেরিফ। 'অন্য কেউ হলে দুটো চড় চাপড় লাগিয়ে পার পাওয়া যেত, কিন্তু ওই মেয়ে সিড রেমন্ডের বোন।'

কথা শেষে ওর দিকে তাকাল শেরিফ, যেন যতটুকু বলেছে তাতেই ওর বোঝা উচিত কি বলতে চায় সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খুলল বার্ট, 'সিড রেমন্ডের নাম শুনিনি কখনও।'

'তাহলে তুমি এই অঞ্চলে একেবারেই নতুন,' শেরিফ ড্যাঙলারের কণ্ঠে তিক্ততা। 'অন্তত আশেপাশের এলাকায় থাকলেও ওর নাম শুনতে পেতে।'

'হয়তো,' নির্বিকার কণ্ঠে মন্তব্য করল বার্ট।

'হয়তো না, ঠিকই শুনতে পেতে,' জোর দিয়ে বলল শেরিফ। 'গত মাসে ওই খুনীটাকে পেরোলে ছেড়ে দিয়েছে গভর্নর। দক্ষিণে ওকে গরু খোঁজা খুঁজছিল আইন, ছদ্মবেশে একটা স্টেজে চড়ে বসে সে। স্মোকি রিভার মাইন থেকে সোনা নিয়ে যাচ্ছিল স্টেজটা, পথে একদল লুটেরা স্টেজগার্ডকে খুন করে। ওরা নিজেরাও বাঁচেনি, সিড রেমন্ড ওদের হত্যা করে স্টেজটা গ্লোব টাউনে পৌঁছে দেয়।'

বড় করে দম নিয়ে আবার শুরু করল শেরিফ, 'গভর্নর ওই খনির একজন বড় অংশীদার। বলতে গেলে তার সোনাই উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে সিড রেমন্ড। খুশি হয়ে ওকে পেরোলে ছেড়ে দিয়েছে গভর্নর। লোকটা এখন এই অঞ্চলে এসে হাজির হয়েছে।'

'এই এলাকার কোথায়?' জানতে চাইল বার্ট। শেরিফ কথা বলায় ব্যস্ত থাকলে ওর প্রতি অতি আগ্রহ দেখাবে না।

'ম্যালপাইস স্প্রিংসে,' মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল শেরিফ। 'এক মাসও হয়নি লোকটা এখানে এসেছে, রাতে বেরোতে ভয় পাচ্ছি আমি।'

কার্ল ড্যাঙলারের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বার্ট বুঝল, বিনয়

করছে শেরিফ, ভয় পাওয়ার লোক নয় সে। প্রশ্ন করল ও, 'কি যেন বললে লোকটার নাম?'

ওর দিকে তাকাল শেরিফ। বলল, 'ওর আসল নাম সিড রেমন্ড, ছদ্মনাম আছে আরও অনেক।'

'নামটা শুনিনি কখনও।'

কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ, 'অবাক করলে! সবাই বলে উত্তরে ওর অনেক নামডাক।'

ডারহ্যাম স্যাক বের করে সিগারেট বানাল বার্ট, শেরিফকে লক্ষ করছে। পথের দিকে তাকিয়ে আছে ড্যাঙলার। লোকটাকে কি ওর কথা জানানো হয়েছে? আপন মনে হাসল বার্ট, নিজের স্ট্যানিয়নটার দিকে তাকাল, দুসপ্তার কঠিন পথশ্রমেও ক্লান্ত হয়নি বু, বিপদে এখনও দ্রুত ছুটতে পারবে।

'আমি শুনিনি।' শীতল কণ্ঠে বলল বার্ট।

'শুনবে, ওর বোনের কীর্তিও শুনবে,' জবাব দিল শেরিফ, পিপারমিন্ট চুষছে। 'ম্যালপাইস স্প্রিংস; এমনকি স্যাহুয়ারো কাউন্টিতে থামলেও শুনতে পাবে সিড রেমন্ডের নাম।'

শেষ টান দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল বার্ট, চেহারা গম্ভীর। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যই আলাপ জুড়েছে শেরিফ, বুঝতে পারছে সে।

শেরিফকে ওর ব্যাপারে আলাপ করতে না দেয়ার জন্য প্রসঙ্গের ইতি টানল বার্ট, 'যত দ্রুত সম্ভব অ্যারিজোনা থেকে চলে যাব আমি। সিড রেমন্ড বা তার বোন অথবা তোমাদের ঝগড়া ফ্যাসাদ সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই আমার।'

রাস টেনে ওর পথের ওপর আড়াআড়ি ঘোড়া দাঁড় করাল শেরিফ। বার্টও থেমে দাঁড়িয়েছে, এখন গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া দুটো। বার্টের ডান হাত উরুর উপর, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক চোখে তাকাল সে শেরিফের দিকে।

'প্রচুর টাকা রোজগার করতে কেমন লাগবে তোমার?' বার্টকে

জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়ায় অবাক হলো বার্ট, বলল, 'ভালই লাগবে হয়তো, যদি ঝামেলায় না পড়ি।'

হাসল শেরিফ, 'সেই সুযোগ পেয়েছ তুমি। ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কি কাজ?' প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল বার্ট।

'বলছি, দাঁড়াও,' বুক পকেট থেকে পিপারমিন্টের চাকতি বের করে মুখে ফেলল শেরিফ। 'এই সিড লোকটা বিভিন্ন গ্যাঙের সঙ্গে কাজ করত। বাবা মারা যাবার পর ফিরে আসেনি সে। বোনটা ওর র‍্যাঞ্চের বারোটা বাজিয়েছে, ব্যাঙ্কের দায় শোধ করতে পারছে না র‍্যাঞ্চটা। ফিরে আসার পর ঘোষণা করেছে সিড, যে লোক ব্যাংকের হয়ে র‍্যাঞ্চ ছাড়ার কাগজ নিয়ে যাবে তাকে খুন করবে সে।'

'কাগজটা ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠালেই হয়,' মন্তব্য করল বার্ট।

'কোনও পিওন রাজি না,' জবাব দিল শেরিফ, 'আমিও না।' খানিকক্ষণ একমনে পিপারমিন্ট চুষল সে, তারপর বলল, 'লোকটাকে এড়িয়ে চলি আমি। সিডের বক্তব্য: ছোট র‍্যাঞ্চার আর নেস্টররাই ওর র‍্যাঞ্চের গরু চুরি করেছে, আমি নাকি ইচ্ছে করেই ঠেকাইনি।'

'তবু যাওয়া উচিত তোমার!' মন্তব্য করল বার্ট। ওর বিশ্বাস হচ্ছে না শেরিফের মত লোক কাউকে ভয় পেতে পারে।

'অসম্ভব, আমি কিছুতেই যাব না, ওর বোন আজকে শহর থেকে আমাকে অনুসরণ করে এসেছে। তারপর কি ঘটেছে তুমি তো দেখেছই।'

'না গেলে আয়নার সামনে নিজের মুখ দেখবে কি করে?' বার্টের কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

'আমি তোমাকে ডেপুটি শেরিফ করছি,' বার্ট কিছু বলার আগেই হাত তুলে ওকে থামাল শেরিফ। 'পাঁচশো ডলার পাবে, শুধু ব্যাংকের নোটিশটা সিডের কাছে পৌঁছে দেবে। বাকি দায়িত্ব আমার, পাসি নিয়ে

যাব আমি।'

'না,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল বার্ট শ্যাডো।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' হাসি ফুটল ড্যাঙলারের মুখে। ঘোড়াটা পথ থেকে সরিয়ে নিল সে। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম, তুমি পারবে না।'

নড়ল না বার্ট শ্যাডো, ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। শেরিফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলতে চাও?'

'তোমার চেহারার তুলনায় অনেক নরম তুমি; আর কিছু না,' ব্যঙ্গের হাসি ফিরিয়ে দিল কার্ল ড্যাঙলার। 'নিজের পথে যেতে পারো তুমি।' হাত দিয়ে ট্রেইলের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে নামল বার্ট শ্যাডো। শেরিফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উরুতে বাঁধা পিস্তলের কাছে চলে গেছে হাত, বলল, 'ঘোড়া থেকে নেমে আমার মুখোমুখি হও, নাহলে ওখানে বসেই পিস্তল ধরো।'

'উহুঁ, আমার বয়স হয়েছে, পুরানো স্টেটসন হ্যাট দেখলে চিনতে পারি আমি,' জবাব দিল শেরিফ।

কার্ল ড্যাঙলার কাপুরুষ না, ডুয়েল লড়তে ভীত নয় সে, অনুভব করল বার্ট। বিনা কারণে বিপদে জড়ানো অভ্যেস নয় শেরিফের। ওর নিজেরও গান ফাইটে জড়ানোর ইচ্ছা নেই, ব্যক্তিগত বিরোধ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সে। 'আমার কি করতে হবে?' শেরিফের উদ্দেশে প্রশ্ন করল বার্ট।

'যা বলেছি,' জবাব দিল ড্যাঙলার। 'যেহেতু ডেপুটি, আইনের সহায়তা পাবে তুমি।'

'কাজটা শেষ করলে এক হাজার ডলার পাচ্ছি আমি?' প্রশ্ন করল বার্ট।

'পাঁচশো,' জবাব দিল শেরিফ।

'ঠিক মত শুনতে পেলাম না, কি বলছ। এক হাজার?' জানতে চাইল

সে।

'বেশ তাই পাবে,' রাজি হয়ে গেল শেরিফ, পকেট থেকে একটা কিছু বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। ওটা ধরার কোনও চেষ্টা করল না বার্ট, আন্দাজ করতে পেরেছে কি হবে ওটা। ওর বুর ডানদিকে বালির ওপর পড়ল ডেপুটি শেরিফের ব্যাজ।

'টিনের তারা পরা বাধ্যতামূলক হলে কাজটা করব না আমি,' ব্যঙ্গ ভরা চোখে কার্ল ড্যাঙলারের দিকে তাকাল বার্ট।

ভদ্রতার হাসি খেলে গেল শেরিফের মুখে। বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' পিপারমিন্ট চুষছে সে। 'আমি রাজি।'

তিন

ছোট্ট একটা শহর ম্যালপাইস স্প্রিংস, পাহাড়ের অভ্যন্তরে। পাহাড়ের উপর থেকে তাকালে অবিশ্বাস্য মনে হয়, এত পরে সূর্যোদয় এবং অত আগে সূর্যাস্ত হয় শহরটায়।

সেতুটা ছাড়া পশ্চিমের আর সব শহরের সাথে কোনও পার্থক্য নেই ম্যালপাইস স্প্রিংসের। শহরের প্রবেশ পথে শুকনো একটা নদীর ওপর কাঠের সেতুটা। অপ্রয়োজনীয়, তবুও ওটাই শহরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

শেড দেয়া দোকানগুলো এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার দু'পাশে কাঠের ফুটপাথের সাথে জায়গায় জায়গায় ঘোড়া বাঁধার জন্য হিচর‍্যাক। রাত হয়েছে, রাস্তায় তেলের বাতি জ্বলছে।

লোকজন পথ চলছে, কয়েকটা ওয়্যাগন এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে। ম্যালপাইস স্প্রিংস সাধারণ একটা ক্যাটল টাউন, বর্ধিষ্ণু শহর নয়।

নীরবতা ভাঙল শেরিফ, হাত তুলে দুই রাস্তার মোড়ে একটা কাঠামো দেখাল, 'ওই যে ওটাই আমার অফিস। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবে।'

'কালকে দেখব ওসব,' জবাব দিল বার্ট।

'রাত কোথায় কাটাচ্ছ?'

বিরক্ত হয়ে শ্রাগ করল বার্ট শ্যাডো, 'জানি না, কালকে দেখা হবে।' আসার পথে একটা লিভারি স্টেবলের সাইনবোর্ড দেখেছে, সেদিকে রওনা হলো ও। পেছন থেকে বিরক্ত চোখে ওকে লক্ষ করছে শেরিফ ড্যাঙলার।

আস্তাবলের সামনে রঙজ্বলা বোর্ডে 'হে অ্যাণ্ড গ্রেইন' লেখা। ভেতরে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামল বার্ট। অন্ধকার কোণ থেকে বাতি হাতে এগিয়ে এল চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা ছেলে, বেসুরো শিস বাজাচ্ছে ঠোঁট গোল করে।

'কি করতে পারি, স্যার?' প্রশ্ন করল সে, প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে বার্টের স্ট্যালিয়নটা। পুরানো, কিন্তু পরিষ্কার কাপড় ছেলেটার পরনে। ভিন্ন মাপের একজোড়া বুট পরেছে সে, ছেঁড়া জিন্সের প্রান্তগুলো জুতোয় ঢোকানো। ঘোড়াটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আবার বেসুরো শিস দিতে শুরু করল সে।

বার্ট মুখ না খোলায় আধ মিনিট পর বলল, 'এর আগেও তৃষ্ণার্ত ঘোড়া সামলেছি আমি, চিন্তা কোরো না।' আবার শিস দিতে গিয়েও বার্টের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল সে।

'ঠিক আছে। তাহলে তোমার দায়িত্বেই থাকল বু,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বার্ট শ্যাডো।

পঞ্চম স্টলে নিয়ে বুকে ঢোকাল ছেলেটা, কাজ শুরু করে দিল। ঘোড়াটাকে একবারে বেশি পানি খেতে দিচ্ছে না সে, ব্রাধা দিয়ে সরিয়ে আনছে। কিছুক্ষণ দেখে সন্তুষ্ট হলো বার্ট।

'তোমার নাম কি?' ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'অ্যালান ডেল,' কাজ না থামিয়েই জবাব দিল ছেলেটা।

সিগারেট রোল করতে করতে ছেলেটার কাজ দেখছে বার্ট। 'স্যাডলটা নামিয়ো না, হঠাৎ চলে যেতে হতে পারে আমার,' নির্দেশ দিল সে।

কোনও কথা বলল না ছেলেটা, এই পরিস্থিতির সাথে পরিচিত, জানে কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বার্ট, জিজ্ঞেস করল, 'সিড রেমন্ড কি লালচুলো?'

চোখ তুলে তাকাল অ্যালান, 'হ্যাঁ।' মাথাটা চুলকে বুঝতে চেষ্টা করছে প্রশ্নটার তাৎপর্য।

'লম্বা-চওড়া লোক, বয়স প্রায় তিরিশ, বামগালে একটা কাটা দাগ আছে লোকটার?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল অ্যালান। 'তুমি তাকে চেনো?'

উত্তর দিল না বার্ট, পকেট থেকে বের করে ছেলেটার দিকে ছুঁড়ে দিল দুটো রূপোর ডলার। 'আস্তাবলের চার্জ পরে দেব,' বলল সে।

'ধন্যবাদ, স্যার। কেউ জিজ্ঞেস করলেও তোমার ব্যাপারে মুখ খুলব না আমি,' বকশিশ পেয়ে খুশি হয়ে বলল অ্যালান।

'কে আমার খবর জানতে চাইবে বলে তোমার ধারণা?' ঘুরে চলে যাচ্ছিল, ছেলেটার শেষ কথায় থেমে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল বার্ট।

'সিড রেমন্ড আসার পর থেকেই নিয়মিত খবর নিচ্ছে শেরিফ,' বলল অ্যালান। ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার মুখ খুলল, 'ডেপুটি খুঁজছে শেরিফ। তোমার মত আরও দুজন নতুন লোককে ডেপুটি বানানোর চেষ্টা করেছিল সে। কাজটা ওরা নেয়নি।'

সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে নেভাল বার্ট শ্যাডো, প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল, 'খাওয়ার পানি আছে এখানে?'

'অফিস পেরোলেই আমার ঘর, ওখানে পাবে,' আঙুল তুলে বার্নের ভেতর দিকে ইঙ্গিত করল অ্যালান।

অফিসের ভেতর দিয়ে অ্যালানের ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করল সে। একটা খাট এবং ওয়াশস্ট্যাণ্ড ছাড়া আর কোনও আসবাবপত্র নেই ঘরটায়।

ওয়াশস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে কয়েক ঢোক পানি খেলো বার্ট। পেটে পানি পড়তেই ক্লান্তি অনুভব করল সে, খিদেও পেয়েছে।

'ডেপুটি শেরিফ!' আপন মনেই আওড়াল সে, হেসে ফেলল। কার্ল ড্যাঙলারের সাথে চুক্তির কথাটা মনে পড়ল ওর। অ্যালানের কথা শুনে বুঝতে পারছে, গানম্যান খুঁজছে শেরিফ—নোংরা একটা কাজ করার জন্য সম্ভবত।

অ্যালানের বর্ণনা শোনার আগে সিড রেমন্ডের ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিল না বার্ট। শেরিফকে ইচ্ছে করেই সিড সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি সে। ওর ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠত লোকটা। 'ধৈর্য ধরলে কি না সম্ভব!' গভীর কণ্ঠে নিজেকে শোনাল বার্ট, 'এমনকি সিড রেমন্ডের সন্ধানও পাওয়া যায়।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল সে। সন্ধ্যা নেমেছে, নীরব হয়ে গেছে শহরটা। বাতাসে ভেজা ধুলোর গন্ধ পেল, উল্টোদিকের বাড়িগুলোর পেছনে পাহাড়ী ঝরনা শুকায়নি এখনও। বছরের ঠিক এমন সময়ই সিড রেমন্ডের সাথে আলাপ হয়েছিল ওর, ক্যালিকোসের কাছে ইডাহো টাউনে।

বয়স কম ছিল বার্টের, মানুষের চেহারা দেখে চরিত্র বিচার করত। সিডকে বিশ্বাস করেছিল ও। জো ম্যানেরোর দোকানে কথাগুলো হয়েছিল, স্পষ্ট মনে আছে বার্টের। ওই অঞ্চলে ওদের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল দুহাজার ডলার।

পালিয়ে বেড়ানোর সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে পাহাড়ে দেখা হয় ওদের। একটা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সিড, বার্ট ঘুরছিল একা।

মীটিঙ সিড রেমন্ডই ডেকেছিল। কেটে পড়তে চেয়েছিল সিড, তার দরকার ছিল কিছু নগদ টাকা। একটা পরিকল্পনা ছিল মাথায়।

কাজটা করতে ইস্পাত দৃঢ় স্নায়ু প্রয়োজন, বার্টকেই দায়িত্ব দিয়েছিল রেমন্ড। ব্যাংকের সুইপারকে কিনে ফেলে সে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিকেলে বার্টকে ব্যাংকের বেসমেন্টে লুকিয়ে রেখে আসে সুইপার।

শুক্রবার রাতে ইসমারেলডা মাইন থেকে গার্ড দিয়ে নিয়ে আসা হবে একটা বাকবোর্ড, সোনা বোঝাই। ব্যাংকের সামনের রাস্তায় ওদের উপর হামলা করবে সিডের দলবল। ব্যাংকের গার্ড স্বাভাবিক ভাবেই বাকবোর্ড রক্ষার জন্য এগিয়ে যাবে। সেই সুযোগেই বেসমেন্ট থেকে উঠে এসে ক্যাশিয়ারকে বন্দী করবে বার্ট, খুলে দেবে পেছনের দরজাটা।

সিড রেমন্ড অপেক্ষা করবে সেখানে, ব্যাংকের টাকা লুঠ করে চলে যাবে ওরা দুজন। রেমন্ড বলেছিল কাজটায় ঝুঁকি একেবারেই কম, কারণ বাকবোর্ডের ওপর হামলাকারীদের ঠেকাবার জন্য ব্যস্ত থাকবে শেরিফ এবং গার্ডরা।

প্রায় সবকিছুই পরিকল্পনা মাফিক এগুলো। বেসমেন্ট থেকে উঠে এসে গার্ডকে দেখল না বার্ট, বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছে লোকটা। ক্যাশিয়ারকে বেঁধে ফেলে পেছনের দরজা খুলে দিল সে। দেখল ওখানে সিড রেমন্ডের বদলে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ, পেছনে ছয়জন ডেপুটি।

ওকে বেচে দিয়েছে সিড রেমন্ড, পুরস্কারের টাকার লোভে ধরিয়ে দিয়েছে। গার্ডদের সতর্ক করে দিয়ে নিজের দলের বেশিরভাগ লোককে মেরে ফেলেছে।

ট্রায়ালের আগেই জেল ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল বার্ট শ্যাডো, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করে না সে। প্রতিজ্ঞা করেছে, বাকি জীবন লাগলেও সিড রেমন্ডকে খুঁজে বের করবে ও।

আজ বহুদিন পর আবার লোকটার খোঁজ পাওয়া গেছে। শেরিফের মুখে স্টেজ ডাকাতি ঠেকানোর ঘটনা শুনেই আন্দাজ করেছিল—ওই লোকই সেই বিশ্বাসঘাতক।

শেরিফকে সে বলেছে সিড রেমন্ডকে চেনে না, নিজের ট্রেইল পরিষ্কার রাখতে চায় বার্ট। কার্ল ড্যাঙলার এক হাজার ডলারে রাজি হয়ে যাওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত সিড রেমন্ডকে শেষ করে কিভাবে অ্যারিজোনা থেকে বেরোবে সেই চিন্তা করছিল সে। কিন্তু এখন জানে, আইনের সহায়তা পাবে।

হিসেব চুকানোর পাশাপাশি একহাজার ডলার; মন্দ কি! টাকাটা পেলে দরকারে নতুন ঘোড়া কিনতে পারবে সে, টাকার জন্য কোনও ঝুঁকি নিতে হবে না পথে।

সিড রেমন্ডের হিসেব চুকানোর ব্যাপারে আইনগত সাহায্য করবে অকর্মা শেরিফ, কাজ শেষে টাকা নিয়ে নিরাপদে চলে যেতে পারবে বার্ট।

'এই প্রথম এবং শেষবারের মত আইনের পক্ষে আছ তুমি,' নিজেকে বলে রাস্তায় উঠে এল সে। আইনের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই ওর। আইন ওকে আশ্রয়হীন হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

রাস্তার ডানদিকে শেরিফের অফিসের উল্টো পাশে 'লিগাল টেন্ডার' সেলুন, ভিড় দেখে বোঝা যায় ভাল ব্যবসা করছে। ওটা ছাড়িয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল বার্ট। চারজন লোক বসে আছে কাউন্টারের কাছে, ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দিল বার্ট, পেছন দিকের একটা টেবিলে বসল দরজার দিকে মুখ করে।

ওয়েইটারকে স্টেক, আলু, কফি এবং পাই আনার নির্দেশ দিল সে। ও ঢোকার পর লোকগুলোর আলাপ থেমে গেছে, অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল রেস্টুরেন্টে। মাথায় নোঙরা ব্যান্ডেজ বাঁধা লম্বা পাঞ্চার বিদায় নিল প্রথমে, একটু পর চলে গেল অন্যরাও।

খাওয়া শেষে বিল মিটিয়ে উঠে পড়ল বার্ট শ্যাডো। আর তিরিশ ডলার আছে ওর কাছে, এই টাকা ক'টাই জিতেছিল মার্শাল ব্যাটা পোকারে চুরি করে ধরা পড়ার আগে। গানফাইটে মারা গেছে ওই লোক।

লিগাল টেন্ডারে এসে ঢুকল বার্ট, কপালটা খারাপ হলেও অন্তত কয়েকঘণ্টা পোকার খেলার টাকা আছে ওর কাছে। বদ্ধ ঘরটা ধোঁয়ায় প্রায় অন্ধকার, সিগারেটের কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

নিচু ছাদ লম্বা ঘরটায়, ঢোকার মুখে হাতের ডানদিকে বারের কাউন্টার। চারপাশে নজর বুলাল বার্ট, সিড রেমন্ড নেই এখানে। কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'কি দেব, স্যার?' জিজ্ঞেস করল বারটেন্ডার।

'বিয়ার, ধন্যবাদ,' জবাব দিল বার্ট।

হাতের গ্লাস শেষ করে ভিড় ঠেলে পোকার টেবিলের দিকে এগুলো সে। তিনটা টেবিলে ভিন্ন স্টেকে খেলা হচ্ছে। সবচেয়ে কম টাকার খেলা হচ্ছে যে টেবিলে সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগল বার্ট।

ফ্যাকাসে চেহারার হাউসম্যান চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে, 'বসবে?' একটা খালি চেয়ার দেখাল সে।

তিনজন লোক খেলছে, পোশাক দেখে সবাইকে পাঞ্চার বলে মনে হয়। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকাল বার্ট। গম্ভীর প্রশান্ত চেহারার এক লোক বসে আছে চেয়ারটায়, বয়স তিরিশের কাছাকাছি। 'তুমি চেয়ার বদলালে খেলতে পারি,' তার উদ্দেশে বলল বার্ট।

ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল লোকটা, চেহারা নিস্পৃহ। 'ভুলে গানফাইটারের সীটে বসে পড়েছিলাম,' অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল সে। হাসল, তারপর চেয়ার বদলে বসল।

'ধন্যবাদ,' দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসে বলল বার্ট।

পোকারে ভাগ্য সহায়তা করে ওকে, আজকেও জিতছে সে। ওর ঠাণ্ডা আচরণ এবং ব্যঙ্গাত্মক হাসি ওকে ব্লাফ দিতে সাহায্য করে। ধোঁকাবাজ হিসেবে কেউ ওকে চিহ্নিত করে ফেললে পাকা জুয়াড়ীর দক্ষতায় খেলে সে।

এই খেলায় সতর্কতার সঙ্গে খেলছে একমাত্র হাউসম্যান, বাকি

সবাই আনাড়ির মত হারছে বার্টের কাছে।

একঘণ্টা পর সেলুনে ঢুকল মাথায় ব্যাণ্ডেজওয়ালা এক লোক। একেই রেস্টুরেন্টে দেখেছে বার্ট শ্যাডো। ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল লোকটা। পাঞ্চারদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তাকে চেনে ওরা, অবশ্য অভ্যর্থনার ধরনটা খুব একটা উষ্ণ মনে হলো না বার্টের।

'বসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা, তাকিয়ে আছে বার্টের দিকে।

উদাস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বার্ট, গম্ভীর চেহারার পাঞ্চার উঠে পড়ে আড়মোড়া ভাঙল। 'আমার চেয়ারে বসো, হল্ট। চলে যাব আমি,' বলল পাঞ্চার।

চেহারা কুৎসিত হয়ে উঠল হল্টের, পাঞ্চারকে জিজ্ঞেস করল সে, 'কেন? আমার সঙ্গ পছন্দ হচ্ছে না, ডেভ?'

'তা নয়, হল্ট,' চওড়া হাসি ফুটল পাঞ্চারের মুখে। হাত ঢুকিয়ে প্যান্টের পকেট উল্টে দেখাল সে। হল্ট কিছু বলার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল দরজা লক্ষ্য করে।

'এ হচ্ছে ড্যান হল্ট, মি.,' পাঞ্চারদের একজন লোকটাকে পরিচয় করিয়ে দিল বার্টের সঙ্গে।

'হাই,' মাথা ঝাঁকাল হল্ট, হাত বাড়াল না।

পাল্টা মাথা নাড়ল বার্ট, হ্যান্ডশেক করার জন্য সে-ও হাত বাড়ায়নি। বার্ট নিজের নাম না বলায় কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে বলল হল্ট, 'ডিল করো।'

সর্বক্ষণ ওর ওপর নজর রাখছে হল্ট, অনুভব করল বার্ট। একবারই মাত্র মুখ তুলে তাকিয়েছে সে, দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে লোকটা।

দ্বিতীয় ডিলে একটা টেক্কা পেল বার্ট, বাজির অঙ্ক বাড়াল। তৃতীয় রাউন্ডে একটা করে সাহেব পেল সে এবং একজন পাঞ্চার। বোর্ডে কারও হাতে জোড়া নেই, সবাই অপেক্ষা করছে বার্ট কখন বাজির অঙ্ক আরও বাড়াবে।

খুব ভাল কার্ড পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে দুটো নীল চিপস ঠেলে দিল বার্ট। ওর ব্লাফে হল্ট ছাড়া আর সবাই বসে পড়ল। হল্ট আরও বাড়াল বেট, তার সমান করে কল দিল বার্ট।

হল্টের হাতেও কোনও জোড়া নেই টেক্কার সাথে, ব্যাকিঙ হিসেবে একটা গোলাম আছে। নিজের কার্ড দেখাতে যাবে, বার্টের চোখ পড়ল হল্টের উপর। ব্যঙ্গের হাসি হাসছে লোকটা। হাতের কার্ড গুটিয়ে নিল বার্ট শ্যাডো।

'তুমি পেয়েছ,' হল্টের উদ্দেশে বলল সে। পটটা বড়ই ছিল, কিন্তু ছেড়ে দিল বার্ট। হল্ট মনে করবে সর্বক্ষণ ব্লাফ দিচ্ছে সে, ওর বিরুদ্ধে বাজির অঙ্ক বাড়াতে থাকবে সে। আরও বড় পট জেতার সুযোগ নেবে বার্ট শ্যাডো।

নিজের কার্ডগুলো উপুড় করে হাউসম্যানের দিকে ছুঁড়ে দিল বার্ট। হাউসম্যানের হাতে বাড়ি লেগে উল্টে গিয়ে ওগুলো ছড়িয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, ধরতে পারেনি হাউসম্যান। হল্ট দেখে ফেলল কার্ডগুলো। বার্টের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার মত গানম্যানের করুণার থোড়াই পরোয়া করি আমি, শ্যাডো!' উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে বিদ্যুৎ বেগে বাম পাশে সরে গেল বার্ট, কোমর সমান উচ্চতা থেকে আগুন ঝরাল ওর পিস্তল।

প্রথম বুলেটের ধাক্কা কুঁজো অবস্থা থেকে সোজা করে দিল হল্টকে, দ্বিতীয় ধাক্কাটা মাটিতে ফেলে দিল।

চিত হয়ে পড়ে আছে হল্ট, ডানহাত পিস্তলের বাঁটে, নড়ছে না। বিস্ফারিত চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে ছাদ দেখছে। নাকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে পরপর দুটো বুলেটের আঘাতে, রক্ত-মগজ বিমূর্ত চিত্র তৈরি করেছে কাঠের মেঝেতে।

ভিড়ের মধ্যে নড়াচড়া দেখে সেদিকটা কাভার করল বার্ট। ভিড় ঠেলে শেরিফকে বেরিয়ে আসতে দেখে পিস্তল নামাল সে।

'আস্ত গর্দভ ছিল লোকটা,' নিচু গলায় মন্তব্য করল ড্যাঙলার, তাকিয়ে আছে হল্টের দিকে।

'আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, পথ ছাড়ো,' ভিড়ের উদ্দেশে বলল বার্ট।

শেরিফের নির্দেশে বার্টের পথ ছেড়ে দিল ভীড় করে থাকা লোকজন। 'দোষটা আসলেই হল্টেরই ছিল,' উপযাচক হয়ে তথ্য জোগাল হাউসম্যান।

'তাহলে আত্মরক্ষা করেছে এই লোক,' বার্টকে দেখিয়ে ঘোষণা দিল শেরিফ।

সতর্কতার সাথে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল বার্ট শ্যাডো, রাস্তা পেরিয়ে একটা বাড়ির কোণায় আড়াল নিল। মনের মধ্যে প্রশ্ন খচখচ করছে, ওর নাম জানল কি করে হল্ট? তীক্ষ্ণ নজর রাখল সেলুনের দরজার দিকে।

সেলুন থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে বোর্ডওয়াক ধরে হেঁটে আসছে শেরিফ। ওকে পেরিয়ে যাবার পর অনুসরণ করল বার্ট। লিভারি বার্নে ঢুকল শেরিফ, পেছন দিকে তাকায়নি একবারও।

জ্বলন্ত ছোট্ট লণ্ঠন বার্নের অন্ধকার হটাতে পারেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাল শেরিফ, 'ম্যাকেনলি!'

তার পেছন থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল বার্ট শ্যাডো, 'শহরেই আছি আমি।'

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল ড্যাঙলার, চেহারা সাদা হয়ে গেছে। মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল সে, বুক পকেট থেকে বের করে মুখে পিপারমিন্ট ফেলল। 'কোত্থেকে ভূতের মত হাজির হলে!'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল বার্ট, 'হল্ট আমার নাম জানল কি করে, তুমি বলেছ?'

'না,' উত্তর দিল শেরিফ।

'তাহলে জানল কি করে?' বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল বার্ট।

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল শেরিফ, 'ওরা এখনও ফেরারীর ছবিসহ পোস্টার ছাপায়।' বার্টের চেহারার অবস্থা একবার দেখে নিল সে, তারপর মুখ খুলল আবার, 'বিলিঙসে সেই ডেপুটি ইউ.এস. মার্শালের কথা তোমার মনে পড়ছে? তিন হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—জীবিত অথবা মৃত।'

এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল বার্ট, হাতটা কোমরের কাছে একটু ভাঁজ হয়ে ঝুলছে। 'তোমার মতলবটা কি?' প্রশ্ন করল সে।

ভদ্রতার হাসি উপহার দিল শেরিফ, বলল, 'কিছুই না। তোমাকে জেলে ভরে টাকা কামানোর চিন্তা করছি না আমি।'

একদৃষ্টিতে শেরিফকে কিছুক্ষণ দেখে হোলস্টারের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিল বার্ট। লোকটাকে বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

'আমি যতদূর জানতাম টাউন মার্শাল ছিল সে,' আপনমনে আওড়াল ও। শেরিফের উদ্দেশে বলল, 'পোকারে চুরি করছিল লোকটা। ধরা পড়ে যেতেই পিস্তল বের করেছিল।' অনেকটা ব্যাখ্যার মত শোনাল কথাগুলো।

'টাউন মার্শাল হলে সরকার পোস্টার ছাপায় না, লোকটা ছদ্মবেশে ছিল,' এক মুহূর্ত থেমে নিয়ে বলল শেরিফ। 'ওই লোক ডেপুটি ইউ. এস. মার্শাল।'

ওদের দুজনের মধ্যে নীরবতা নেমে এল। পিপারমিন্ট চুষতে চুষতে একদৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে শেরিফ।

'হল্ট আমার প্রাক্তন ডেপুটি,' শেরিফের শান্ত কণ্ঠস্বর নীরবতা ভাঙল। 'চাকরিচ্যুত হওয়ার পর আজই প্রথম আমার অফিসে গিয়েছিল সে। ওয়ান্টেড পোস্টারগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল, তোমার ছবিওয়ালাটাও ছিল ওখানে।'

এতক্ষণে একটা প্রশ্নের জবাব পেল বার্ট, পোস্টার দেখেই ওকে চিনে ফেলেছিল হল্ট। সহজ পথে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মরেছে

লোকটা। 'আর কেউ দেখেছে ওটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না,' জবাব দিল শেরিফ। 'সরিয়ে ফেলেছি।'

'ভাল,' খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো বার্ট। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ মেরে বেড়াতে হবে না এখানে ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

শেরিফের অফিসের পাঁচ বাড়ি আগে হোটেল, পথের একইধারে। ওখানে গিয়ে ঢুকল বার্ট। টাকা মিটিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

দ্বিতীয় তলার করিডরের শেষ মাথায় ওর রুম। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত বাইরের আওয়াজ শুনল সে। নাহ্, সব ঠিক আছে। জানালার কাছে গিয়ে পর্দা টেনে দিল, তারপর আগুন জ্বালল লণ্ঠনে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কাপড় না ছেড়েই বিছানায় লম্বা হলো বার্ট, শেরিফের সঙ্গে দেখা হবার পরবর্তী ঘটনাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করছে।

এমন কি হতে পারে যে জ্ঞান ফেরার পরই ওকে চিনে ফেলেছিল শেরিফ! মিথ্যা কাজের কথা বলে ওকে এই শহরে নিয়ে এসেছে। লোক দিয়ে খুন করিয়ে পুরস্কারের টাকা পাবে সেজন্য? নাহলে হল্ট সেলুনে ওকে চিনে ফেলল কেন? নাকি নিছক দৈব ঘটনা?

শেরিফ যদি সত্যিই সিড রেমন্ডকে নোটিস দেবার জন্য ওকে বহাল করে থাকে তাহলে আপাতত সে নিরাপদ। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে এই শহর থেকে কেটে পড়তে। কিন্তু সিড রেমন্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ইচ্ছা বার্টের অন্য ভাবনাগুলো দূর করে দিল।

সিগারেট শেষ করে বিছানা ছাড়ল বার্ট। লণ্ঠনটা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়াল, এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আয়নার দিকে। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'পাঁচ সপ্তাহে তিন জন।'

লণ্ঠন নিভিয়ে সাবধানে দরজা খুলে উঁকি দিল বার্ট, কাউকে দেখা গেল না করিডরে। সিঁড়ির অপরদিকে করিডরের শেষ মাথায় একটা জানালা, ওর ঘরের দরজা থেকে আটফুট দূরে। ওখানে গুটিয়ে রাখা

হয়েছে একটা দড়ির মই; ফায়ার এসকেপের ব্যবস্থা।

জানালা খুলে ওখান দিয়ে মই নামাল বার্ট, রাস্তার উল্টোদিকে গলির ভেতরে বলে কারও নজরে পড়ল না। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে অন্ধকার গলিতে নেমে এল সে, হাতের বামদিকে হেঁটে কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলখানার সামনে বড় রাস্তায় উঠে এল।

শেরিফের অফিসের পেছনের অংশ জেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জায়গাটা সাবধানে পার হয়ে আন্দাজের ওপর ভর করে সরু আরেকটা গলিতে ঢুকল বার্ট। ওর অনুমান সঠিক, ঘুর পথে লিভারি স্টেবলে পৌঁছে গেল সে। স্টেবলের খিড়কি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। একটা লণ্ঠন বিশাল ঘরে অন্ধকার তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

সোজা গিয়ে ব্লুর স্টলের সামনে দাঁড়াল বার্ট, ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠল ঘোড়াটা। ব্লুর নাকে হাত বোলাল সে, বিড়বিড় করে কথা বলছে ওটার সাথে, 'আমি জানি তোর তৃষ্ণা এখনও মেটেনি, তবু তোকে কষ্ট দিতে হচ্ছে রে। একদিনে বেশি পানি খেলে তোরই অসুবিধা হবে।'

কিছুক্ষণ আদর করে সরে দাঁড়াল বার্ট, খেয়াল করে দেখল ঢিলে ভাবে ব্লুর পিঠে বসানো আছে স্যাডল। অ্যালানের কাজে খুশি হলো সে, প্রয়োজনে দ্রুত সরে পড়তে পারবে।

খড়ের গাদার ওপর উঠল সে, গায়ের ওপর একগাদা খড় চাপিয়ে শুয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল, খড়ের নিচে ডানহাতের মুঠোয় ধরে আছে পিস্তল।

চার

সকালে ঘোড়াসহ আস্তাবল ছাড়ল বার্ট, সিড রেমন্ডের র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হলো। শেরিফের সঙ্গে দেখা করে ব্যাংকের নোটিস নিয়ে নিয়েছে।

স্যান্টা রিটার ফুটহিলে বিশাল জায়গা নিয়ে ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চ, পেছনের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। র‍্যাঞ্চের জমি আশেপাশের অঞ্চলের মতই রিজ এবং ক্যানিয়নে ভরা, তবে ঘাস জমিও আছে প্রচুর। চমৎকার একটা র‍্যাঞ্চ।

র‍্যাঞ্চহাউসটা অনেক বড়, পাইন কাঠের তৈরি, আরও কয়েকটা ছোট ঘর ওটার কাছে। বাঙ্কহাউস, রান্নাঘর, ওয়্যাগন শেড, পোল করাল—সবকিছু বড় র‍্যাঞ্চের চিহ্ন বহন করছে।

ঢালু ছাদের র‍্যাঞ্চহাউসটা দীর্ঘ সময় নিয়ে দেখল বার্ট, চোখে কৌতূহল। আউট-লরা সাধারণত দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে বড় হয়। কিন্তু সিড রেমন্ড সে কারণে বখে যায়নি, তার অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছলই ছিল।

নিজের অতীত মনে পড়ল ওর, বার্টের নেস্টর বাপ-মাকে মেরে ফেলেছিল বড় র‍্যাঞ্চাররা। ছ'বছর বয়স তখন ওর। পরে র‍্যাঞ্চাররা আপসোস করেছিল বার্টকে ছেড়ে দেয়ায়। একজনও বেঁচে নেই এখন।

বর্তমান দায়িত্ব অতীত চিন্তায় বাধা দিল। ওর প্যান্টের হিপ পকেটে রয়েছে ব্যাংকের নোটিস। ঢাল থেকে নেমে ওয়্যাগনের চলাচলে তৈরি

পথে নেমে এল বার্ট, রাস্তাটা র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে গেছে।

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে চল্লিশ গজ দূরে ব্লুর পিঠ থেকে নামল বার্ট, কোথাও কাউকে দেখা গেল না। একটু পরই করাল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, ওকে দেখে হেঁটে এগিয়ে আসছে।

ব্লুর কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে তাকাল সে। মধ্যবয়স্ক লোক, পরনে বহু ব্যবহৃত কিন্তু পরিষ্কার পোশাক, কোমরে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা দামী একটা সিক্সগান ঝুলছে।

কাছে এসে কৌতূহলী চোখে বার্টকে দেখল লোকটা, তামাকের দাগভরা ধূসর গোঁফে তা দিল। ডাবল ডায়মন্ডের ফোরম্যান, বুঝতে পারল বার্ট শ্যাডো।

চারপাশে নজর বুলিয়ে লোকটার উপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। 'সিড রেমন্ডকে খুঁজছি,' বলল সে।

বেল্টে বুড়ো আঙুল গুঁজে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল ফোরম্যান। এক দলা থুতু ফেলল মাটিতে, চট করে একবার তাকাল ওয়্যাগন শেডের দিকে। 'তো, কি করতে হবে আমার?' বার্টকে প্রশ্ন করল সে।

'সিডকে ডেকে দিতে হবে, আর কিছু না,' জবাব দিল বার্ট।

চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিল ফোরম্যান, 'তুমি দেখেছ ওকে? আমি তো দেখছি না।' ঘাড় ফিরিয়ে সিডকে খোঁজার ভান করল লোকটা।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে বার্টের দিকে চোখ ফেরাল সে, দেখল আগন্তুকের হাতের পিস্তল তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'এখনও দেখতে পাইনি ওকে,' শীতল কণ্ঠে বলল বার্ট। 'তবে শিগগিরই পাব; কি বলো?'

ওর আচরণে খুব দুঃখ পেয়েছে এমন চেহারা হলো ফোরম্যানের, 'তুমি গুলি খেয়ে মারা পড়লে খারাপ লাগবে আমার।'

নিষ্কম্প হাতে পিস্তল ধরে থাকল বার্ট, ফোরম্যানের ওপর থেকে চোখ সরাল না।

'আজকাল অপরিচিত লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকি আমরা,' হাসি খেলে গেল ফোরম্যানের চেহারায়। 'এ মুহূর্তে বাঙ্কহাউসের জানালা থেকে তোমার দিকে রাইফেল তাক করে বসে আছে একজন।'

'অন্তত তোমাকে শেষ করতে অসুবিধা হবে না আমার,' শীতল ব্যঙ্গ মেশানো কণ্ঠে জবাব দিল বার্ট। 'সিড রেমন্ড কোথায়?'

গোঁফে তা দিয়ে 'চিন্তান্বিত চোখে ওর দিকে তাকাল ফোরম্যান, বলল, 'তোমার চেহারা পছন্দ হবে না সিডের, আমারই হচ্ছে না!'

রেগে গেল বার্ট শ্যাডো, কিন্তু চেহারায় তার প্রকাশ ঘটল না। হাতের পিস্তল দেখিয়ে বলল, 'বেশি ধানাইপানাই করলে এটার বাড়ি পড়বে তোমার মুখে। তখন আমার চেয়েও খারাপ হয়ে যাবে তোমার চেহারা।' ফোরম্যানের দিকে একপা এগুলো বার্ট। 'কোমর থেকে তোমার সখের সিক্সগান মাটিতে ফেলো দেখি।'

একটু দ্বিধা করে গানবেল্ট সুদ্ধ সিক্সগান মাটিতে নামিয়ে রাখল ফোরম্যান।

'ডাকো ওকে,' নির্দেশ দিল শ্যাডো।

'পরে পস্তাবে কিন্তু,' সতর্ক করল ফোরম্যান।

'ডাকো।'

ওয়্যাগন শেডের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচাল ফোরম্যান, 'সিড!'

একটা খসখসে গলার জবাব ভেসে আসায় পিস্তলটা হোলস্টারে পুরল বার্ট। লাথি দিয়ে ফোরম্যানের সিক্সগান সরিয়ে দিল নাগালের বাইরে। ডুয়েল ন্যায়সঙ্গত হোক তাই সে চায়।

'এই লোক খুঁজছে তোমাকে,' চেঁচিয়ে বলল ফোরম্যান।

লোকটাকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল বার্ট, ব্লুকে লাইন অভ ফায়ারের বাইরে রাখতে চাইছে। ফোরম্যানের সাথে সাথে ঘোড়ার কাছ থেকে নিজেও অনেকটা দূরে সরে এল সে।

'তুমি বোকামি করছ,' উপদেশ খয়রাত করল ফোরম্যান। 'সিডের হাত ভয়ানক চালু।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না বার্ট শ্যাডো, তাকিয়ে আছে ওয়্যাগন শেডের দিকে। শেড থেকে বেরিয়ে একটা লোক এগিয়ে আসছে এদিকে।

এই লোকই সিড রেমন্ড! দূর থেকেই চিনে ফেলল বার্ট। লোকটার লম্বা-চওড়া শরীর দেখে অপরিচিত কেউ বুঝতে পারে না কতখানি ক্ষিপ্র সে। চৌকো মাথা ভরা লালচে চুল চওড়া কাঁধ ছুঁয়েছে। বোঁচা নাক, সবুজ চোখ, উঁচু চোয়াল। হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছুঁয়েছে সিড রেমন্ডের।

বিশগজ দূরে থাকতে ওকে চিনতে পারল সিড রেমন্ড, বিস্ফারিত চোখে থেমে দাঁড়িয়ে দেখল বার্টকে। দ্রুত এগুতে শুরু করল সে।

'শ্যাডো!' আন্তরিক হাসছে সিড রেমন্ড। 'তুমি বেঁচে আছ এখনও? আমি তো মনে করেছিলাম ওপারে চলে গেছ তুমি!'

পা ফাঁক করে দাঁড়াল বার্ট, শীতল কণ্ঠে বলল, 'দেরি হলো, কিন্তু তোমাকে ঠিকই খুঁজে পেলাম, কি বলো!'

বার্টের কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা কান এড়াল না সিড রেমন্ডের, দশ-বারো গজ দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'মানে?' জিজ্ঞেস করল সে, বার্টের দিকে তাকাল বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে।

'মানে বুঝতে পারছ না, বিশ্বাসঘাতক!' পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল বার্ট।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত দুটো বোঝানোর ভঙ্গিতে ওপরে তুলল সিড রেমন্ড। 'আমাকে ভুল বুঝেছ তুমি।'

'কিছু বলার থাকলে জলদি সারো,' শীতল কণ্ঠে বলল বার্ট, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সিড রেমন্ডের ওপর, হাত উরুতে বাঁধা পিস্তলের বাঁটের কাছে।

চেহারায় স্বস্তি ফুটল র‍্যাঞ্চারের। ইডাহো টাউনের ঘটনা বলতে শুরু করল, 'তোমার হেফনারকে মনে পড়ছে? সে-ই ব্যাংকের সুইপারকে হাত করেছিল। ওরা দুজন শেরিফের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। আমি শহরে ঢোকার পর পিঠে ছুরি বসায় সুইপার হারামজাদা। ঘটনাটা ঘটে

গোলাগুলি শুরু হবার ঠিক আগে। আমি ওই শালাকে খতম করে দেই।'

বড় করে দম নিয়ে আবার শুরু করল সিড রেমন্ড, 'দুই সপ্তাহ শহরের কাছে ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিলাম আমি। যখন বুকে হাঁটার শক্তি ফিরে পেলাম, রেস্টুরেন্টের পেছনের ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে পেট ভরলাম। ব্যাংকের ধারে যে টাব থেকে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়ানো হত সেখান থেকে তৃষ্ণা মেটালাম।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে বার্টের নির্বিকার চেহারা দেখছে সিড রেমন্ড, বুঝতে চেষ্টা করছে কতখানি রেখাপাত করছে ওর কথাগুলো।

'ভেবে দেখো, মি.,' মৃদু কণ্ঠে বলল ফোরম্যান। 'বন্ধুকে ধরিয়ে দেবার মত ছেলে নয় সিড।'

'আমার কথা শুনে কি মনে হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমি?' প্রশ্ন করল সিড রেমন্ড।

কোনও জবাব দিল না বার্ট শ্যাডো।

'উঠে দাঁড়ানোর মত শক্তি ফিরে পাওয়ার পর তিনরাত হেঁটে ম্যানেরোর দোকানে, পাহাড়ে পৌঁছাই আমি,' বলল সিড। 'ম্যানেরোর ওখানে আরও এক সপ্তাহ বিশ্রাম নেয়ার পর ওর দেয়া ঘোড়ায় চড়ে এলাকা ছাড়ি।' হাত নাড়ল সে, 'তুমি জেল ভেঙে বেরিয়েছ শুনে অনেক চেষ্টা করেছি, তোমার দেখা পাইনি।'

কথাগুলো শুনেও চেহারায় কোনও পরিবর্তন এল না বার্টের, প্রশ্ন করল সে, 'আমাকে কোন্ জেলে আটকে রাখা হয়েছিল?'

'টুসকরোরা কাউন্টি জেলে,' জবাব দিল সিড, কণ্ঠে প্রবল আত্মবিশ্বাস। 'ইডাহোতে লিঞ্চিঙ-এর ভয় পাচ্ছিল কর্তৃপক্ষ। কাউন্টি জেল থেকে সাত দিনের মাথায় অদৃশ্য হয়ে যাও তুমি।'

'যে-কোনও স্টেজ ড্রাইভারের কাছ থেকেও এসব কথা জানা যায়,' ব্যঙ্গের হাসি ফুটল বার্টের ঠোঁটে।

'তুমি কি মনে করো, তোমাকে ভয় পাই আমি?' রেগে গেলেও শান্ত

কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিড রেমন্ড। একদৃষ্টিতে বার্টকে কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'জানি তুমি চালু, তবু কারণ থাকলে পিস্তল বের করতাম আমি।'

'ও তোমাকে খুন করতে এসেছে, সিড!' র‍্যাঞ্চহাউসের কোনা থেকে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মেয়েটার গলা বার্টের পরিচিত, এই মেয়েই শেরিফকে বিপদে ফেলেছিল। 'কার্ল ড্যাঙলারের লোক!'

হাতের কারবাইন উঠিয়েই গুলি করল মেয়েটা।

পাঁচ

একটা চৌকো ঘরে জ্ঞান ফিরল বার্টের। কানের উপরে মাথার বামদিকে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল সে। করোটির ছালবাকলা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ঘরে মিষ্টি একটা গন্ধ ভাসছে পারফিউমের। চারদিকে তাকাল বার্ট, সুরুচির ছাপ পুরো ঘর জুড়ে। এটা কোনও মেয়ের ঘর, ড্রেসিঙ টেবিল দেখে বুঝতে পারল সে। এতক্ষণে ওর মনে পড়ল সিড রেমন্ডের বোন গুলি করেছে ওকে।

উঠে বসে গা থেকে চাদর সরাল বার্ট, দুর্বল লাগছে। কাপড় পরার জন্য এদিকওদিক তাকাল সে, কোথাও নেই ওগুলো। খাটের তলা খুঁজেও যখন পেল না, বুঝল কাপড়গুলো নিয়ে গেছে কেউ। ফিরে এসে খাটের ওপর বসল সে, আপন মনে মুখখিস্তি করছে।

দরজার নব ঘোরার শব্দে সচেতন হয়ে উঠল বার্ট, ডাইভ দিয়ে চাদরের তলায় ঢুকল। একটু দেরি হলেই ওর ইজ্জত পাংচার করে ফেলত সিড, সুসানা এবং ফোরম্যান। ড্রেসিঙ টেবিলে পড়ে থাকা

ডায়রির ওপর সিড রেমন্ডের বোনের নাম লেখা আছে, দেখেছে বার্ট।

ঘরে ঢুকে শ্যাডোর বিরক্ত দৃষ্টির সামনে দাঁড়াল ওরা। 'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে!' মোলায়েম কণ্ঠে বলল ফোরম্যান।

সিড রেমন্ডের দিকে তাকাল বার্ট, ওর পাশে বিছানার ওপর এসে বসেছে সে। 'দুঃখিত। এরকম ঘটবে কল্পনাও করিনি,' হাত নেড়ে বলল সিড।

তিক্ত কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠল সুসানা রেমন্ড, 'ওর পকেটে ব্যাংকের নোটিস পাওয়ার পর কিসের দুঃখিত! ওকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল আমার।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে সুসানাকে দেখল বার্ট। জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের আলো এসে পড়ছে তার মেহগনি রঙা চুলে। ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, অপূর্ব লাগছে দেখতে। ওর সবুজ নয়নের দিকে তাকিয়ে আফসোস হলো বার্টের, নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলেনি সে।

বার্টকে টানছে সুসানা; কোনও মেয়েলি ভণ্ডামি নেই সুসানার মধ্যে।

'তোমার পকেটে ব্যাংকের নোটিস এল কি করে?' বার্টের উদ্দেশে প্রশ্ন করল সিড রেমন্ড।

সুসানার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সিড রেমন্ডের দিকে ফিরল বার্ট, 'ওটা ফেলে দিতে ভুলে গেছিলাম।'

'তারমানে কার্ল ড্যাঙলারের হয়ে কাজ করছ না তুমি?' জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান।

এক মুহূর্ত ভেবে মুখ খুলল বার্ট, 'কাগজটা পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে ভাড়া করেছে শেরিফ, তাছাড়া সিডের ব্যাপারটাও ছিল।'

'মিথ্যা কথা বলছে, এই লোক ড্যাঙলারের পাঠানো গানম্যান,' শীতল কণ্ঠে বলল সুসানা, তাকিয়ে আছে ভাইয়ের দিকে। 'তোমাকে খুন করতে এসেছে।'

কড়া চোখে তাকিয়ে বোনকে শাসন করল সিড। 'আমি ওকে ভালমতোই চিনি,' সুসানাকে বলল। বার্টের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে তোমার?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল বার্ট শ্যাডো।

একটুক্ষণ চুপ করে ভাবল সিড রেমন্ড, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মনে আছে, ক্যালিকোসের লিট্‌ল্ ফর্কে সাঁতারে হারিয়েছিলে আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'খালি গায়ে ছিলাম, আমার পিঠ দেখেছ তুমি,' বলল সিড। 'কোনও কাটাদাগ ছিল আমার পিঠে?'

'না,' মাথা নাড়ল বার্ট শ্যাডো।

গায়ের শার্ট খুলে ফেলল সিড। বার্টের দিকে পেছন ফিরল। ওর পিঠে লম্বা-গভীর একটা ক্ষত-চিহ্ন দেখল বার্ট, ডান শোল্ডার ব্লেড থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে।

'কাজটা সুইপার শালার, এখন বুঝতে পারছ?' প্রশ্ন করল সিড।

'হয়তো তাই!' নির্বিকার কণ্ঠে বলল বার্ট।

'বহু কাজ করেছি জীবনে, শ্যাডো,' বলল সিড। 'কিন্তু আইনের কাছে কাউকে বেচে দিইনি। ওই কাজ করার চেয়ে নিজের হাত কেটে ফেলব আমি।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত সিড রেমন্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল বার্ট, তারপর হাসল। বুঝতে পেরেছে, সত্যি কথা বলছে লোকটা।

উঠে দাঁড়াল সিড রেমন্ড, বার্টের উদ্দেশে বলল, 'তোমাকে এখানে আটকে রাখা হয়নি। কোনও কিছুর দরকার পড়লে ম্যাটের কাছে চেয়ো।' ফোরম্যানকে দেখিয়ে দিল সে।

সিড রেমন্ডের পেছন পেছন সুসানাও চলে গেল ঘর ছেড়ে।

ম্যাটের দিকে ফিরল বার্ট, কাপড় ফেরত চাইল। এক মিনিটের জন্য ঘর ছেড়ে বেরোল ফোরম্যান, কাপড় দিয়ে গেল।

লোকটা চলে যাবার পর পোশাক পরতে শুরু করল বার্ট। দুই বার মাঝ পথে হাল ছেড়ে বিশ্রাম নিল মাথা ঘুরে ওঠায়। কাজ শেষে একটা চেয়ারে বসল সে, ভাবছে।

এখানে এসে অজান্তেই একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে। ব্যাংকের নোটিস পড়েছে সিড রেমন্ড, শেরিফের একটা উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। রেমন্ড আর শেরিফের বিরোধে জড়াতে চায় না সে, কিন্তু মনের কোণে একটা অপরাধবোধ ওকে খোঁচাচ্ছে। ব্যাংকের নোটিস এখানে না পৌঁছলে পাসি নিয়ে এখানে হাজির হবার পক্ষে কোনও যুক্তি দেখাতে পারত না কার্ল ড্যাঙলার।

উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে গানবেল্ট ঝোলাল বার্ট, পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখল। 'নাহ্, সব ঠিক আছে। কোনও কারিগরী ফলায়নি পিস্তলের ওপর,' আপন মনে বলল সে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ছোট একটা করিডর পেরিয়ে লিভিং রূমে পৌঁছুল বার্ট, টলছে অল্প অল্প।

লিভিং রূমটা বিশাল, দরজার উল্টোদিকে একটা বড় ফায়ার প্লেস। দেয়ালে ঝুলছে শিকার করা মহিষের করোটি, নেভাজোদের তৈরি রঙিন কাঁথা। মেঝেতে ভালুক এবং সিংহের চামড়া। আসবাবপত্র তেমন নেই ঘরটায়, ফায়ার প্লেসের পাশে গানর‍্যাক, কয়েকটা চেয়ার—বুড়ো রেমন্ডের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া সবকিছুতে।

কয়েক মুহূর্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল বার্ট। অপরিচিত পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করছে। বাইরে যাবার দরজার দিকে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল। ঘরের আবছা অন্ধকারে ফোঁপানোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বার্ট, তারপর শব্দ লক্ষ করে ঘরের বামদিকে এগোল।

লিভিঙ রূমের এককোনে চেয়ারে বসে আছে সুসানা, কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে তার পিঠ।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে সুসানাকে দেখল বার্ট, মেয়েটা ওকে লক্ষ করেনি। হালকা করে কাশল সে। ঘুরে তাকিয়ে ওকে দেখে চোখের পানি মুছে ফেলল সুসানা, চেহারা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

'আমার ঘোড়াটা খুঁজছি,' অপ্রস্তুত হয়ে বলল বার্ট।

'এখানে ওটাকে পাবে আশা করছ?' তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'না। কিন্তু কোথায় ওটা? আমি চলে যাচ্ছি।' একদৃষ্টিতে সুসানাকে দেখছে বার্ট। রাগ না করলে মেয়েটাকে আরও সুন্দর লাগে।

'করালে আছে,' ওর দিকে তাকাল সুসানা। বলল, 'তোমাকে গুলি করেছি বলে দুঃখ প্রকাশ করব না, লক্ষ্যভেদ করতে পারলে খুশি হতাম।'

আন্তরিক হাসল বার্ট, বলল, 'লক্ষ্যভেদ করতে পারোনি সেজন্য আমি খুশি হয়েছি।'

'নিজের ঘরে অতিথিদের অপমান করা বোধহয় ঠিক নয়,' একপলক তাকিয়ে বার্টের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল সুসানা। 'কিন্তু যেসব লোক বোকার মত ঝামেলা বয়ে আনে তাদেরকে অপমান করাই উচিত।'

'মানুষের দিকে পিস্তল তাক করে যে মেয়ে তার আবার মান-অপমান বোধ থাকে নাকি!' শীতল কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করল বার্ট।

চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সুসানা, জ্বলন্ত তাকাল চোখে ওর দিকে, বলল, 'পরের বার তোমাকে শেষ করতে ভুল করব না।'

'তাহলে আর আমার চেয়ে কোনদিক দিয়ে ভাল তুমি!' ব্যঙ্গ ঝরল বার্টের কণ্ঠে। 'যাইহোক এত চেঁচামেচির দরকার নেই, চলে যাচ্ছি আমি। পরে কিন্তু কেঁদো না।'

দ্রুত পায়ে গানর‍্যাকের দিকে এগুলো সুসানা, ওখানে আগেই পৌঁছে গেছে বার্ট। গানর‍্যাক আড়াল করে দাঁড়াল সে, বাম হাতে সুসানার আক্রমণ ঠেকাচ্ছে। জীবনে মেয়েদের সাথে মেশেনি সে,

অবাক সতর্কতায় সুসানাকে দেখছে। পিছন না ফিরেই একটা একটা করে সবগুলো রাইফেল আনলোড করল বার্ট। কাজ শেষে সরে দাঁড়িয়ে গানর‍্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল, সুসানাকে রাইফেল বেছে নিতে বলছে। হাতটা পেছনে নিয়ে গায়ের জোরে বার্টের গালে চড় বসাল সুসানা।

চড়টা আসছে দেখেও নড়েনি বার্ট, ওটা হজম করে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এই নিয়ে দুবার হলো। বিয়ের পরও সহ্য করতে হবে এসব?'

অসহ্য রাগে সুসানার চোখ দিয়ে জল গড়াল।

এধরনের পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েনি বার্ট, কি বলবে বুঝতে না পেরে বলে বসল, 'আমি গানম্যান কিন্তু তোমার মত অনর্থক রক্তপাত পছন্দ করি না।' বলে ফেলার পর বুঝতে পারল সে, কথাটা বলা ঠিক হয়নি।

'সিডকে বাঁচাতে হলে পিস্তল না ধরে কোনও উপায় নেই আমার!' সুনাসানার কণ্ঠ কান্না ভেজা, যেকোনও সময় আবার নামবে বৃষ্টি।

'কিন্তু তুমি তো জানতে না সিডের সাথে বিরোধ ছিল আমার।'

রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল সুসানার সবুজ চোখে। 'আর কিছু না জানি, অন্তত এটুকু জানতাম ড্যাঙলার তোমাকে পাঠাবে সিডকে খুন করার জন্য। দরকার পড়লে ড্যাঙলার আর তোমাকে মেরে ফাঁসিতে চড়ব আমি, তবুও সিডের ক্ষতি হতে দেব না।'

'র‍্যাঞ্চে পুরুষ মানুষ নেই?' ব্যঙ্গ ঝরল বার্টের কণ্ঠে, 'নাকি তুমি লড়তে এতোই পছন্দ করো যে দায়িত্বটা তোমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে ওরা!'

রাগে চেঁচাল সুসানা, 'তুমি একটা বোকা লোক, বার্ট শ্যাডো! সিডকে খুন করতে পাঠিয়েছে, শেরিফ তোমাকে বলেনি যে পিস্তল ধরুক না ধরুক পরাজিত হবে আমার ভাই?'

'কেন? পিস্তলে সিডের হাত ভাল!' বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিল বার্ট।

ওর অজ্ঞতা দেখে কিছুটা শান্ত হলো সুসানা, তিক্ত স্বরে বলল,

'পিস্তলযুদ্ধে জড়ালে জেল এমনকি ফাঁসিও হতে পারে সিডের। কোনও ঝামেলায় না জড়ালেই শুধু পেরোলের সুবিধা পাবে ও। কিন্তু তাহলে র‍্যাঞ্চটা রক্ষা করা সম্ভব না, বিশেষ করে তুমি ব্যাংকের নোটিস নিয়ে হাজির হওয়ার পর হেরেই বসে আছি আমরা!'

'আমি না আনলে কাগজটা অন্য কেউ বয়ে আনত,' স্বগতোক্তি করল বার্ট।

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সুসানা। আবেগ ভরা কণ্ঠে বলল, 'যাইহোক, ফিরে এসেছে আমার ভাই। এখন আর সে আউট-ল নয়। ওকে সোজা পথে চলার সুযোগ করে দিতে দরকার হলে জীবন দেব আমি।

'ক্যাটল চুরি করে ডাবল ডায়মন্ডকে ঋণে ডুবিয়েছে ড্যাঙলারের দলবল, এখন র‍্যাঞ্চটা দখল করে নিতে চাইছে! আমি বেঁচে থাকতে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে সিডকে বঞ্চিত করতে দেব না।'

গলা বুজে এলো সুসানার, আবার কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে উঠে বার্টের উদ্দেশে বলল, 'তুমি একটা খুনী। তুমি কোনওদিন বুঝতে পারবে না ভাইয়ের প্রতি বোনের ভালবাসা, অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জ্বালা। বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

সুসানার পাশ ঘেঁসে দরজার দিকে এগুলো বার্ট।

'দাঁড়াও,' দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, সুসানার কণ্ঠ শুনতে পেল সে। ঘুরে তাকাল বার্ট, ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। চোখে পানি, তবুও অবয়বে গর্ব ফুটে উঠেছে।

'তোমার বা তোমার চাকরিদাতা খুনীটার বিপদ হবে না এমন একটা সাহায্য করবে আমাকে?'

'কি করতে হবে?' কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বার্ট।

'শুধু আমার ভাইকে বোলো না যে ড্যাঙলারকে খুন করতে গিয়েছিলাম। সিড জানলে আমাকে বিপদমুক্ত করতে কাজটা নিজেই করে বসবে।' সুসানার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অনুরোধের সুর উপভোগ করল বার্ট।

'বেশ, সিড জানবে না,' ঘর ছেড়ে বেরোনোর আগে বলল সে।

দুর্বলতা কাটানোর জন্য র‍্যাঞ্চহাউসের সদর দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল, আস্তে আস্তে ঘটনার পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠছে ওর মনে।

মানুষের বিরুদ্ধে পিস্তল ধরার আগ পর্যন্ত আইনের আওতার বাইরে আছে সিড। তার বিশ্বাস ক্যাটল চুরি করে ডাবল ডায়মন্ডের বারোটা বাজিয়েছে শেরিফের সমর্থনপুষ্ট ছোট র‍্যাঞ্চাররা। ফিরে এসে র‍্যাঞ্চটা রক্ষার চেষ্টা করছে সিড, হুমকি দিয়েছে পিস্তল ব্যবহারের।

ও ম্যালপাইস স্প্রিঙসে উপস্থিত হবার আগ পর্যন্ত সিডের হুমকির মোকাবেলা করার সাহস পায়নি শেরিফ। কিন্তু এখন ওর সাহায্যে আইনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করেছে ড্যাঙলার, এখন সে পাসি নিয়ে আসতে পারে।

সুসানার কথাও ভাবল বার্ট। অসম্ভব কাজে হাত দিয়েছে মেয়েটা। কিন্তু সবুজ নয়না কেন ভাবছে যে শেরিফকে সরালেই ভাইকে রক্ষা করতে পারবে!

ওখানে দাঁড়িয়েই করালে ব্লুকে দেখতে পাচ্ছে বার্ট। পাহাড়ের ওপাশে চলে গেছে সূর্য, উপত্যকায় ছায়া নেমে আসছে। র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে আড়াল করে দাঁড়ানো বিশাল কটনউড গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। দূর থেকে গরুর ডাক ভেসে এল, হারানো বাচ্চাকে খুঁজছে। বার্নের কাছে কোথাও ডেকে উঠল একটা সোয়ালো পাখি। পরিবেশটা ভীষণ আকর্ষণ করছে বার্টকে। 'মেয়েটা ঠিকই বলেছে, এখানে থাকার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়া যায়!' আপন মনে বলল সে।

মাথা থেকে অন্যের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে করালের দিকে এগুলো বার্ট, ভাবছে শুধু নিজের কথা। এখান থেকে কোথায় যাবে সে, পাহাড়ে? তারপর...তারপর কোথায়?

সামনে গিয়ে দাঁড়ানোয় স্টলের রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে মাথা এগিয়ে দিল ব্লু। স্ট্যালিয়নটার কানে হাত বুলিয়ে আদর করল বার্ট। রান্নাঘর

থেকে ভেসে আসা বাসনের শব্দ পেল সে, ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারল কাউহ্যান্ডরা ফিরে এসেছে। রাতের খাবারের জন্য হাতমুখ ধুচ্ছে এখন। করালে রেখে গেছে তাদের ঘোড়া, ওগুলো কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে বার্টকে।

একটা সিগারেট রোল করে ধরাল সে। ধোঁয়া দেখে পিছিয়ে গেল ব্লু, বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বার্টের দিকে। ওকে শ্রাগ করতে দেখে কান খাড়া করল ঘোড়াটা।

'বাংকহাউস থেকে ঘুরে আসি,' স্ট্যালিয়নের উদ্দেশে বলে করাল থেকে বেরিয়ে এল সে। বাংকহাউসে যাবার পথে ওয়্যাগন শেডে ম্যাটের সঙ্গে দেখা হলো।

'সিডকে কোথায় পাওয়া যাবে?' প্রশ্ন করল বার্ট।

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফোরম্যান।

'অন্য কিছু নয়, ওর সঙ্গে কথা আছে,' বলল সে।

'বার্নে পাবে ওকে,' জবাব দিল ফোরম্যান।

বার্নের দরজা বন্ধ করছিল, কাজ শেষ করে এনেছে এই সময় উপস্থিত হলো বার্ট। ওর দিকে তাকিয়ে সিড বলল, 'সাপারের সময় হয়ে গিয়েছে, খেয়ে যেয়ো।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে, জিজ্ঞেস করল, 'শেরিফের ব্যাপারটা কি?'

'সুসানা কিছু বলেছে তোমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সিড।

'হ্যাঁ, ও বলছিল শেরিফের মোকাবেলা করলে পেরোলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকাল সিড, 'ঠিকই বলেছে।'

'কিন্তু এখানে শেরিফের প্রশ্ন আসছে কেন, র‍্যাঞ্চ ছাড়ার নোটিস তো দিয়েছে ব্যাংক!' বলল বার্ট, 'কিছু করলে ব্যাংকের বিরুদ্ধে করছ না কেন?'

'কার্ল ড্যাঙলার আগে ঘোড়া বিক্রেতা ছিল; র‍্যাঞ্চাররাই ওকে

শেরিফ নির্বাচন করেছে। আমাদেরটা ছাড়া আর সব র‍্যাঞ্চের গরু চুরি বন্ধ করেছে লোকটা।' শ্রাগ করল সিড রেমন্ড, 'আমাদের ক্যাটল চুরি করে ওর চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেলেও ধরবে না সে। অন্য র‍্যাঞ্চাররাও বোধহয় তাই চায়।'

'কেন?' অজান্তেই কৌতূহলী হয়ে উঠল বার্ট।

'আমার বাবা সহজ লোক ছিল না, অনেকের সাথেই জমি নিয়ে বিরোধ ছিল তার,' বলল সিড রেমন্ড। 'বাবাকে ভয় করত র‍্যাঞ্চাররা; আমাকে ঘৃণা। বাবার সাথে মতের মিল না হওয়ায় আউটল হয়ে গেছি আমি, এটাই ওদের ঘৃণার কারণ। তারপর যখন ফিরে এলাম, ওদের মাথাব্যথার সৃষ্টি করলাম আমি। ডাবল ডায়মন্ড ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় খুশিই হবে ওরা।'

'তোমরা র‍্যাঞ্চটা হারালে শেরিফের কি সুবিধা?' প্রশ্ন করল শ্যাডো।

'জানি না,' জবাব দিল সিড। 'বাবা খুন হবার পর—এক মাইনার করেছে কাজটা, সবাই হামলে পড়েছে র‍্যাঞ্চটাকে পথে বসাতে। আমি তখন ছিলাম না এখানে, ম্যাটের লোকবল নেই, সুসানা র‍্যাঞ্চ রক্ষা করতে ব্যস্ত, ঋণ শোধ করার সময় কমিয়ে দিল ব্যাংক। এতদিনে সুযোগ পেয়েছে ড্যাঙলার, এবার পাসি নিয়ে আসবে সে।'

'কি করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল শ্যাডো।

'লড়ব মরার আগ পর্যন্ত,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল সিড রেমন্ড।

'তাতে সত্যিকার অর্থে কোনও লাভ হবে?'

'হয়তো হবে না,' শ্রাগ করল সিড রেমন্ড। পাহাড়ের ওপর দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে উদাস চোখে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তবে ড্যাঙলার আর তার লোকদের খতম করতে পারব মরার আগে।'

'শেরিফ এখন কি করতে চাইবে বলে তোমার ধারণা?'

পাহাড়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বার্টের দিকে তাকাল সিড, 'আমাদেরকে চলে যেতে বলার জন্য আসবে ড্যাঙলার। আমরা না শুনলে পাসি নিয়ে আসবে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'মরার আগ পর্যন্ত লড়ব

আমরা।'

'আমিই তোমাদের বিপদে ফেললাম,' স্বগতোক্তি করল বার্ট।

'ব্যাপারটা ঘটতই,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সিড রেমন্ড, 'তুমি আসার আগ পর্যন্ত একমাস ঠেকিয়ে রেখেছিলাম ওদের, কেউ নোটিস নিয়ে আসার সাহস পাচ্ছিল না। যাই হোক, আমরা প্রস্তুত।'

'এখানে আমার মাথার দাম তিন হাজার ডলার। আমার সাহায্য কাজে লাগবে তোমার?' জিজ্ঞেস করল বার্ট।

'তুমি আমাদের পক্ষে দাঁড়ালে ড্যাঙলার আরেকটা নতুন অজুহাত পাবে,' মৃদুকণ্ঠে বলল সিড। 'তবু কথাটা বলেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি।' ওর দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'আমি যদি জড়িয়ে যাই এসবে, ভুল বুঝো না তুমি,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল বার্ট শ্যাডো। দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল, সাপারের দাওয়াতের কথা ভুলেই গেছে। পেছন থেকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সিড রেমন্ড।

করালে পৌঁছে ব্লুর পিঠে স্যাডল চাপাল বার্ট, জানে ওর এখন কি কর্তব্য। ওর মাথার দাম এখানে তিন হাজার ডলার—জীবিত বা মৃত। পাহাড়ের দিকে যাওয়া উচিত ওর।

শেরিফের অগ্রিম দেয়া পাঁচশো ডলার আছে ওর পকেটে, পাহাড়ের দিকেই এগুলো সে। ব্লুকে নিজের ইচ্ছেয় পথ চলতে দিল, চিন্তা করছে একমনে।

কিছুক্ষণ পর ম্যালপাইস স্প্রিংসের রাস্তা ধরল সে, আপনমনে বলল, 'ডেপুটি শেরিফের চাকরিটা পছন্দ হয়েছে আমার!' সমতল ভূমিতে মাত্র সূর্যাস্ত হয়েছে, ধূসর আলোয় ম্যালপাইস স্প্রিংসের দিকে এগিয়ে চলল বার্ট শ্যাডো।

ছয়

ম্যালপাইস স্প্রিংসে পৌঁছে শেরিফের অফিসের সামনে হিচর‍্যাকে ঘোড়া বাঁধল বার্ট, জানে ওকে দেখে শেরিফের মনে হবে কলেরার জীবাণু দেখছে সে।

অফিসে ঢুকে শেরিফের রোলটপ ডেস্কের ওপর এক লোককে পা তুলে বসে থাকতে দেখল সে। লোকটা অপরিচিত, কালো চোখ তুলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বার্টের দিকে তাকাল। লক্ষ করল বার্ট, লোকটার পরনে পুরোনো জামা, মাথার স্টেটসন হ্যাট বয়সের ভারে কুঁচকে গেছে।

শেরিফের কাছ থেকে ডাবল ডায়মন্ডের ব্যাংক নোটিস নেয়ার সময় এই লোককে দেখেনি বার্ট। আন্দাজ করল, এই লোকই জেইলর।

'ঢোকার আগে দরজায় নক করে ভদ্রলোকরা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লোকটা। নিজেকে শেরিফ ভাবছে ড্যাঙলারের অনুপস্থিতিতে।

'বুঝলাম,' জবাব দিল বার্ট। 'শেরিফ কোথায়?'

'কিছু বলার থাকলে আমাকে বলো,' চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে বলল লোকটা।

'শেরিফ কোথায়?' আবার প্রশ্ন করল বার্ট।

'এখানে সে নেই, তাকে বলার কিছু থাকলে আমাকে বলতে পারো,' বাম হাতে স্টেটসন হ্যাটের কোনা ধরে বলল লোকটা।

'তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে বার্টের মুখোমুখি

হলো জেইলর। 'তোমার নাম কি?' রাগী কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই,' মৃদু কণ্ঠে বলল বার্ট। 'তবে আমি এ-শহরের ডেপুটি শেরিফ।'

মুহূর্তের মধ্যে লোকটার ভারিক্কি ভাব খসে পড়ল চেহারা থেকে। হাঁ করে বার্টকে কিছুক্ষণ দেখে বলল সে, 'দুঃখিত, চিনতে পারিনি। আমি জেমস, এড জেমস। তুমিই তো বা...' থতমত খেয়ে থেমে গেল লোকটা। সামলে নিয়ে বলল, 'সেলুনের ভেতর হল্টের মুখে শুনেছি নামটা।'

এগিয়ে গিয়ে জেমসের ছেড়ে দেয়া শেরিফের চেয়ারে বসল বার্ট। 'ড্যাঙলার কোথায়?' বরফ শীতল কণ্ঠস্বরে জানতে চাইল।

'আমি জানি না, সাপারের আগে বেরিয়েছে। কখন আসবে বলে যায়নি,' ভড়কে যাওয়া কণ্ঠে বলল জেমস। 'এখন আমি যাই?'

'কাকে খুন করার জন্য গেছে সেটাও তোমাকে বলেনি ড্যাঙলার,' মনে মনে বলল বার্ট। অফিসঘরের আসবাবপত্র, সুবিধা-অসুবিধা একনজরে দেখে নিল।

দুই রাস্তার মোড়ে শেরিফের অফিস। রাস্তাগুলো বরাবর দুটো জানালা আছে ঘরে। ঢোকার দরজার পাশে ঘরের কোণে শেরিফের রোলটপ ডেস্ক, রাস্তা থেকে দেখা যায় না। ও যেখানে বসে আছে তার সামনের দেয়ালে কতগুলো ওয়ান্টেড পোস্টার ঝুলছে। পশ্চিমের দেয়ালে জেলে ঢোকার স্টীলের দরজা, উল্টোদিকে ডেস্ক থেকে একটু দূরে একটা স্টীলের খাটিয়া। এছাড়া ঘরটায় তিনটা আর্মচেয়ার, দুটো থুতু ফেলার চিলুমচি আর রাইফেল রাখার গানর‍্যাক আসবাবপত্রের অভাব দূর করার চেষ্টা করছে।

'আমার তামাক শেষ,' ইতস্তত করে বলল জেইলর। 'যাই, নিয়ে আসি গিয়ে।'

পকেট থেকে ডারহ্যাম স্যাক বের করে জেইলরের দিকে বাড়িয়ে ধরল বার্ট। 'এখানেই থাকো,' নির্দেশ দিল সে। টেবিলে পড়ে থাকা

কার্ডগুলো তুলে নিয়ে শাফ্‌ল্‌ করল বারকয়েক, ফাঁকে ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে জেইলরের দিকে। হাত কাঁপছে এড জেমসের, তৃতীয়বারের চেষ্টায় সিগারেটে আগুন ধরাল সে, দেখেও না দেখার ভান করল শ্যাডো।

লণ্ঠনের আলোয় দুই ঘণ্টা অপরিচিত একটা খেলায় ব্যস্ত থাকল বার্ট, একবারও চোখ তুলে জেইলরের দিকে তাকাল না। একবার উঠে গিয়ে দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে রেখে এল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ওর কানে ভেসে এল কয়েকটা ঘোড়ার খুরধ্বনি, অফিসের সামনে হিচর‍্যাকে বাঁধা হলো ওগুলোকে।

জেমস উঠে দাঁড়ানোয় কার্ডের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ওর দিকে দৃষ্টি ফেরাল বার্ট। আবার বসে পড়ল জেইলর, অস্বস্তি ভরে কাঁধ ঝাঁকাল।

হঠাৎ করে বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলোর কথা থেমে গেল। নীরবতা ভাঙল একটা কণ্ঠস্বর, 'এটা ওর ঘোড়াটা না?'

বোর্ডওয়াকের ওপর থেমে দাঁড়াল কেউ। নিচু একটা বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বার্ট, 'তাই তো!'

'চুপ!' ওদের থামিয়ে দিল একজন, গলাটা কার্ল ড্যাঙলারের।

ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বলল শেরিফ এবং তার লোকজন, শুনতে পেল না বার্ট শ্যাডো। একটু পর বোর্ডওয়াকে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল।

দরজা খুলে গেল, ড্যাঙলার একাই প্রবেশ করল ঘরে। বার্টকে দেখে বিস্মিত হয়েছে বলে মনে হলো না। হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'জীবিত ফিরতে পেরেছ তাহলে!'

গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল শ্যাডো। জেমসের উদ্দেশে ইঙ্গিত করল শেরিফ। তড়িঘড়ি করে লোকটা বেরিয়ে গেলে তার পেছনে দরজা বন্ধ করল ড্যাঙলার। বার্ট চেয়ার ছেড়ে উঠল না দেখে ডেস্কের ওপর বসল সে।

'বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে,' দুহাত ডলল শেরিফ, শূন্যদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।'

ডেস্কে পা ঠেকিয়ে চেয়ারটা পেছনে দোলাল বার্ট, কোনও কথা বলল না।

'ওখানে গিয়েছিলে?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'নোটিস পেয়েছে সে।'

'সিড রেমন্ড গুলি করেছে তোমাকে?' শেরিফের কণ্ঠে শুধু কৌতুহল নয়, একটু যেন আশার আভাস। তাকিয়ে দেখছে বার্টের মাথায় বাঁধা ব্যান্ডেজ। 'মারা গেছে লোকটা?'

'আমার গুলি ওর হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েছে,' ড্যাঙলারের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মিথ্যে বলল বার্ট।

শেরিফের চেহারায় কোন পরিবর্তন এল না, তবে চোখ থেকে উষ্ণতা সরে গেল। 'যাক, রক্তপাত হয়নি। ভালই হয়েছে,' বড় করে দম ফেলে বলল ড্যাঙলার। 'আইন নিজের পথে চলবে, র‍্যাঞ্চ ছাড়তেই হবে সিড রেমন্ডকে।'

'এখন বাকি পাঁচশো ডলার ছাড়ো,' শীতল কণ্ঠে বলল বার্ট।

উঠে দাঁড়াল শেরিফ, হিপ পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল। পাঁচটা একশো ডলারের নোট টেবিলের ওপর রাখল সে। ওগুলো ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল বার্ট।

'তাহলে চলে যাচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

কাঁধ ঝাঁকাল বার্ট, ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না। কাজটা ভাল লাগছিল আমার।'

নির্বিকার চেহারায় তাকিয়ে থাকল শেরিফ, কোনও কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত পর হাসল সে, 'কাজ অবশ্যই ভাল ছিল। তার চেয়েও বড় কথা তুমি সুন্দরভাবে সামাল দিয়েছ সবকিছু।' বুক পকেট থেকে একটা পিপারমিন্ট নিয়ে মুখে ফেলল সে, একদৃষ্টে দেখছে বার্টকে।

'আমি ডেপুটির কাজের কথা বোঝাতে চেয়েছি।'

টেবিলের ওপর তাল ঠুকছিল শেরিফ, আঙুলগুলো থমকে গেল হঠাৎ। 'তোমাকে চাকরিতে বহাল রাখতে পারব না আমি,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'ভেবে দেখো।'

'ভেবেছি,' জবাব দিল শেরিফ।

'তাহলে আরেকটু ভাবো।'

ডেস্কের ওপর দুহাতে ভর দিয়ে বার্টের দিকে ঝুঁকে এল শেরিফ। শান্তস্বরে বলল, 'তোমাকে ডেপুটি করতে পারলে খুশি হতাম, বার্ট। কিন্তু অ্যারিজোনার সবকয়টা টেরিটোরিতে আইন খুঁজছে এমন কাউকে ডেপুটি করা যায় না।'

'তুমি ছাড়া আমাকে এ শহরে যে লোক চিনত সে মারা গেছে,' বলল শ্যাডো।

মাথা নাড়ল শেরিফ, 'বাইরে থেকে আসা যে কেউ তোমাকে চিনে ফেলতে পারে। সেরকম কিছু হলে কি জবাব দেব আমি?'

'বলবে পোস্টারটা তুমি দেখনি, তোমার কাছে পাঠানোই হয়নি ওটা,' হাল ছাড়ল না বার্ট।

'তুমি এখানে থাকতে চাইছ কেন?' সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ল ড্যাঙলার। 'ছোট একটা ক্যাটল টাউন এটা, এখানে আছেটা কি?'

'ক্যাটল পছন্দ করি, হয়তো স্থায়ী ভাবেই থেকে যাব এখানে!'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত ঝাড়া দিল শেরিফ ড্যাঙলার।

'তোমার বিশ্বাস নাও হতে পারে, এ শহরের লোকদেরও ভাল লেগে গেছে আমার,' কণ্ঠে কপট আবেগ ফুটিয়ে তুলল বার্ট শ্যাডো। 'এ অঞ্চলের মুক্ত হাওয়া, বিপদশূন্য জীবন যাপন, ভাল বেতন—নাহ্ থেকেই যাব আমি।'

'ডেপুটির বেতন যা ভাবছ তা নয়, অনেক কম,' বার্টকে নিরুৎসাহিত করতে চাইল শেরিফ।

'কত?'

'মাসে পঞ্চাশ ডলার আর ঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণের খরচ।'

'বাহ্, চমৎকার। একজন ডেপুটি পেয়ে গেছ তুমি, শেরিফ,' খুশিখুশি কণ্ঠে বলল বার্ট।

শুষ্ক হাসল কার্ল ড্যাঙলার, একটা ড্রয়ার থেকে ডেপুটির ব্যাজ বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'ইচ্ছা করলে পকেটের ভেতর দিকেও লাগাতে পারো এটা,' বলল সে। 'এখন স্টেবলে গিয়ে ম্যাকেনলিকে বলো, যেন তোমার ঘোড়ার খরচ কাউন্টি অ্যাকাউন্টে তোলে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল বার্ট। রাস্তা থেকে দেখা যায় না ঘরের এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'কাকে বলব?'

'ম্যাকেনলি, স্টেবলে কাজ করে যে ছেলেটা।'

'তুমি অ্যালান ডেলের কথা বলছ?' নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করল বার্ট।

সিগারেট বানাচ্ছিল ড্যাঙলার, নামটা শুনে ঝট করে মুখ তুলে বার্টের দিকে তাকাল। 'ওর নাম অ্যালান ডেল, ম্যাকেনলি নয়, তুমি ঠিক জানো?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'ছেলেটা নিজেই ওর নাম বলেছে,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল শ্যাডো, শেরিফের চেহারায় হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ করেছে সে। একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে শেরিফ।

হাতের কাগজ-তামাক টেবিলে ফেলে লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ড্যাঙলার। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে চেঁচাল, 'ভেতরে এসো তোমরা!'

জেমস এবং দু'জন অচেনা লোক হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে। অপরিচিত দু'জনের একজনের চুল সোনালী। এত ফ্যাকাসে চামড়ার লোক জীবনে দেখেনি বার্ট। অন্যজন তাকে মদের পিপের কথা মনে করিয়ে দিল। ভয়ানক মোটা লোকটা। হাস্যকর ভাবভঙ্গি। সোনালী চুলো ফেকাশে লোকটা গানম্যান, উরুর সাথে পিস্তল বেঁধেছে।

লোকগুলোকে উপেক্ষা করল ড্যাঙলার, বার্টের দিকে তাকাল।

'তুমি ঠিক জানো তো?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'ছেলেটা নিজের নাম অ্যালান ডেলই বলেছে,' একদৃষ্টিতে শেরিফকে দেখছে শ্যাডো, বুঝতে পারল না হঠাৎ এমন কি হলো।

'বাহ্!' চওড়া হাসি খেলে গেল ড্যাঙলারের ঠোঁটে, 'এই রকম ডেপুটিই তো চাই; আমার সৌভাগ্য নিয়ে এসেছ তুমি।' ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে জেমসদের একপলক দেখে নিল সে, তারপর ভেঙে বলল, 'এই অ্যালান ডেল ছোঁড়া একটা খুনী। দুই মাস আগে লোবাটো ওয়েলসের র‍্যাঞ্চার্স ট্রাস্ট লুঠ করেছে সে। ক্যাশিয়ারকে খুন করে গায়েব হয়ে গিয়েছে।' মোটা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ, 'তোমার মনে পড়ছে ঘটনাটা?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সায় জানাল মদের পিপে।

'আমার আগেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল,' কাঁধ ঝাঁকাল ড্যাঙলার। 'লোবাটোর শেরিফের পাঠানো বর্ণনা হুবহু মিলে যায় ওর সঙ্গে! আজকাল ছোটবেলাতেই বিপথে যেতে শুরু করেছে ছেলেগুলো,' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'সাবধানে বন্দী করতে হবে ছোকরাকে, ওর কাছে অস্ত্র আছে,' সবার ওপর নজর বোলাল ড্যাঙলার।

জেমসের দিকে আঙুল তুলল সে, 'এড···তুমি, আমি আর বার্ট পেছনের দরজা দিয়ে স্টেবলে ঢুকব।' সোনালী চুলোর দিকে তাকাল ড্যাঙলার, 'মার্টিন, সামনের দরজা দিয়ে ঢুকবে। আর জেরি,' মদের পিপের উদ্দেশে বলল শেরিফ, 'তুমি স্টেবলের জানালাগুলো যেদিকে সে-পাশে থাকবে, লক্ষ রাখবে ছেলেটা যাতে জানালা গলে না ভাগে।'

'ওই ছেলের জন্য এত ব্যবস্থা?' প্রশ্ন করল বার্ট। 'ছেলেটাকে খুনী বলে মনে হয়নি আমার,' সোজাসাপ্টা নিজের মতামত জানাল সে।

'বিশ্বাস করা কঠিন, এত কম বয়সেই বদের হাড্ডি হচ্ছে ছোঁড়াগুলো,' জবাব দিল শেরিফ। 'যাই হোক ওকে বন্দী করে স্যাহুয়ারো কাউন্টিতে পাঠানো আমাদের দায়িত্ব।' সবাইকে অফিস ছেড়ে বেরোনোর নির্দেশ দিল সে।

সবার শেষে শেরিফের পেছন পেছন রাস্তায় বেরোল বার্ট।

'সব ঠিক মত বুঝতে পেরেছ, মার্টিন?' সোনালী চুলোকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল লোকটা।

অফিস থেকে বেরিয়েই হিচর‍্যাকের দিকে তাকাল বার্ট। ব্লুর পাশে পাঁচটা ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে ওখানে। তাহলে শেরিফের সাথে আসা বাকি দুই রাইডার কোথায়?

বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকে পড়েছে ওরা। ড্যাঙলারের দিকে তাকাল বার্ট, লোকটার চেহারা গম্ভীর, চিন্তান্বিত। তার পাশে পাশে হাঁটছে জেমস।

অন্ধকার গলি ধরে করালের পেছন দিক লক্ষ করে এগুচ্ছে ওরা তিনজন। শেরিফ আর জেমসের অজান্তে ওদের চেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল বার্ট। ডান হাত ঝুলছে উরুর কাছে।

স্টেবলের খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল শেরিফ। 'কোনও ঝুঁকি নেব না আমরা,' ফিসফিস করে বলল সে। 'এড, স্টেবলে ঢোকার পর বামদিকের স্টল ধরে এগোবে। আমি এগুবো ডানদিকের স্টলগুলোর সামনে দিয়ে। আর,বার্ট, তুমি মাঝখানের জায়গাটা কাভার করবে। মার্টিন বা জেরির উপস্থিতি যদি ফাঁস হয়ে যায়, তোমার দিকে ছেলেটার দৌড়ে আসার সম্ভাবনা বেশি।'

'এখন বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে ওই ছেলে,' মন্তব্য করল বার্ট।

কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ, 'তবু কোনও ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। স্টেবলের অন্ধকারে সাবধানে এগিয়ো তোমরা।'

বিশাল ঘরটার ভেতর ঢুকল ওরা। স্টেবলের দু'ধারে ঘোড়াগুলোকে আলাদা রাখার জন্য দশফুট লম্বা এবং ছয়ফুট চওড়া সারি সারি স্টল। ঘরের মাঝবরাবর দু'পাশে অনেকখানি জায়গায় কোনও স্টল নেই, ওখানে উঁচু করে খড় রাখা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বেড় দিয়ে সামনের দরজার কাছে অফিস ঘরের

দিকে এগুবে ওরা তিনজন। সামনে দরজা দিয়ে শহরের আলো এসে পড়ছে ভেতরে, ওই আলোয় দরজাটার অবস্থান দেখতে পেল বার্ট। 'গুলি ছুঁড়ো না কেউ, ছেলেটাকে কথা বলে বোঝানো যাবে,' শেরিফ এবং জেমসের উদ্দেশে বলল সে।

'ঠিক, কোনও রক্তপাত না,' সায় জানাল শেরিফ। 'এখন ছড়িয়ে পড়ো সবাই।' একমুহূর্ত থেমে বলল সে, 'মনে রেখো, আমি থাকব ডানদিকে, এড বামে আর তুমি থাকবে মাঝখানে।'

আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল বার্ট। নিজেদের জায়গায় চলে গেছে শেরিফ এবং জেমস। ওদের দু'জনের পদশব্দ দূরে সরে যাচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে, দূর থেকে জেমসের চাপা গলা ভেসে এল, 'ওখানেই দাঁড়িয়ে আছ, বার্ট?'

নিঃশব্দে আট-দশ কদম এগিয়ে গেল বার্ট, তারপর জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

একবার পেছন ফিরে তাকাল সে, আঁধারে কিছুই দেখতে পেল না। দু'পাশেও জমাট বাঁধা অন্ধকার। আরও ফুট বিশেক এগুলে সামনের দরজা দিয়ে আসা আলোয় ওকে পরিষ্কার দেখতে পাবে পেছনে দাঁড়ানো যে কেউ।

সামনের দরজা দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি ঢুকল। ওটাই মার্টিন—বুঝতে পারল বার্ট। বামদিকের একটা স্টলের আড়ালে গা ঢাকা দিল ছায়ামূর্তি।

শিরশির করে উঠল বার্টের পিঠের কাছটা, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করছে। ও এখন নিশ্চিত, ফাঁদটা আসলে পাতা হয়েছে ওরই জন্য। থেমে দাঁড়াল। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে কয়েকটা প্রশ্ন খেলে গেল ওর মাথায়।

অফিসে ঢোকার আগে শেরিফের সাথে চারজন লোক ছিল। ব্লু এবং শেরিফের ঘোড়া ছাড়াও আরও চারটা ঘোড়া হিচর‍্যাকে দেখেছে বার্ট। ব্লুকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে শেরিফ? অ্যাম্বুশ করার জন্য দু'জন লোককে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে স্টেবলে? ওকে মারার

পুরস্কারের সাথে সাথে নিজের দেয়া টাকাও ফেরত পাবার জন্য? সেই লোক দুজন এখন কোথায়, ওর পেছনে?

নিঃশব্দ পায়ে জেমস যেদিকে আছে, বামদিকে, সরে গেল সে। স্টলগুলোর কাছে পৌঁছে থামল। মৃদু একটা শব্দ হওয়ায় বুঝতে পারল জেইলর ওর সামনে আছে। এগিয়ে গিয়ে তার জামা ছুঁলো ও, চমকে উঠল লোকটা। হাতের কোল্ট জেমসের পাঁজরে চেপে ধরল বার্ট।

'আওয়াজ করলেই মরবে,' মৃদু কণ্ঠে লোকটার কানের কাছে মধু ঝরাল সে। ভয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে জেমস, শুনতে পেল বার্ট। বামহাতে হোলস্টার থেকে লোকটার সিক্সগান বের করে নিল সে, গুঁজে রাখল নিজের গানবেল্টে। 'মাঝ বরাবর গিয়ে সামনে হাঁটতে থাকো,' নির্দেশ দিল।

লোকটা না নড়ায় তার পাঁজরে পিস্তলের খোঁচা লাগাল বার্ট। বাধ্য হয়ে স্টেবলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল জেইলর।

ওদের পেছনে কেউ থেকে থাকলে দু'জনকেই হয়তো দেখতে পাচ্ছে এখন। সামনে লুকিয়ে থাকলে অন্ধকারে ওদের দেখতে পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে ড্যাঙলারের নির্দেশে গুলি ছুঁড়বে লোকগুলো।

'বার্ট?' শেরিফের গলা শুনে প্রস্তুত হয়ে গেল বার্ট শ্যাডো।' ধাক্কা দিয়ে জেমসকে সামনে ঠেলল। অন্ধকার থেকে দ্বিতীয়বার ড্যাঙলারের কণ্ঠ ভেসে এল, 'বার্ট!'

জেমসের কোমরের পাশ থেকে ছাদ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল বার্ট, মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে পেছনদিকে সরে গেল। চারপাশ থেকে জেইলরকে লক্ষ্য করে বুলেট বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বদ্ধ ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রচণ্ড শব্দ।

ডানদিকে দুটো কমলা রঙের ঝিলিক দেখে শেরিফের অবস্থান বুঝতে পারল সে। ব্লু যে স্টলে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছে তিনজন—ওদের দু'জনকে অ্যাম্বুশ করতে পাঠানো হয়েছিল। সামনের দরজার কাছ থেকে গুলি করছে মার্টিন।

কিছুক্ষণ পর থেমে গেল সমস্ত আওয়াজ, ভৌতিক নিরবতা নেমে এলো স্টেবলে।

উঠে দাঁড়িয়ে জেমসের সিক্সগান মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। কোনও আওয়াজ না করে অন্ধকারে বামদিকের স্টলগুলোর কাছে সরে গেল। শীতল একটা হাসি ঝুলছে ওর ঠোঁটে।

'মার্টিন, আলো জ্বালাও!' ড্যাঙলারের নির্দেশ শোনা গেল। 'জেরি, তুমি অ্যালান ডেল ছোঁড়াটাতে ধরে আনো। বাকিরা যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বালল মার্টিন। দরজার পাশে দেয়ালে ঝুলন্ত লণ্ঠন খুলে নিয়ে আগুন ধরাল। স্টেবলের ভেতর দিকে এগিয়ে আসছে।

লণ্ঠনের আবছা আলোয় বার্ট দেখতে পেল স্টল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুজন লোক। মার্টিনের দিকে এগোল ওরা। একজন অস্বাভাবিক বেঁটে, দ্রুতপায়ে হেঁটে অলস সঙ্গীকে পেছনে ফেলে দিল সে। পড়ে থাকা জেমসের সামনে জড় হলো সব ক'জন।

'এড!' শেরিফের বিস্মিত কণ্ঠ শুনতে পেল বার্ট। মুখ ফিরিয়ে বামদিকের স্টলগুলো দেখল ড্যাঙলার।

ওখানে একটা স্টলের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বার্ট, হাতে লোডেড পিস্তল। বাঁকা হাসি ঝুলছে ওর ঠোঁটে, চোখে ব্যঙ্গের দৃষ্টি।

একমাত্র ওর পিস্তলেই গুলি আছে, অনড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল বার্ট। শান্ত-নিস্পৃহ হয়ে গেছে শেরিফের চেহারা। পাঁচ সেকেণ্ড এক দৃষ্টিতে ওরা তাকিয়ে দেখল একে অপরকে।

'আমি ভেবেছিলাম অ্যালান ডেল পালাচ্ছে,' অজুহাতের মত শোনাল ড্যাঙলারে বলার ভঙ্গি।

'আমিও তাই মনে করেছিলাম,' জবাব দিল বার্ট। পিস্তল হাতে শেরিফদের দিকে এগিয়ে এল সে, হোলস্টারে ঢোকায়নি। বুট দিয়ে জেমসের মৃতদেহে খোঁচা দিল, মুখ তুলে তাকাল ড্যাঙলারের দিকে।

'কি দেখে গুলি ছুঁড়ল জেমস?'

সবাই দেখতে পাচ্ছে জেমসের ধারে কাছে সিক্সগান পড়ে নেই, তবুও শেরিফ ছাড়া আর কেউ বার্টের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পেল না। সবাই জানে কি ঘটেছে।

ওর দিকে তাকাল শেরিফ, দু'চোখে উথলে ওঠা ঘৃণা চাপতে ব্যর্থ হলো। 'ভাল লোক ছিল এড,' বার্টের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল সে।

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ঝরল শ্যাডোর কণ্ঠে। 'তবে মগজের জায়গায় গোবর ছিল ওর, তাই না?'

কোনও জবাব দিল না শেরিফ, হোলস্টারে পিস্তল ঢোকাল। বার্ট অনুভব করল, এতক্ষণ নিঃশ্বাস চেপে রেখেছিল ও। নিজেরটাও হোলস্টারে ভরল সে। পকেট থেকে পিপারমিন্ট বের করে মুখে ফেলল ড্যাঙলার, একমনে চুষছে।

সাত

জেরি অ্যালান ডেলকে ধরে আনার আগ পর্যন্ত মৃতদেহের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকল বার্ট। হঠাৎ গোলাগুলির শব্দ আর মোটা লোকটার হম্বিতম্বিতে ভড়কে গেছে ছেলেটা। উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ। আরও একটা কিছু আছে ওর চোখে, লক্ষ করল বার্ট। ভয়, ভীষণ ভয় পেয়েছে ছেলেটা।

লণ্ঠনের আলোয় শেরিফকে আগে দেখল অ্যালান, তারপর অন্যদের দিকে তাকাল।

'তাহলে তোমার নাম অ্যালান···অ্যালান ডেল?' জিজ্ঞেস করল

শেরিফ।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল অ্যালানের চেহারা, বার্টের দিকে তাকাল সে, 'তুমি ওকে বলে দিয়েছ!'

মাথা ঝাঁকাল শ্যাডো।

'ভেবেছিলে নাম বদলে আইনকে ফাঁকি দিতে পারবে?' মাথা নাড়ল ড্যাঙলার। 'ঠিকই ধরা পড়তে হলো তোমার।'

'আমাকে নিয়ে গিয়ে কি করবে?' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'স্যান্হুয়ারো কাউন্টিতে পাঠিয়ে দেব,' হাসল ড্যাঙলার। 'ওখানে খুনের দায়ে তোমার বিচার হবে।'

'আমি কাউকে খুন করিনি···বিশ্বাস করো,' কান্না জড়ানো স্বরে বলল অ্যালান।

কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ, বার্টের উদ্দেশে বলল, 'ওকে ওর অপরাধ কি, জানাও, বার্ট।'

অ্যালানের দিকে তাকাল বার্ট, 'ওরা খবর পাঠিয়েছে, তুমি ক্যাশিয়ারকে খুন করে ব্যাংক ডাকাতি করেছ।'

'মিথ্যে কথা···' প্রায় কেঁদেই ফেলল অ্যালান ডেল।

'তাই যদি হয় তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই,' নরম স্বরে বলল শেরিফ। 'তোমাকে ওখানে নিয়ে গেলেই তুমি যে নির্দোষ, প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'আমাকে জেলে ভরবে তোমরা?' অ্যালানের কণ্ঠে ভয় মেশানো উত্তেজনা।

'একদিনের জন্য,' জবাব দিল শেরিফ।

'আমি কিছুতেই জেলে থাকব না!' সাহায্য প্রার্থনার দৃষ্টিতে বার্টের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'এভাবেই আমার···'

কথা শেষ করার আগেই অ্যালানের মাথায় সজোরে সিক্সগানের ব্যারেল দিয়ে বাড়ি দিল জেরি। ধপ করে মাটিতে পড়ল ছেলেটা,

অজ্ঞান। গালি দিয়ে উঠে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল বার্ট। তার আগেই জেরিকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে ড্যাঙলার। চোয়ালে শেরিফের ঘুসি খেয়ে ছিটকে একটা স্টলের দেয়ালে বাড়ি খেলো জেরি।

'সবকটা গর্দভ!' গর্জে উঠল শেরিফ। 'তোমাদের বলেছি ছেলেটাকে আহত না করতে,' উপস্থিত অন্যান্যদের উদ্দেশে বলল সে।

হোলস্টারে পিস্তল ঢোকাল বার্ট, নিজেকে গাল দিচ্ছে মনে মনে। ছেলেটা যখন কথা বলছিল, জেরির ওপর নজর রাখা উচিত ছিল ওর। অ্যালান অজ্ঞান—শেরিফের বিপক্ষে যায় এমন কোনও তথ্য জানা গেল না একটু জন্যে।

'ঝামেলা না পাকিয়ে কিছু করতে পারো না তোমরা?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় ধমক দিল ড্যাঙলার। বার্টকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে দেখে শেখো। আজ রাতে একটা গুলিও ছোঁড়েনি বার্ট।'

শেরিফের ধমকে বেতের বাড়ি খাওয়া কুকুরের মত চেহারা হলো লোকগুলোর। সতর্ক চোখে সবার অভিনয় লক্ষ করল বার্ট, চেহারায় কোনও ভাব নেই, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে রাগে।

দু'হাতে চোয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে বিস্মিত জেরি, সেদিকে এগোল ড্যাঙলার। শার্টের কলার ধরে আধপাক ঘোরাল ওকে, পিছিয়ে এসে মাঝারি মাপের একটা লাথি বসাল পশ্চাদ্দেশে। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল জেরি।

মোটা লোকটা গানম্যান নয়, শেরিফের চেলা। শেরিফ কি অ্যালানের মুখ বন্ধ করার নির্দেশ তাকে আগেই দিয়েছিল? নিশ্চয়ই তাই! নির্দেশ পালন করার পরও মার খেয়ে অবাক হয়ে গেছে লোকটা। কেন শেরিফ কি করল সেটা বোঝার মত বুদ্ধি তার ঘটে নেই, অন্ধভাবে নির্দেশ পালন করে অভ্যস্ত।

হাঁটু গেড়ে বসে অ্যালানের মাথার ক্ষত পরীক্ষা করল বার্ট। গুরুতর কিছু হয়নি, চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে অল্প অল্প। উঠে দাঁড়াল সে। জেরি ওর মুখ বন্ধ করার আগে কি বলতে যাচ্ছিল ছেলেটা?

'কি অবস্থা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'মরবে না।'

'ছেলেটাকে জেলে নিয়ে চলো। খবরদার! কোনও ক্ষতি যেন না হয় ওর,' নির্দেশ দিল শেরিফ। 'তারপর ফিরে এসে জেমসের ব্যবস্থা করবে।'

লোকগুলো ছেলেটাকে নিয়ে চলে যাওয়ার আগমুহূর্তে নিচু হয়ে জেইলরকে চিত করল শেরিফ। মৃতদেহের বেল্টে গোঁজা জেলের চাবি খুলে নিয়ে ওদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল। মনোযোগের সঙ্গে মৃতদেহটা দেখল বার্ট, ওর উদ্দেশ্যে ছোঁড়া বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে জেইলরের শরীর।

স্টীলের দরজা খুলে জেল করিডরে প্রবেশ করল সবাই। অ্যালান ছাড়া আরও দু'জনকে ভরা হয়েছে অন্য সেলে—মাতাল। যতক্ষণ জেলে আছে বিপদ হবে না ছেলেটার, বুঝল বার্ট।

'মার্টিন, আজকে তুমি পাহারায় থাকবে,' নির্দেশ দিল শেরিফ। 'এই যে চাবি,' সোনালী চুলোর দিকে জেলের চাবি বাড়িয়ে ধরল সে। স্টলে যে দু'জন গানম্যান লুকিয়ে ছিল তাদের দিকে ঘুরে বলল, 'টিমোথি, হার্পার, স্টেবল থেকে জেমসের মৃতদেহ নিয়ে হার্ডওয়্যার স্টোরে যাবে। বুঝেছ?' বার্টের দিকে তাকাল শেরিফ, 'আমি দু'চার পেগ গিলতে যাচ্ছি, গেলে চলো।'

ড্যাঙলারের পেছন পেছন অফিস থেকে বেরোল বার্ট। খুন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আপাতত ওকে মেনে নিয়েছে শেরিফ, পরবর্তী সুযোগ কাজে লাগাবে। লোকটার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারছে সে। বুঝতে পারছে কেন ড্যাঙলারকে এত ঘৃণা করে সুসানা। লোকটার আপাত ভদ্রলোকের খোলস ভেতরের কয়োটকে ঢাকতে পারেনি।

রাস্তা পার হয়ে লিগাল টেন্ডারে ঢুকল শেরিফ এবং বার্ট। সিড রেমন্ডের ব্যাপারে আলাপ করবে ড্যাঙলার, বুঝতে পারছে সে। সিদ্ধান্ত

নিল, সম্ভব হলে যতটা পারা যায় নিরুৎসাহিত করবে সে। বাকিটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। তাছাড়া রেমন্ড তো বলেছেই সে প্রস্তুত।

রাত অনেক হয়েছে, ভিড় নেই লিগাল টেন্ডারে। একাকোনায় বসল বার্ট এবং ড্যাঙলার, দু'জনেই বিয়ারের অর্ডার দিয়েছে।

'সিড রেমন্ড র‍্যাঞ্চ ছাড়ার ব্যাপারে কিছু বলেছে?' ভূমিকায় না গিয়ে প্রশ্ন করল শেরিফ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে হাতের গ্লাসটা কিছুক্ষণ দেখল বার্ট, তারপর ওটা টেবিলে নামিয়ে রেখে তাকাল ড্যাঙলারের দিকে, 'বলেছে, সাহস থাকলে তুমি নিজে গিয়ে ওকে র‍্যাঞ্চ-ছাড়া করবে।'

'তাই করব,' শান্ত স্বরে বলল ড্যাঙলার, চোখ দুটো জ্বলছে। 'বিশজনের পাসি নিয়ে যাব ডাবল ডায়মণ্ডে।'

বিস্মিত হলো বার্ট, 'এতজন গিয়ে কি লাভ!'

'সিড রেমন্ড লড়বেই,' জবাব দিল শেরিফ। 'র‍্যাঞ্চটা দখল করতে হবে না!'

'আমার মনে হয় না তোমার জন্য র‍্যাঞ্চটা উপযুক্ত,' মন্তব্য করল বার্ট।

'আমার জন্য না। তুমি তো জানোই কেন তোমাকে ওখানে পাঠিয়েছিলাম,' নিস্পৃহ কণ্ঠে ভুল শোধরাল শেরিফ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ড্যাঙলারকে দেখল বার্ট, বলল, 'কেন পাঠিয়েছিলে সেটা আমার ভালমতই জানা আছে। এ-কাজটা করতে একহাজার ডলাররের বেশি খরচ পড়বে তোমার।'

'সাথে পাসি থাকলে কাজটা আমিই পারব,' কাঁধ ঝাঁকাল ড্যাঙলার। 'সাক্ষীদের সামনে আইন অনুযায়ী হবে সবকিছু।'

পকেট থেকে শেরিফের দেয়া একহাজার ডলার বের করে টেবিলের ওপর রাখল বার্ট। 'পুরো টাকা বাজি ধরলাম, পারবে না তুমি,' বলল সে।

দীর্ঘসময় নড়ল না শেরিফ ডলারগুলোর ওপর থেকে চোখ তুলে বলল, 'কেন তোমার মনে হচ্ছে পারব না?'

'লড়বে না সিড রেমন্ড।'

হাসল শেরিফ, 'তুমি ওকে চেনো না।'

'সিড রেমন্ড গাধা না, এটুকু জানি,' জোর দিয়ে বলল বার্ট 'তুমি পাসি নিয়ে গেলে বিনা বাধায় র‍্যাঞ্চ ছাড়বে সে। পাসির সবকটা লোকের চোখে হাসি ঠাট্টার পাত্র করে ছাড়বে তোমাকে।'

ভুরু কুঁচকে গেল শেরিফের, বিয়ারের গ্লাসের দিকে গভীরভাবে চিন্তা করছে 'তাহলে সিড রেমন্ড ঝামেলা করবে বলেছে?' নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে। 'কি করলে সে লড়বে বলে তোমার ধারণা?'

অনেকক্ষণ ভেবে মুখ খুলল বার্ট, 'পাসি না নিয়েই যদি আমরা চারপাঁচজন যাই তাহলে একটা সম্ভাবনা আছে।'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ, সেলুন থেকে বেরোনোর আগে বলল, 'আমরা যাচ্ছি, কাল সকালে তৈরি থেকো

ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে পেছন থেকে শেরিফকে দেখল বার্ট টেবিলের ওপর রাখা টাকাগুলো পকেটে পুরল সিড রেমন্ড না মরা পর্যন্ত শেরিফের দিক থেকে আর বিপদের ভয় নেই। তবুও ঝুঁকি নিল না সে, পোকার টেবিলগুলো পাশ কাটিয়ে সেলুনের পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকার গলিতে বেরোল। বড় রাস্তায় উঠে সন্দেহজনক কোনকিছু চোখে পড়ল না ওর, সতর্ক পদক্ষেপে হোটেলের দিকে এগোল।

হোটেল ক্লার্কের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে এল বার্ট, ঘরে ঢুকল না, করিডরের শেষ মাথায় ফায়ার এসকেপের মই বেয়ে পেছনের গলিতে নামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল শেরিফের অফিসের সামনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার ওপর নজর বোলাল সে, কেউ লুকিয়ে নেই। জেলখানা অন্ধকার, একটা লণ্ঠন জ্বলছে শেরিফের অফিসে।

রাস্তা পার হয়ে জেলঘরের পেছনে চলে এল বার্ট। আটফুট উঁচুতে, দেয়ালে, বাতাস চলাচলের জন্য ছোট্ট একটা জানালা জেলে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চারদিক পরখ করল সে। আবার তাকাল জানালার দিকে। ছেলেটা কি বলতে যাচ্ছিল জেরি তার মুখ বন্ধ করার আগে? জানতে হবে ওর।

কিছুক্ষণ খুঁজে পেতে একটা দোকানের সামনে পড়ে থাকা খালি পিপে নিয়ে এল বার্ট, রাখল জানালার নিচে। সাবধানে ওটার ওপর উঠে ঘরের ভেতরে তাকাল, সিকের ফাঁক দিয়ে জেল করিডর দেখতে পেল। 'অ্যালান,' নিচু কণ্ঠে ডাকল সে, জবাবের জন্য অপেক্ষা করল। উত্তর দিল না কেউ। ভেতর থেকে ভেসে আসছে মাতাল বন্দীদের নাক ডাকার জোরাল শব্দ।

আরেকবার চারদিকে সতর্ক নজর বোলাল বার্ট, কেউ নেই। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে একসাথে চার-পাঁচটা কাঠি জ্বালল সে, ছুঁড়ে দিল ঘরের ভেতর। কয়েকবার কাজটা করে ডাকল সে, 'অ্যালান!'

'কে?' ছেলেটার ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি, বার্ট, তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি,' চাপাস্বরে বলল সে।

রাগে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা, 'দূর হয়ে যাও এখান থেকে!'

জেলের ওপাশে স্টীলের দরজার নব ঘোরার আওয়াজ পেল বার্ট, নিঃশব্দে পিপের ওপর থেকে নেমে পড়ল। ' ত চেঁচামেচি কিসের!' মার্টিনের গর্জন শুনতে পেল সে।

ছেলেটা কি বলে শোনার জন্য ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল বার্ট, হাতের তালু ঘামছে। অ্যালান ওর নাম উচ্চারণ করলে রাত ফুরোবার আগেই খুন হয়ে যাবে শেরিফের হাতে, অবশ্য সত্যিই যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য জানা থাকে তার।

এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ শুনতে পেল বার্ট। জেরিকে ডাকল মার্টিন। আর অপেক্ষা করল না বার্ট, অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ল।

কাল সকালে শেরিফের সঙ্গে ডাবল ডায়মণ্ডে যেতে হবে ওকে, অ্যালান ডেল থাকবে অরক্ষিত অবস্থায়। ড্যাঙলারের নির্দেশ মত কাজ করবে তার লোক। অ্যালানকে জেল থেকে মুক্ত করার তাগিদ অনুভব করল ও। 'এভাবেই আমার···' কি বলতে যাচ্ছিল ছেলেটা?

একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, ভাবছে। মার্টিনের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে জেল করিডরে বসে পাহারা দেবে লোকটা। কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা ছেলেকে এত বিপজ্জনক মনে করছে কেন শেরিফ? অ্যালানের মুখ বন্ধ করার একমাত্র উপায় ওকে খুন করা। অনুভব করল বার্ট, সেই কাজই করবে শেরিফ।

স্যাহুয়ারো কাউন্টিতে অ্যালানকে খোঁজা হচ্ছে বলেছে ড্যাঙলার, তারমানে ছেলেটাকে ওখানে পাঠাবার ভান করবে সে। স্যাহুয়ারোর শেরিফ অ্যালানকে খুঁজছে না, ওখানে সে না পৌঁছলেও কারও সন্দেহ হবার কারণ নেই। আর ছেলেটা যদি সত্যি সত্যি ওয়ান্টেডও হয়, পথেই খুন করাবে ড্যাঙলার। বলবে, পালাতে গিয়ে মারা গেছে অ্যালান।

সহজ একটা কাজ। বার্ট ছাড়া বাইরের আর কেউ জানে না ছেলেটাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বার্ট যখন ডাবল ডায়মন্ড থেকে ফিরবে, অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন। ড্যাঙলারের লোকজন অ্যালানকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবে, পথের ওপর গুলি করে মেরে ফেলে আসবে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে একটা সিগারেট ধরাল বার্ট। কালকে ড্যাঙলারের সঙ্গে যেতে হবে ওকে। ওখানে সিড রেমন্ডের সঙ্গে গোলাগুলি হলে পাসি নিয়ে যাবার পক্ষে জোরাল যুক্তি দেখাবে শেরিফ শহরবাসীদের। সিগারেটটা ওর মুখে তিতা লাগল। ওটা নিভিয়ে রাস্তায় ফেলল বার্ট। নড়ে উঠল, রাত ফুরোবার আগেই শেরিফের সন্দেহ না জাগিয়ে ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

জেলের দরজার চাবি মার্টিনের কাছে। ওটা কিভাবে হাত করবে ভাবতে ভাবতে আবার জেলঘরের পেছনে উপস্থিত হলো বার্ট। পিপের

ওপর উঠে সাবধানে জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

অফিসে ঢোকার স্টীলের দরজার পাশে বন্দীদের দিকে ফিরে চেয়ারে বসে আছে মার্টিন। দরজা সামান্য ফাঁক করে জেরি পেছন থেকে কথা বলছে তার সঙ্গে।

মার্টিনের সামনে মাটিতে জ্বলন্ত লণ্ঠন, শটগানটা দুপায়ের ফাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। জেলের চাবির রিঙ তার ডান কাঁধের কাছে চেয়ারের বেরিয়ে থাকা পেরেকে ঝুলছে। বোঝা যাচ্ছে সারারাতের জন্য আস্তানা গেড়েছে সে।

সময় নিয়ে ঘরটার ভেতরে সবকিছুর অবস্থান মনে গেঁথে নিল বার্ট। পিপে থেকে নেমে রাস্তা পার হলো।

উল্টো দিকের একটা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে শেরিফের অফিসের দিকে নজর রাখল। বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর অফিসের বাতি নিভে গেল, শুয়ে পড়েছে জেরি।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করে লিগাল টেন্ডার পর্যবেক্ষণ করে এল বার্ট। রাত হয়েছে, ভিড় নেই সেলুনে। সারা শহরে সেলুন ছাড়া একটা বাড়িতেও আলো দেখতে পেল না সে।

দৃঢ় পায়ে অফিসের দরজার দিকে এগুলো সে। জানে, দরজা লক করবে না জেরি। কার ঘাড়ে কয়টা মাথা, শেরিফের অফিসে ঢুকে ঝামেলা পাকাবে!

আস্তে করে নব ঘুরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল বার্ট, ওখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ জেরির নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস শুনল। ঘুমাচ্ছে মোটা লোকটা। আসবাবপত্রে হোঁচট খাওয়া এড়িয়ে সাবধানে স্টীলের দরজা লক্ষ করে এগোল। ওটার তলা দিয়ে লণ্ঠনের মৃদু আলো আসছে এঘরে।

স্টীলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, তিনহাত দূরে কটে ঘুমাচ্ছে উলঙ্গ মদের পিপে। ওদিকে দুপা এগিয়ে জেরির প্যান্টটা কটের ওপর থেকে তুলে নিল সে, ঢুকিয়ে রাখল কটের নিচে।

ফিরে এসে খুব সাবধানে তিল তিল করে দরজাটা খুলতে শুরু

করল। সামান্য শব্দ হলেও সতর্ক হয়ে যাবে মার্টিন, জেগে যাবে জেরি। শরীর ঢোকানোর মত ফাঁক তৈরি করতে দশ মিনিট লাগল বার্টের।

ভেতরে উঁকি দিল। পাঁচ ফুট দূরে মাটির ওপর জ্বলন্ত লণ্ঠন, ওটার আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেল বার্ট। জেলের দেয়াল প্রায় তিনফুট চওড়া, কাঠের।

দরজার বামপাশে ওর দিকে পেছন ফিরে বসে আছে মার্টিন, চেয়ারে ঝুলছে চাবির রিঙ। সতর্কতার সঙ্গে মেঝে পরীক্ষা করল বার্ট, নাহ্, কোনও বালি বা নুড়ি পাথর নেই যে আওয়াজ হবে।

ভেতরে ঢুকে নিঃশব্দ পায়ে এগোল মার্টিনের উদ্দেশে। হাত বাড়িয়ে রেখেছে চাবির রিঙ ধরার জন্য। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পেছনে স্টীলের দরজাটা।

সময় নষ্ট করল না বার্ট, এগিয়ে গিয়ে লণ্ঠন লক্ষ্য করে লাথি চালাল। একই সাথে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। ওটার বাড়ি মাথায় পড়ায় জ্ঞান হারাল মার্টিন। চাবি সংগ্রহ করে ফিরে এসে অন্ধকারে কিছুক্ষণ দরজার হাতল খুঁজল সে, পেল না। আতঙ্কের সাথে উপলব্ধি করল, এপাশ থেকে স্টীলের দরজা খোলার কোনও ব্যবস্থা নেই। আটকা পড়ে গেছে সে!

দরজার ওপাশ থেকে জেরির ঘুম জড়ানো কণ্ঠ ভেসে এল, 'মার্টিন!'

মার্টিনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করল বার্ট, 'দরজা খোলো, জেরি, দরকার আছে।'

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল বার্ট, প্রস্তুত হয়ে থাকল। খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জেরি, প্রশ্ন করল, 'কি ব্যা...'

দেরি করল না বার্ট, প্রচণ্ড একটা লাথি খেলো জেরি। ছিটকে অফিসের ভেতর গিয়ে পড়ল, মড়মড় করে ভেঙে গেল কোনও একটা ফার্নিচার।

দৌড়বিদদের পরাজিত করল বার্ট শ্যাডো, তিন সেকেণ্ডের মাথায়

বেরিয়ে এল সামনের রাস্তায়। পেছন থেকে ভেসে আসছে জেরির গালাগাল।

গলি ধরে হোটেলের পেছনে পৌঁছল সে, ফায়ার এসকেপের মই বেয়ে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। কাপড় ছাড়া শেষ হতেই ওর দরজায় নক করল কেউ। 'কে?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল সে।

'দরজা খোলো!'

'আস্তে ধীরে ঢুকবে ঘরে,' সতর্ক করল বার্ট। বিছানা এবং ওর চুল এলোমেলো করে নিল, চাদর জড়ানো শরীরে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিকে পিস্তল তাক করে।

মার্টিন, জেরি আর হোটেল ক্লার্ক ঢুকল ঘরে।

'এখন বিশ্বাস হলো!' মার্টিনের উদ্দেশে বলল ক্লার্ক। 'দুঘণ্টা আগেই ফিরে এসেছে মি. বার্ট।'

'ব্যাপার কি?' গর্জে উঠল বার্ট, বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মার্টিনের দিকে।

চোখ ভরা সন্দেহ নিয়ে চারপাশ পরখ করল মার্টিন। কোঁচকানো বিছানার চাদর থেকে চোখ সরিয়ে বার্টের দিকে তাকাল। 'কিছু না।'

'তাহলে বেরিয়ে যাবার জন্য পাঁচ সেকেণ্ড পাচ্ছ,' পিস্তল কক করে বলল বার্ট।

ঘর ছাড়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। হোটেল ক্লার্ককে টেক্কা দিতে পারল না কেউ। বার্ট যখন চার গুনল, জেরির ভারি নিতম্ব নড়ে উঠে সরে গেল ওর দৃষ্টি পথ থেকে।

পাঁচ গুনে গুলি করল বার্ট দরজা লক্ষ্য করে। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর দূরে, নিচের হলঘরে নামার সিঁড়িতে মার্টিনদের পদশব্দ শুনতে পেল।

বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ল সে, কিছুক্ষণের মধ্যে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

আট

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বার্টের। সময় নিয়ে পিস্তলের যত্ন নিল সে। নিচে নেমে নাস্তা সারল। স্টোর থেকে একবাক্স ·৪৫ গুলি কিনল। তারপর রওনা হলো শেরিফের অফিসের উদ্দেশে।

কাল রাতের ব্যাপারে ড্যাঙলার ওকে সন্দেহ করে থাকলে গোলাগুলি হবে, সতর্ক থাকল বার্ট। নিস্পৃহ চেহারায় গিয়ে পৌছুল শেরিফের অফিসের সামনে।

ব্লু সহ ছয়টা ঘোড়া হিচর‍্যাকে বাঁধা আছে, দেখতে পেল সে। তারমানে শেরিফের গানম্যানরা সবাই অফিসের ভেতর। দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল সে : ডেস্কের পেছনে বসে আছে ড্যাঙলার, বাকি তিনজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ওর উদ্দেশে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল শেরিফ, বসতে বলছে।

'অপেক্ষা কিসের?' প্রশ্ন করল বার্ট। মার্টিনের ফ্যাকাসে চেহারা দেখল এক পলক।

'জেরি খেতে গেছে। ও এলেই রওনা হবো,' জানাল শেরিফ।

মিথ্যে অজুহাত, জেরিকে আসলে পাঠানো হয়েছে ওর ঘর সার্চ করতে, বুঝল বার্ট। ডেস্কের কোনা থেকে কাগজপত্র সরিয়ে ওখানটায় বসল। একমনে সিগারেট রোল করতে শুরু করল, ভুলেও স্টীলের দরজার দিকে তাকাচ্ছে না। কোমরে গুঁজে রাখা চাবিটা হঠাৎ গরম হয়ে উঠছে বলে মনে হলো ওর।

সিগারেট ধরানোর ফাঁকে উপস্থিত লোকগুলোর ওপর নজর বোলাল

বার্ট সবক'জন গানম্যান স্যান্টা রিটার র‍্যাঞ্চাররা কি জানে, ডেপুটি হিসেবে গানম্যান ভাড়া করছে শেরিফ! নাকি জেনেও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না ওরা?

বেঁটে হার্পারকে চিনতে পারল বার্ট, কাল রাতে স্টেবলে এ ব্যাটাও ছিল অন্যজন ওর অপরিচিত। দোহারা লোকটা এবং হার্পার দুজনের হাতই বসে থাকা অবস্থায় পিস্তলের কাছে ঝুলছে সেদিক থেকে মার্টিনকে ভদ্রলোক মনে হলো বার্টের।

'কালরাতে এমন কি ঘটেছে যে মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙাল জেরি আর মার্টিন?' শেরিফকে জিজ্ঞেস করল বার্ট।

'মার্টিনকে অজ্ঞান করে সেলের চাবি চুরি করে ভেগেছে কেউ,' রাগ প্রকাশ পেল ড্যাঙলারের কণ্ঠে। কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'অবশ্য তাতে কিছু আসে না। ডুপ্লিকেট চাবি আছে আমাদের

বার্টের চেহারায় কোনও পরিবর্তন লক্ষ করল না শেরিফ। হতাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিল সে।

অফিসের সামনে বোর্ডওয়াকে আওয়াজ উঠল, একটু পরই খুলে গেল ঘরের দরজা। হ্যাকস ব্লেড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহরের কামার, পেছনে দুই জন লোক।

'ভীষণ শক্ত স্টীল দিয়ে তৈরি সিকগুলো,' হাতের অস্ত্র নাচিয়ে বলল কামার। 'তবু চেষ্টা করে দেখি কি করা যায়।'

মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ায় অস্বস্তিভরে বার্টের দিকে তাকাল ড্যাঙলার। কামারের উদ্দেশে বলল, 'মাঝখানের সেল, জন। ওটাই কাটতে হবে।'

কামার এগুলো জেলের দিকে, পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলো ঢুকল ঘরে। শেরিফ এবং বার্টের ওপর একবার করে ঘুরে গেল তাদের দৃষ্টি। আরও দুটো পোষা গুণ্ডা, বুঝল বার্ট।

জেলখানার দরজার দিকে ইঙ্গিত করল শেরিফ, নবাগত গানম্যানদের নির্দেশ দিল, 'তোমরা জনকে সাহায্য করো গিয়ে, যাও।'

পাশের ঘরে চলে গেল গানম্যান দুজন। এদের দিয়েই অ্যালানের ব্যবস্থা করাতে চেয়েছিল শেরিফ, স্পষ্ট বুঝতে পারছে বার্ট।

কিছুক্ষণ পর জেরি ঘরে ঢোকায় চেয়ার ছাড়ল শেরিফ। 'সবাই যে যার কারবাইন সাথে নেবে,' নির্দেশ দিল সে।

'পারতপক্ষে আমি রাইফেল ব্যবহার করি না,' বলল বার্ট। 'দূরত্ব আর বুলেটের গতি জানা থাকলে ওসব লাগে না,' ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। দু'মিনিটের মাথায় কাঠের ব্রিজ পেরোল। ঘোড়া হাঁটিয়ে শহরের উল্টোদিকের পাহাড় লক্ষ করে এগুচ্ছে। পাহাড় পেরোনোর পর ঘোড়ায় উঠল সবাই, ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চের দিকে ছুটল সংক্ষিপ্ত পথে।

অব্যবহৃত অনুর্বর জমিতে মেসকিট এবং সেজ ঝোপ জন্মেছে, পথ করে এগুলো ওরা। কেউ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না। কি করতে হবে জানে সবাই। বার্ট ছাড়া প্রত্যেকের কোমরে দুটো করে গানবেল্ট, একটা কারবাইনের বুলেট রাখার জন্য।

যে বেসিনের অভ্যন্তরে ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চ তার কাছে গিয়ে থামল শেরিফ। বাকিরা তার কাছে সরে এল। বার্টকে জিজ্ঞেস করল ড্যাঙলার, 'বুদ্ধিটা তোমার মগজ থেকে বেরিয়েছে, তুমিই বলো কি করা উচিত এখন।'

'আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে সিড রেমন্ড। ওকে ডেকে বলা যেতে পারে যে দখল বুঝে নিতে এসেছি আমরা,' অলস কণ্ঠে বলল বার্ট।

মাথা ঝাঁকাল ড্যাঙলার। 'তারপর?'

'যদি সে র‍্যাঞ্চ ছাড়তে রাজি না হয়, গুলি করে বসে, তোমার সুবিধাই হবে। তাই না, শেরিফ?'

'তাই?' পাল্টা প্রশ্ন করল ড্যাঙলার।

শ্রাগ করল বার্ট, 'পাসি নিয়ে এসে ওকে উচ্ছেদ করতে পারবে তখন।'

বার্টের দিকে তাকাল না শেরিফ, সবাইকে এগোবার নির্দেশ দিল। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ঘোড়াগুলো, র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ছুটল।

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে বাংকহাউসে ঢুকছে কে যেন, দেখতে পেল ওরা। 'আমাদের দেখতে পেয়েছে,' মন্তব্য করল হার্পার।

পাত্তা দিল না বার্ট, চিন্তার জাল বুনে চলেছে এক মনে।

পাসি আসছে না, এটা ছ'জনের একটা সতর্ককারী দল, দেখেও কি গুলি চালাবে সিড রেমন্ড? বার্টকে বলেছিল শেরিফ এলে সতর্ক করে বা ভয় দেখিয়ে ভাগাবে। পাসি এলে মরার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। ওকে বলা কথাটা ভুলে মেরে দেয়নি তো সিড রেমন্ড! বার্ট নিশ্চিত, আড়াল ছেড়ে বেরোলেই মারা পড়বে র‍্যাঞ্চার।

টুকরো টাকরা নানান ভাবনার মধ্যে আরও একটা চিন্তা দোলা দিল বার্টের মাথায়। আর কতক্ষণ দুই নৌকা সামলে চলতে পারবে সে?

নয়

সূর্য উঠেছে অনেক আগে। উত্তপ্ত সকালে জনমানবহীন মনে হলো র‍্যাঞ্চহাউস, কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। করালে কোনও ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না। করালের গেট থেকে ষাট গজ দূরে বাংকহাউস, ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে সবাই। বার্টদের সামনে দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় বাংকহাউসের সম্মুখভাগ আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংকহাউসের দিকে এগোনোর জন্য ব্লুকে নির্দেশ দিল বার্ট। কয়েক

পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল ব্লু। বাংকহাউসে গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল; ব্লুর ফুট পাঁচেক সামনে ধুলো ওড়াল বুলেট। 'আর এগিয়ো না!' ভেতর থেকে চেঁচাল কেউ একজন।

থেমে দাঁড়িয়ে শেরিফের দিকে তাকাল বার্ট। 'বেরিয়ে এসে কথা বলো,' বাংকহাউসের লোকদের উদ্দেশে চেঁচাল ড্যাঙলার।

'শখ থাকলে একলা এখানে আসো, ড্যাঙলার,' ডাবল ডায়মন্ডের ফোরম্যান ম্যাটের গলা ভেসে এল।

বার্টের উদ্দেশে বলল শেরিফ, 'আমি ওদিকে এগুলেই গুলি করবে ওরা।' একদৃষ্টিতে বার্টের দিকে তাকিয়ে আছে সে, আশা করছে বার্ট নিজেই এগোবে। ওকে দেখে সিড রেমন্ড যদি বেরিয়ে আসে, দুজনকেই খতম করার সুযোগ পাবে শেরিফ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্লুর পিঠ থেকে নেমে বাংকহাউসের দিকে এগোল বার্ট। করালের কাছে পৌঁছনোর পর পায়ের কাছে ধুলো ওড়াল একটা বুলেট। ভেতর থেকে চেঁচাল কেউ, 'শেরিফকেও সাথে নিয়ে আসো!'

থামল না বার্ট, দ্বিতীয় বুলেট ওর আরও কাছের জমিতে গাঁথল। ভ্রূক্ষেপ করল না সে, এক দৃষ্টিতে বাংকহাউসের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকল। বাংকহাউসের চার জানালা খুলে গেছে, আটটা রাইফেলের নল বেরিয়ে আছে ওদিক দিয়ে।

'ফিরে যাও! ড্যাঙলারকে আসতে বলো,' সিডের কণ্ঠ ভেসে এল ওর কানে।

কথা না শুনে ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে থাকল সে। সবচেয়ে বামদিকের রাইফেলটা গর্জে উঠল। কোমরের কাছে হ্যাঁচকা টান অনুভব করে তাকাল একবার। কোমরের পাশে শার্ট ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ঘেমে গেছে বার্ট। তাকাল বাংকহাউসের দিকে। আরও পঞ্চাশ ফুট দূরে ওটা! থামল না সে।

'দাঁড়াও!' সুসানার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের নির্দেশ ভেসে এল বাঙ্কহাউসের ভেতর থেকে।

বাংকহাউসের দশ ফুট দূরে থমকে দাঁড়াল শ্যাডো, ওই মেয়ে মিথ্যে হুমকি দেয় না!

'ওখান থেকেই তোমার বক্তব্য শোনা যাক,' বলল ম্যাট।

জানালাগুলোর দিকে তাকাল বার্ট. সবক'টা রাইফেল সরিয়ে নেয়া হয়েছে, অন্ধকারে ভেতরে কিছু নড়তে দেখল না সে। নিজেকেই প্রশ্ন করল, এই মুহূর্তে কয়টা রাইফেল আমার বুক পকেটের দিকে তাকিয়ে আছে?

ড্যাঙলার যাতে শুনতে না পায়, নিচু গলায় বলল সে, 'বোকামি কোরো না, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।'

ভেতরে নিচু স্বরে আলোচনা করল সিড রেমন্ডরা, শুনতে পেল সে। ম্যাটের নির্দেশ কানে এল বার্টের, 'এগিয়ে এসো।'

ঘরে ঢুকে সিড, সুসানা, ম্যাট এবং একজন কাউহ্যান্ডকে দেখতে পেল বার্ট। ওরা মাত্র চারজন এটা শেরিফ জেনে ফেলবে বলেই কেউ কাছাকাছি আসুক চাইছিল না ওরা। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বার্ট, ওদের বিষদৃষ্টির মুখোমুখি হলো।

'বুদ্ধি খাটাও, সিড,' একনাগাড়ে বলতে শুরু করল বার্ট। 'এখন শেরিফকে তাড়াতে পারলেও পাসি নিয়ে আসবে সে। খুন করবে তোমাদের। তারচেয়ে পাহাড়ে সরে পড়ো, তাহলে র‍্যাঞ্চ ফিরে পাবার একটা উপায় হতেও পারে।'

'বলেছি না, এই লোক শেরিফের পোষা গুণ্ডা!' সিডের উদ্দেশে বলল সুসানা।

সুসানাকে পাত্তা দিল না বার্ট, বলতেই থাকল, 'মারা গেলে র‍্যাঞ্চ উদ্ধার করতে পারবে না, সিড। আমার কথা শোনো।' মাথা চুলকে নিল সে। র‍্যাঞ্চারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে।

'চলে যাও, বার্ট, লড়ছি আমরা,' শীতল কণ্ঠে বলল সিড রেমন্ড।

শ্রাগ করল বার্ট, 'কি লাভ!' বোঝাল সে। 'তুমি মরলে ড্যাঙলার খুশিমনে র‍্যাঞ্চ দখল করবে, বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না।' একমুহূর্ত

অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল, 'পাহাড়ের যাচ্ছ তুমি?'

'না,' চিন্তিত কণ্ঠে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার।

এগিয়ে গিয়ে শেরিফের থেকে একটা কারবাইন তুলে নিল বার্ট। 'বেশ,' জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঁধে তুলল রাইফেল, সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করছে। সন্দেহের দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সবাই।

'কি করছ, বার্ট?' চমক ভাঙল র‍্যাঞ্চারের, দ্রুত হেঁটে ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

কাঁধ থেকে কারবাইন না নামিয়েই বলল বার্ট শ্যাডো, 'শেরিফকে খতম করার ব্যবস্থা করছি। তোমাদের উপকার হবে মনে করেই মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে শেরিফের সঙ্গে ছিলাম। তোমাকে খুন করতে পারলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন থাকবে না ড্যাঙলারের। তোমরা যখন হার স্বীকার করেই নিচ্ছ আমাকেও মরতে হবে: আগে বা পরে। তার আগেই শেরিফকে শেষ করব আমি।' ট্রিগারের ওপর চেপে বসায় রক্ত সরে যেতে শুরু করল ওর নখ থেকে।

'সত্যি কথা বলছ?' একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সুসানা।

চোখ না সরিয়ে মাথা দোলাল বার্ট, বলল, 'হ্যাঁ। বিরক্ত কোরো না। রেঞ্জের বাইরে আছে ড্যাঙলার, নিশানা ঠিক করতে দাও।' মনে মনে প্রার্থনা করল যাতে ওর ব্লাফে কাজ হয়।

চট করে সুসানার দিকে একপলক তাকিয়ে বার্টকে রাইফেল নামাতে বলল সিড। ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার, তিক্ত কণ্ঠে সবার উদ্দেশে বলল, 'হেরে গেছি আমরা। আইন ড্যাঙলারের পক্ষে।'

'মোটেও হারোনি,' মৃদু কণ্ঠে ভুল শোধরাল বার্ট। 'পাহাড় থেকে নজর রাখবে তুমি। অপেক্ষা করো, কোনও একটা চালে ভুল করে বসবে লোকটা।'

'সিড, শেরিফও চাইছে তুমি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরোও। অরক্ষিত অবস্থায় গুলি করে মারবে তোমাকে কুকুরের মত।' বড় ভাইকে

বোঝানোর চেষ্টা করল সুসানা। 'বার্টের কথা শুনো না, সিড!' শেষ দিকে মিনতি ফুটল ওর গলায়।

সুসানার দিকে তাকিয়ে বলল বার্ট, 'এখানে থাকলে আরও আগে খুন হবে তোমার ভাই। সেটা ভাল হবে?'

কোনও জবাব জোগাল না সুসানার মুখে, চুপ করে ফ্যাকাসে চেহারায় বার্টের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'আমি চলে গেলেই সবার জন্য ভাল,' স্বগতোক্তি করল সিড রেমন্ড। বার্টের দিকে ফিরল। 'শেরিফকে গিয়ে বলো, সন্ধ্যার দিকে র‍্যাঞ্চ ছাড়ছি আমরা।'

দেহমনে স্বস্তির ঢেউ অনুভব করল বার্ট, মুখে বলল, 'ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ, সিড।' এক মুহূর্ত ভেবে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?'

'আমি ওকে বিশ্বাস করি না,' বলল সুসানা। 'কোথায় যাবে ওকে বোলো না, সিড!'

সুসানার কথা শুনল না তার ভাই, বার্টকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের সাথে ওখানে দেখা করবে তুমি?'

মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল বার্ট শ্যাডো।

'দক্ষিণ-পশ্চিমের সবচে' উঁচু পাহাড় চূড়ার কাছাকাছি একটা নচে থাকব আমরা। জায়গাটা শহর থেকে দেখে চিনতে পারবে তুমি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড রেমন্ড। এখনও সে বার্ট সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নয়।

'বেশ, দেখা হবে,' হাত নাড়ল সে। বেরিয়ে এসে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেল অপেক্ষমান শেরিফদের দিকে।

বার্ট কাছে যেতেই অধৈর্য ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল কার্ল ড্যাঙলার, 'কি বলল সিড রেমন্ড? ঘরের ভেতরে কয়জন আছে?'

ব্লুর পিঠে ওঠার আগ পর্যন্ত জবাব দিল না বার্ট, তারপর বলল, 'ঘণ্টা দুয়েক পর র‍্যাঞ্চ ছাড়বে ওরা।' একদৃষ্টিতে শেরিফকে কিছুক্ষণ দেখে মিথ্যে বলল, 'সাতজন।'

'সিড সহ?'

ব্যঙ্গের হাসি ফুটল বার্টের চোখেমুখে, 'তা তো বলিনি!' হাত দিয়ে চেহারার ওপর থেকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল সে, 'সিড রেমন্ড ওখানে নেই।'

'নেই!' ভদ্রতার মুখোশ্ খসে পড়ল শেরিফের চেহারা থেকে, উত্তেজনায় স্টিরাপের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

আড়চোখে পেছনে ঘোড়ায় বসা শেরিফের সঙ্গীদের অবস্থান দেখে নিল বার্ট। দরকার হতে পারে। শেরিফের উদ্দেশে বলল, 'আমরা আসব জানত রেমন্ড। আগেই সরে গেছে, তার ফোরম্যান কাউহ্যান্ডদের বিল মেটাবার জন্য রয়ে গেছে। ঘণ্টা দুয়েক পর এলে র‍্যাঞ্চটার দখল নিতে পারব আমরা।' থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে শেরিফের সঙ্গীদের দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'তোমাদের কেউ একজন মুখ খুলেছে। কে সে?'

শেরিফ ছাড়া বাকি সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল একে অপরের দিকে। বার্টের উদ্দেশে মুখ খুলল মার্টিন, 'মনে হলো সিড রেমন্ডের গলা শুনতে পেলাম?'

'যদি শুনতেই, চিনতে কি করে? ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে না কি?' তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল বার্ট।

শেরিফ কথা বলে ওঠার আগ পর্যন্ত দম আটকে রাখল সে। ওর ধারণা কাল রাতেই সঙ্গীদের সাথে সিড রেমন্ডকে খুন করার পরিকল্পনা এঁটেছে ড্যাঙলার। তারপর শেরিফের চোখের আড়াল হয়েছে চারজনই, কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। আসল ঘটনা যদি অন্যরকম হয়, কপালে খারাবি আছে বার্টের। অন্ধকারে ছোঁড়া ঢিলটা জায়গামতো লাগার ওপর এখন সবকিছু নির্ভর করছে।

'তোমাদের কারও মাথায় বেশি বুদ্ধি গজিয়েছে!' মসৃণ এবং মৃত্যুশীতল শোনাল ড্যাঙলারের কণ্ঠ।

'আমি নিশ্চিত, সিড রেমন্ডের গলা শুনেছি,' আবার বলল মার্টিন।

গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল বার্ট, 'আমাকে মিথ্যুক বলতে চাইছ?'

চোখাচোখি হতে দৃষ্টি নামিয়ে নিল মার্টিন। কাঁধ ঝাঁকাল বার্ট, 'বিশ্বাস না হলে ওখানে ঢুকে দেখে এসো, যাও। তোমাদের, বিশেষ করে শেরিফের সাথে আলাপ করার খুব ইচ্ছা দেখলাম ব্যাটাদের। চাকরি হারাচ্ছে, তাই রাইফেলের নল দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়।'

চুপ করে থাকল মার্টিন, একা বাংকহাউসের দিকে এগুনোর সাহস নেই। শেরিফের শীতল দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করল সে। অন্যরাও তাকিয়ে আছে তার দিকে। এদের মধ্যে একমাত্র হার্পার অলস ভঙ্গিতে ঘোড়ায় বসে আছে, উত্তেজনার ছিটে ফোঁটাও নেই তার মধ্যে। লোকটার চাহনি ড্যাঙলারের মতোই শীতল—বিপজ্জনক।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল শেরিফ, চড়া কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'ফিরে চলো সবাই!'

শহরের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। জেরি এবং বার্ট শেরিফের পাশে, মার্টিন আর হার্পার এগিয়ে আছে ওদের চেয়ে।

অনেকক্ষণ পর বার্টের দিকে তাকাল শেরিফ। 'কিছু লোকের কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে না, বার্ট। আমি তাকে অনেকবার বাঁচিয়েছি ফাঁসির দড়ি থেকে, অথচ আমার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করল!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে।

কোনও জবাব দিল না বার্ট। একমাইল এগোনোর পর আবার নিস্তব্ধতা ভাঙল শেরিফ, 'সিড রেমন্ড তাহলে আরও পাঁচজন গানম্যান ভাড়া করেছে! চিনেছ একজনকেও?'

'না। তবে একজনকে কাল রাতে লিগাল টেন্ডারে দেখেছি,' মিথ্যে বলল বার্ট।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল শেরিফ, 'সিড রেমন্ড র‍্যাঞ্চ ছেড়েছে কখন?'

'কাল রাতে।'

ঢালু ট্রেইল ধরে নামছে ওরা, শেরিফের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সচেতন, আড়ষ্ট হয়ে উঠল সবাই। বার্টকে জিজ্ঞেস করছে সে, 'তুমি

ঠিক জানো, কাল রাতে?'

'ফোরম্যান তো তাই বলল!'

'অ্যালান ডেলের কথা কিছু রেমন্ডকে বলেছিলে?'

মাথা নাড়ল বার্ট।

'বুঝেছি,' মসৃণ কণ্ঠে বলল শেরিফ। ট্রেইলের বামপাশে ঘোড়া সরিয়ে নিল সে। বার্ট ছাড়া আর কেউ দেখল না, র‍্যাটল স্নেকের মত ছোবল দিল ড্যাঙলারের হাত। হোলস্টার থেকে বিদ্যুৎগতিতে উঠে এলো সিক্সগান। আগুন ঝরাল।

পিঠে গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল মার্টিন। উপুড় হয়ে ট্রেইলে পড়েই স্থির হয়ে থাকল ওর নিথর, প্রাণহীন দেহ।

জায়গায় দাঁড়িয়েই সবাইকে কাভার করল শেরিফ, থামতে বলল। 'আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করলে ভাল হয় না,' ইঙ্গিতে পড়ে থাকা মার্টিনকে দেখাল। সবার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে জেরির ওপর দৃষ্টি স্থির করল সে। 'আমার মনে হয় না তুমি জড়িত ছিলে, জেরি। কোনও কারণ নেই, তবু মনে হয়...'

'আমি মার্টিনের ব্যাপারে কিছু জানি না, শেরিফ!' ভয়ে জড়িয়ে গেল মোটা লোকটার কথা।

'কাল রাতে এডের মৃতদেহ হার্ডওয়্যার স্টোরে নিয়ে গিয়েছিল টিমোথি আর হার্পার। জেরি, তুমি ঘোড়া স্টেবলে পৌঁছে দিয়েছিলে। বার্ট আর আমি ছিলাম লিগাল টেন্ডারে। ওখানে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে রাতেই মার্টিনকে বলেছি আমি, তারপর গেছি হার্ডওয়্যার স্টোরে।'

বামহাতে পকেট থেকে পিপারমিন্ট বের করল শেরিফ, একটা চাকতি পুরে দিন গালে। কিছুক্ষণ সবাইকে দেখে নিয়ে আবার শুরু করল সে, 'সবাই আমরা ব্যস্ত ছিলাম; মার্টিন ছাড়া

শীতল হাসি ফুটল ড্যাঙলারের ঠোঁটে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মার্টিন বাইরে বেরিয়ে রেমন্ডের লোকদের বলেছে অ্যালান ডেলের বন্দী হওয়ার কথা। শহরেই কোথাও লুকিয়ে ছিল রেমন্ড। মার্টিনের

সহায়তায় রাতে জেলের চাবি চুরি করেছে সে। করিডরের দরজা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল ওরা। বুদ্ধি করে মার্টিনের মাথায় আঘাত করে সে, যাতে মনে হয় মার্টিন এতে জড়িত নয়।' জেরির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ, 'তারপর তোমাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যায় রেমন্ড! ঘটনাটার ভেতর একটা "কিন্তু কিন্তু" ভাব আছে না?'

'আমি এসবে ছিলাম না, শেরিফ!' মাথা নিচু করে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল জেরি।

সবাইকে আরেকবার দেখে নিয়ে হোলস্টারে সিক্সগান ভরল কার্ল ড্যাঙলার। প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'এখন কি ঘটবে তোমরা কেউ বুঝতে পারছ?'

জবাব দিল না একজনও।

'সিড রেমন্ড এবং তার দলবল জেলভেঙে ছোঁড়াটাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে এখন!' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাল শেরিফ। 'হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না, ঘোড়া দাবড়াও সবাই!'

ট্রেইল ছেড়ে সবার আগে মাঠের ওপর দিয়ে বে ছোটাল শেরিফ, বাকিরা অনুসরণ করল। সবার পেছনে বার্ট, রাগে ফুঁসছে।

খারাপ লোক ছিল মার্টিন, সন্দেহ নেই, একদিন না একদিন কারও হাতে মরতই। তবে ওর বলা মিথ্যে কথার কারণে মরবে লোকটা, চায়নি বার্ট। এক গুলিতে ড্যাঙলারের মগজ বের করার ইচ্ছে মনের গভীরে চেপে রাখল সে।

পুরোটা পথ চিন্তা করল বার্ট শ্যাডো। অনেকগুলো ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। অ্যালান ডেল বেঁচে থাকাটা সিড রেমন্ডের জন্য জরুরী, যদিও র‍্যাঞ্চার সেটা জানে না। ড্যাঙলার চায় ছেলেটাকে খুন করতে। কেন?

ভালই হয়েছে, জেলের চাবি না হাতালে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত ডেল।

প্রথম দেখাতেই শেরিফকে গানম্যান মনে হয়েছিল ওর, এখন সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা মাথায় পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করতেও

দ্বিধা করে না এই লোক।

মুখের ভেতরটা তিতা মনে হলো বার্টের। বুঝতে পারছে, শেষ পর্যন্ত ড্যাঙলারের মুখোমুখি ওকে দাঁড়াতেই হবে।

দশ

অফিসের সামনে হিচর‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে তাড়াহুড়ো করে নামল সবাই। ঘরে ঢুকে করিডরের দরজা খুলল শেরিফ। কামারকে করাত চালাতে দেখে স্বস্তি ফুটল তার চেহারায়।

একটা সিক কেটে নামানো হয়েছে। আরেকটার উপরের কাজ শেষ, এখন নিচের দিক কাটা হচ্ছে। সেলের ভেতরে বসে আছে অ্যালান ডেল, চেহারা থেকে ভয়ের ছাপ মুছে ফেলতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে প্রহরারত দুই গানম্যানের দিকে।

'এর মধ্যে এসেছিল কেউ?' অলস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ড্যাঙলার।

মাথা নাড়ল দুই গানম্যান, কেউ আসেনি। শেরিফের কাঁধের ওপর দিয়ে বার্টের দিকে তাকাল অ্যালান ডেল। ছেলেটাকে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল বার্ট।

এক পা এগোল ড্যাঙলার। 'আর কতক্ষণ লাগবে?'

দুই গানম্যানের একজন বার্টের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জবাব দিল, 'আরও অন্তত একঘণ্টা।'

'খুবই ভাল ইস্পাত!' করাত না থামিয়েই প্রসংশার সুরে বলল কামার।

ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ, অফিসের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'সময় বেশি

লাগলেও ক্ষতি নেই, জন। আজ দুপুরের পর রওনা হওয়া বোকামি হবে। আমার লোকেরা ফেরারী আসামী নিয়ে রাতে পথ চলার ঝুঁকি নেবে তা আমি চাই না। কাল সকালেই বরঙ রওনা হবে ওরা।'

অফিসে ঢুকে চেয়ারে গা ছেড়ে আরাম করে বসল ড্যাঙলার। পকেট থেকে পিপারমিন্ট বের করে মুখে ফেলে চুষতে শুরু করল। এখন তাকে দেখে সুখী গৃহস্থ মনে হচ্ছে, বোঝাই যায় না এই লোকই একঘণ্টা আগে পেছন থেকে গুলি করে কাউকে খুন করেছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর একটা সিগারেট রোল করল শেরিফ। ড্রয়ার থেকে কাগজ কলম বের করে তাকাল হার্পারের দিকে। 'হার্পার, ঘোড়াগুলো নিয়ে স্টেবলে যাও। ও, হ্যাঁ, হাটসনকে বোলো অন্য লোক দেখতে। ডেল আর ওর স্টেবলে কাজ করতে আসবে না। বার্টের ঘোড়ার বিল কাউন্টি এ্যাকাউন্টে তোলে যেন।'

হার্পার বেরিয়ে যাওয়ার পর শেরিফ তাকাল টিমোথির দিকে। 'তুমি স্কেলির ওখানে গিয়ে খবর নাও এডের মৃতদেহ কবর দেয়ার জন্য তৈরি হয়েছে কিনা,' আড়চোখে একবার বার্টকে দেখল ড্যাঙলার। 'জেরি, তোমাকে মার্টিনের দায়িত্ব দিলাম। ওর চেয়ে সতর্ক হয়ে কাজ কোরো।'

সবাই চলে যাওয়ার পর ড্যাঙলার তাকাল বার্টের দিকে, ঠোঁটে আপাত আন্তরিক হাসি। 'বার্ট, কোর্টহাউসের কেরানীর কাছে গিয়ে মরগানের র‍্যাঞ্চের দাম জেনে আসো। ওটা বিক্রি হবে এই খবর আজকের স্টেজেই প্রিন্টারের কাছে পঠানো দরকার। বিল কাগজপত্র খুঁজে বের করতে যতই দেরি করুক, অপেক্ষা করবে তুমি।' উঠে দাঁড়াল শেরিফ, 'আমি ডাবল ডায়মন্ডের খবর জানাতে ব্যাংকে যাচ্ছি।'

শেরিফের কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে মনোযোগের সাথে করাতের শব্দ শুনল বার্ট। আওয়াজে বোঝা যায়, আর বেশিক্ষণ সেলে থাকার সুযোগ পাবে না ছেলেটা। শর্টকাট দায়িত্ব দিয়ে ওকে পথ থেকে সরাতে চাইছে শেরিফ। মনে মনে হাসল বার্ট, দৃঢ়পায়ে অফিস থেকে

বেরিয়ে এল।

স্টেবলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে, পেছন থেকে চেঁচাল ড্যাঙলার, 'ঘোড়া লাগবে না, একদম কাছেই কোর্টহাউস।' অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তার উল্টো দিক দেখাল সে বার্টকে।

শহরে ঢোকার পথে বাম দিকে কোর্টহাউস। চৌকো একটা বড় বিল্ডিং, চারদিক থেকে ওটাকে ঘিরে রেখেছে ধুলোময় আঙিনা। একটা লম্বা হিচর‍্যাক কোর্টহাউসের সামনে। এছাড়া একটু দূরে দূরে আরও কয়েকটা ছোট কাঠামো আছে, করাল, ঘোড়ার ছাউনি ইত্যাদি। ওগুলোর ওপর ছায়া ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে একটা ন্যাড়া কটনউড গাছ।

সতর্কতার সঙ্গে পুরানো বাড়িটাতে ঢুকল বার্ট। এক সারিতে অনেকগুলো জানালা কোর্টহাউসে। একটার পাশে দাঁড়িয়ে করালের দিকে তাকাল, একটা বে আর সোরেল বাঁধা আছে ওখানে। নজর রাখার জন্য লোক শেরিফ নিশ্চই পাঠিয়েছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। সরে এল।

একতলায় সাতটা ঘর, প্রথম দরজাটা খুলে ছোট্ট একটা অফিসে ঢুকল বার্ট। জোরাল নাক ডাকার আওয়াজ লক্ষ করে তাকাল সে। ডেস্কের ওপর পা তুলে চেয়ারে শুয়ে ঘুমাচ্ছে টাকমাথা মোটাসোটা এক লোক।

ধাক্কা দিয়ে ডেস্কের ওপর থেকে লোকটার পা ফেলে দিল বার্ট, অকস্মাৎ ঘুম ভাঙায় চমকে উঠে দাঁড়াল টাকমাথা।

'বিল কোথায়?'

'আমিই বিল,' বিরক্ত চেহারায় বলল কেরানী।

ঘরের চারপাশে নজর বুলাল বার্ট। পুবদিকের দেয়ালে বিশাল একটা ভল্টের দরজা, ওখানেই মূল্যবান কাগজ পত্র রাখা হয়। বিস্মিত কেরানীকে অপেক্ষা করতে বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কোর্টহাউসের সামনের রাস্তায় ওকে পাহারা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে হার্পার। তারমানে আজই অ্যালান ডেলকে

সরিয়ে দেবে ড্যাঙলার।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল বার্ট। দ্রুত পায়ে ডানদিকে এগুলো, কোর্টহাউসের কোনা ঘুরে গানম্যানের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। হাতে পিস্তল উঠে এসেছে, ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে হার্পার কখন আসবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, হার্পারের ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল বার্ট। কোর্টহাউসের পেছন দিকের কোনা ঘুরেই থমকে দাঁড়াল হার্পার। ধাওয়া করে এসে ফাঁদে পড়ে গেছে। শ্যাডোর উদ্যত পিস্তলের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল সে।

এগিয়ে এসে হোলস্টার থেকে লোকটার সিক্সগান তুলে নিল বার্ট, পিঠে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে কেরানীর অফিসে এনে ঢোকাল তাকে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ছিল কেরানী, হার্পার এবং তার পেছনে পিস্তল হাতে বার্টকে দেখে চমকে উঠে বসল।

ভল্টের দরজা ইঙ্গিত করে বার্ট কেরানীকে বলল, 'ওটার চাবি দাও।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রিল, ভয়ে ঘামছে দরদর করে। বামহাতের ধাক্কায় তাকে আবার বসিয়ে দিল শ্যাডো, গানম্যানের দিক থেকে একচুল নড়াল না পিস্তল।

'দেয়া যাবে না,' জেদি কণ্ঠে বলল বিল। 'আমার অফিসে ঢুকে হুমকি দিয়েছ, কর্তৃপক্ষকে জানাব আমি।'

'দিচ্ছ। নাকি...' পিস্তলের নল সামান্য ঘোরাল বার্ট।

একটু চেষ্টা করলেই মস্ত বড় পিস্তলবাজ হতে পারত বিল, মুহূর্তেই কোমরে গুঁজে রাখা চাবি বের করে এগিয়ে ধরল বার্টের দিকে।

'উঠে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল বার্ট। চেয়ারে বসেই থাকল কেরানী, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পিস্তল নাচাল শ্যাডো, 'ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে চাও যদি...'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

'ওটার ভেতরে ঢোকো,' ভল্টের দরজা দেখিয়ে নির্দেশ দিল বার্ট।

'ধরা পড়তেই হবে তোমাকে, পার পাবে না,' শীতল কণ্ঠে বলল হার্পার।

পাত্তা দিল না বার্ট, জীবনে ওসব অনেকবার শুনেছে। দুজনকে কাভার করে ভল্টের দিকে নিয়ে গেল। প্যাডলক ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল হার্পার বিনা প্রতিবাদে। কিন্তু বিলের আপত্তি প্রবল, তাকে ঠেলে ঢোকাতে হলো।

'এটা এয়ারটাইট ভল্ট! মারা পড়ব তো আমরা!' অনবরত একই কথা বলছে কেরানী, মাঝে মধ্যে নিচু গলায় অভিশাপ দিচ্ছে বার্টকে।

'যে কাজে যাচ্ছি সেটা সেরে যেন ফিরতে পারি সেই প্রার্থনা কোরো,' মৃদুকণ্ঠে বলল বার্ট। 'ফিরে এসে তোমাদের উদ্ধার করব!' ভল্টের দরজা বন্ধ করে দিল সে, এখন আর ওপাশের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সন্তুষ্ট মনে প্যাডলক টাইট দিল।

কোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে করালে এল বার্ট, বে'র পিঠে স্যাডল চাপিয়ে পশ্চিমে রওনা হয়ে গেল। টিলা পেরিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে ওয়্যাগন ট্রেইলে পৌঁছতে চায়। খাড়াইয়ের অর্ধেক পর্যন্ত উঠে শহরের দিকে তাকাল সে। শহর ছেড়ে বেরনোর সবক'টা রাস্তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণ দিকে তিনজন অশ্বারোহী এগিয়ে চলেছে, উপত্যকা ছাড়িয়ে দ্রুত গতিতে ছুটছে। টিলার ওপরে ওঠার জন্য বে'টাকে তাড়া দিল বার্ট। আপন মনে শেরিফকে গাল দিচ্ছে, ব্লু থাকলে ভাল হত। নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই। শহর থেকে গুলির শব্দ শোনা যাবে না এমন দূরত্বে পৌঁছলেই খুন করা হবে অ্যালানকে।

রিজে উঠে দক্ষিণ এবং পশ্চিমে নজর বোলাল সে। দূরে সরু একটা দাগ দেখে ওয়্যাগন রোড চিনল। ওখানে পৌঁছতে হলে আরও দশ বারোটা ছোটবড় রিজ পেরোতে হবে। ওয়্যাগন ট্রেইল ফুটহিলের পাশ দিয়ে পশ্চিমে গেছে, ওপথেই ছেলেটাকে নেয়া হবে বুঝতে পারল সে।

বিপজ্জনক দ্রুততায় ঢাল থেকে ঘোড়া নামাল বার্ট। উঁচুনিচু টিলা

পেরিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইলে পড়ার আগ পর্যন্ত থামল না। ট্রেইলে ঘোড়া থেকে নেমে ট্র্যাক পরীক্ষা করল সে। নতুন দাগগুলো শহরের দিকে গেছে। তারমানে এখনও এসে পৌঁছয়নি শেরিফের লোক।

একটা টিলা ঘুরে শহরের দিকে নেমে গেছে রাস্তাটা। এখানে অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যেতে পারে, আগেই হয়তো কাজ সেরে ফেলবে গানম্যান দুজন। ঘোড়ায় চড়ল বার্ট, শহরের দিকে এগুলো।

ট্রেইল ধরে সামনে এগোলে গানম্যানদের সাথে মুখোমুখি দেখা হবে ওর। চমকে দেয়া যাবে না ওদের। সেই রকম ইচ্ছেও নেই বার্টের, চমকে দেয়ার আরেক অর্থ হচ্ছে অ্যাম্বুশ করা। পিস্তলের বাঁটের ওপর থেকে হোলস্টারের চামড়ার ফিতে সরিয়ে দিল সে।

টিলা পেরিয়ে সোজা হয়ে গেছে ট্রেইল, ওখানে ওর সাথে দেখা হলো শেরিফের গানম্যানদের। মাঝখানের ঘোড়ায় অ্যালানকে বসিয়েছে তারা, নিজেরা দুপাশে। স্বাভাবিক গতিতে লোকগুলোর দিকে এগোল বার্ট।

ছোট একটা উপত্যকার সবচেয়ে নিচু অংশে বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে গেছে ট্রেইল। ওখানেই সামনাসামনি হলো ওরা।

এই দুজনই জেলখানায় অ্যালানকে পাহারা দিচ্ছিল সেলের সিক কাটার সময়। শক্ত গড়নের লোক দুজনেই। শীতল দৃষ্টি। উরুর সাথে নিচু করে বেঁধেছে হোলস্টার। চেহারা হাবভাব দেখে বোঝা যায় টেক্সাসের গানম্যান।

বার্টকে দেখে অবাক হলেও তাদের চেহারায় বিস্ময় ফুটল না। ডানদিকে রোয়ানের ওপর বসা লোকটা তাকাল সঙ্গীর দিকে। ভাবটা, দেব খতম করে!

অ্যালান ডেল শুকনো চেহারায় তাকিয়ে আছে বার্টের দিকে। একটা দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পেটের নিচে বেঁধে রাখা হয়েছে ওর পা।

'একটা জিনিস দেখাব তোমাদের,' গানম্যানদের উদ্দেশে বলল বার্ট। 'কোমরে গোঁজা আছে, বের করছি। গুলি করে বোসো না।

শার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে জেলের চাবি বের করল সে। জিজ্ঞেস করল, 'ছুঁড়ে দেব?'

'আমার দিকে,' অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটা বলল। দ্বিতীয় জনের হাত সিক্সগানের বাঁটের ওপর, তৈরি হয়ে আছে সে।

লোকটার দিকে চাবি ছুঁড়ে দিয়েই লাগামে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়া সরিয়ে নিল শ্যাডো। হাতে উঠে আসা পিস্তল থেকে আগুন বেরোল। সঙ্গীর দিকে কি ছুঁড়ে দেয়া হলো দেখার জন্য ঘাড় কাত করেছিল লম্বা গানম্যান, ঘাড়েই ঢুকল বুলেট। বামপাশ দিয়ে ঢুকে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। ধপ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল মৃতদেহ। লোকটা বুঝে উঠতে পারেনি কিসের আঘাতে মরল।

ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠায় মাটিতে পড়ল বার্ট, গড়ান দিয়ে সরে গেল কয়েকফুট। ওর পাশে পড়ে গেল বে। কয়েকবার হাত পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল। বেঁটে গানম্যানের প্রথম গুলি ওটার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে।

শ্যাডো লক্ষ্যস্থির করার আগেই ওর ওপর নিশানা ঠিক করে ফেলল বেঁটে টেক্সান। ক্রূর হাসি ফুটে উঠল লোকটার চেহারায়। বার্ট মাটিতে কাত হয়ে আছে, নিজের সুবিধা সম্বন্ধে টেক্সান পূর্ণ সচেতন।

ট্রিগারের ওপর চেপে বসছে টেক্সানের আঙুল, নড়ে উঠল অ্যালান ডেল। ঘোড়ার পেটে জুতোর খোঁচা বসাল। বেড়ি পরা হাতে রাস নিয়ন্ত্রণ করে গানম্যানের ঘোড়ায় নিজের ঘোড়া দিয়ে ধাক্কা লাগাল।

আকস্মিক ধাক্কায় নড়ে গেল টেক্সানের হাত। বার্টের ফুট দুয়েক দূরে মৃত বে'র পেটে ঢুকল বুলেট।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্যাডো। লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টেনে দিল।

বুকে ব্যথা অনুভব করে তাকাল টেক্সান, হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা রক্তাক্ত ফুটো দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে। আবার দৃষ্টি ফেরাল বার্টের দিকে। গুঙিয়ে উঠে কি যেন বলতে চাইল, পারল না। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ট্রেইলে পড়ল লাশ।

স্যাডল আঁকড়ে ঝুলছে আতঙ্কিত অ্যালান, সামলে নিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল বার্ট। ঘোড়াটাকে শান্ত করে অ্যালানের পায়ের বাঁধন কাটল।

'আরেকটু এগিয়েই আমাকে খুন করত ওরা!' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল অ্যালান। 'তুমি না থাকলে মারা যেতাম!'

মাথা নাড়ল বার্ট, 'তোমার জীবন তুমিই বাঁচিয়েছ, সাথে আমারটাও।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিশোর, থামিয়ে দিল সে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা তার বের করে হ্যান্ড কাফের তালা খুলে ফেলল শ্যাডো, ইঙ্গিতে রোয়ানটা দেখাল। গোলাগুলির শব্দে ভীত হয়ে দশবারো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা গানম্যানের ঘোড়া। 'ওটার পিঠে বে'র স্যাডল চড়াও, ডেল। আমি ততোক্ষণে এদিকটা দেখছি।'

বাচ্চা একটা ছেলেকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছিল, জঘন্য লোক এরা। তবু লাশগুলো বাজার্ডে টেনে ছিঁড়বে এটাও ঠিক না। দ্রুত হাতে লাশদুটোকে ছোটবড় পাথর দিয়ে ঢেকে ফেলল বার্ট। হার্পার যদি এর মধ্যেই ভল্ট থেকে ছাড়া পেয়ে থাকে, এখানে এসে লাশ খুঁজে পাবে শেরিফ। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে না পারার মত বোকা নয় ড্যাঙলার।

কাজ শেষে রোয়ানের পাশে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যালানের দিকে তাকাল শ্যাডো। 'চলো, ট্রেইল থেকে সরে যেতে হবে,' বলল সে। 'যতক্ষণ ট্রেইলে আছি, ট্র্যাক গোপন করবার চেষ্টা করব আমরা।'

পাথুরে জমির ওপর দিয়ে মেসায় পৌঁছল ওরা। মেসার শেষ মাথা থেকে শহর আড়াল করে রাখা পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে একটা সিডার গাছের নিচে থামল বার্ট। ঘোড়া থেকে নেমে ছায়ায় বসল দুজনে। এখনও আতঙ্কে অল্প অল্প কাঁপছে অ্যালান। চোখের সামনে বীভৎস মৃত্যু প্রথম দেখেছে সে।

একটা সিগারেট রোল করে ধরাল বার্ট, চুপচাপ দেখছে নিঃশব্দ

প্রকৃতির রূপ । সূর্য ডুবতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে এরইমধ্যে মাথার ওপরে অসীম বিস্তৃত চাদর বিছিয়ে রেখেছে পরিষ্কার আকাশ। পুবে হালকা সবুজ দিকচক্রবালের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নিউ মেক্সিকোর নীলচে পাহাড়, অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। আরও কাছে ভাঙাচোরা আকৃতির অসংখ্য লাল লাল টিলা, অপূর্ব সুন্দর।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল অ্যালান, 'শুধু যদি আমার একটা হ্যান্ডগান থাকত!'

ছেলেটার দিকে তাকাল বার্ট। হেসে ফেলল। 'এই চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকবে জানতাম,' বলল সে। 'শেরিফের লোকদের সিক্সগান দুটো রোয়ানের স্যাডল ব্যাগে আছে। একটা তোমাকে দেব।'

'ধন্যবাদ।' কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল অ্যালানের চোখে।

'আশা করি আমাকে সব কিছু খুলে বলবে তুমি। আমি জানি না শেরিফ তোমাকে খুন করতে চাইছে কেন,' মৃদু কণ্ঠে বলল বার্ট।

মাথা ঝাঁকাল অ্যালান, বলতে শুরু করল, 'আমার বাবার নাম হার্বার্ট ডেল। ম্যালপাইস স্প্রিংসেই মারা গেছে সে। তখন আমার বয়স এগারো বছর। ব্রিজটার পাশের কটনউড গাছে বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে ওরা।' চোখের পানি লজ্জা পেয়ে মুছে ফেলল ছেলেটা। কান্না চেপে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'হ্যারল্ড রেমন্ডকে খুন করেছে এই মিথ্যে অভিযোগে লিঞ্চিঙ করা হয়েছে বাবাকে।'

'হ্যারল্ড রেমন্ড কি সিড রেমন্ডের বাবা?'

'হ্যাঁ,' বার্টের দিকে তাকাল অ্যালান ডেল। 'আমার বাবা ওই কাজ করেনি। আমি তো তাকে চিনতাম, মানুষ খুন করার লোক ছিল না বাবা।'

সিড রেমন্ড যখন তার বাবার মৃত্যুর কথা বলছিল তখন জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়নি সে, কিভাবে মরেছে র‍্যাঞ্চার। মনে মনে নিজেকে গাল দিল বার্ট। মুখে বলল, 'হ্যাঁ, তারপর?'

পুরো একমিনিট চুপ করে ভাবল অ্যালান, তারপর মুখ খুলল, 'বাবা প্রসপেক্টর ছিল। আমাকে লেখাপড়া শেখার জন্য টুকসনে পাঠিয়েছিল খালার বাসায়। একদিন হঠাৎ খবর গেল ওখানে, বাবা নাকি এক র‍্যাঞ্চারকে খুন করেছে। লিঞ্চিঙ মব জেল ভেঙে বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে...আমি...'

'কার্ল ড্যাঙলারের জেল ভেঙে?' নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করল বার্ট, চোখে সহানুভূতি।

'হ্যাঁ,' আবার চোখের পানি মুছল ছেলেটা। 'বাবা মারা যাবার এক বছর পর খবর পেলাম আমি। খালার বাসা থেকে পালালাম। এখানে ওখানে কাজ করে পয়সা জমিয়ে কয়েক মাস আগে ম্যালপাইস স্প্রিংসে এসেছি।' বার্টের দিকে তাকাল অ্যালান ডেল, 'তোমার কাছে আমার আসল নাম বলে ফেলার পর মনে করেছিলাম ভুলে যাবে তুমি।'

'দুঃখিত। আসলে না বুঝেই শেরিফকে বলে ফেলেছিলাম।'

'মারা যাবার একসপ্তাহ আগে একটা চিঠি দিয়েছিল বাবা,' বলল ডেল। 'এখনও মনে আছে, চিঠিতে বাবা লিখেছিল আমরা নাকি বড়লোক হয়ে যাব। এত বড়লোক যে গুনতে শুরু করলে নাকি মরার আগ পর্যন্ত টাকা গোনা শেষ হবে না।'

শিস দিল বার্ট, 'বোধহয় সোনার খনি...'

'আমারও তাই মনে হয়েছে; সোনার খনি?'

জবাব দিল না বার্ট। ভাবছে সিড আর সুসানার বাবার কথা।

'তোমার বাবার সাথে কখনও ঝগড়া হয়েছিল হ্যারল্ড রেমন্ডের?'

'হ্যাঁ, বাবাকে ডাবল ডায়মন্ড রেঞ্জের লেক থেকে পানি নিতে দেখে ধরে নিয়ে গেছিল এক রাইডার। র‍্যাঞ্চার বাবাকে এলাকা ছাড়তে বলে। চলে আসে বাবা। তবে চলে আসার আগে বলেছিল,' "কুত্তাকেও পানি থেকে বঞ্চিত করি না আমি। অথচ আজকে কুত্তাই আমাকে পানি থেকে বঞ্চিত করল।"'

'চিঠিতে তোমার বাবা লিখেছিল একথা?'

'না। ডাবল ডায়মন্ডের এক রাইড্যারের মুখে শুনেছি আমি। র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে গেছে লোকটা।'

'র‍্যাঞ্চার মারা গিয়েছিল কিভাবে?' প্রশ্ন করল বার্ট, কৌতূহল বোধ করছে। একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে ওর মনের গভীরে।

'অ্যাম্বুশ করে মারা হয়েছিল হ্যারল্ড রেমন্ডকে। কাছেই নাকি বাবার নাম খোদাই করা কোদাল পড়ে ছিল,' বার্টের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'অথচ কোনও যন্ত্রপাতিতে নাম লেখার অভ্যেস ছিল না বাবার, ওগুলো সব সময় সাথে নিয়ে ঘুরত।'

'তোমার বাবাকে কোথায় গ্রেফতার করে শেরিফ?'

'বাবা শহরেই ছিল। শেরিফ তাকে জেলে ঢোকানোর পর চারদিকে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে যায়। বাবা নাকি সুসানা রেমন্ডকে অপমান করায় র‍্যাঞ্চ থেকে তাকে মেরে বের করে দিয়েছিল বুড়ো রেমন্ড। সব মিথ্যা কথা! লিঞ্চিঙ মব এগুতে শুরু করলে বাধা দেয়ার ভান করেছে ড্যাঙলার। কয়েকজন নাকি তার হাত-পা বেঁধে লিঞ্চিঙের সময় আটকে রেখেছিল। আমি বিশ্বাস করি না।'

পুবদিকে তাকাল বার্ট। সূর্যটা বড় আর নিস্প্রভ হয়ে রিজগুলোর পেছনে ডুবে যাচ্ছে।

'আমি বোকা সেজে অনেকের সাথে আলাপ করেছি,' মৃদু কণ্ঠে বলল অ্যালান, পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে ওর অশ্রু। 'গুজব কারা রটাতে শুরু করেছিল, জানো?'

'বোধহয় জানি,' ছেলেটার দিকে তাকাল বার্ট। 'তবু বলো।'

'শেরিফের পোষা গানম্যানরা।'

মাথা ঝাঁকাল বার্ট, আগেই আন্দাজ করেছিল। তাহলে কি অ্যালানের বাবা সোনা পাওয়ার খবর শেরিফকে জানিয়েছিল? মনে হয় না। প্রসপেক্টররা নিজের বাম হাতকেও বিশ্বাস করে না। শেরিফ তাকে খুন করে সোনার খনিতে ক্লেইম ফাইল করতে পারে, সুতরাং তাকে

কিছু জানায়নি অ্যালানের বাবা। তাহলে? কাকে বলেছিল লোকটা যে মরতে হলো তাকে?

'তোমার বাবার প্রসপেক্টিঙের খরচ দিচ্ছিল কে, জানো কিছু?'

'না।'

সন্দেহ নেই, অ্যালানের বাবাকে খরচাপাতি যোগানো হচ্ছিল ম্যালপাইস স্প্রিংস থেকেই। নাহলে শহর থেকে তাকে গ্রেফতার করতে পারত না শেরিফ।

'ক্লেইম অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়েছ, তোমার বাবা কোনও জমি রেজিস্ট্রি করেছে কি না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল অ্যালান। 'অনেক জায়গায় ক্লেইম ফাইল করেছে বাবা। কিন্তু সেসব জায়গা এই এলাকার ধারে কাছেও না।'

বোকা ছিল না মাইনার। একা ক্লেইম ফাইল করলে খনি ভাগাভাগি হয়ে যেত। হুড়মুড় করে লোকজন আসতে শুরু করত এই অঞ্চলে। ওই পথ মাড়ায়নি, টাকাওয়ালা পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পেয়েছিল সে। কোম্পানী গঠন করে পুরো খনি এলাকায় ক্লেইম ফাইল শেষে সোনা তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার পৃষ্ঠপোষক। তারমানে খনির অবস্থান জেনেই খুন করেছে অ্যালানের বাবাকে।

'ড্যাঙলার জানে,' অ্যালানের হিমশীতল কণ্ঠে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল বার্টের। 'যার নির্দেশে বাবার নামে মিথ্যা গুজব ছড়ানো হয়েছিল তার নাম জানে সে। বাবা কোথায় সোনা পেয়েছিল সেটা যদি নাও জেনে থাকে, অন্তত যে লোক জানে তাকে চেনে শেরিফ। একদিন আমি আউট-ল হব, সেদিন সব শেরিফদের দেখে নেব আমি।'

চিন্তিত চেহারায় অ্যালানকে দেখল শ্যাডো, ছেলেটার চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে বলল, 'সব শেরিফ কার্ল ড্যাঙলারের মতো বদমাস না, ডেল। একটা বাজে লোকের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আউট-ল হওয়ার মত বড় ভুল জীবনেও কোরো না।' কথাটা বলে বিস্মিত হলো নিজেই, অন্যের ব্যাপারে কখনওই নাক গলায় না সে।

*

তবে ওর ছোট ভাই থাকলে আজ ঠিক এই কথাই বলত বার্ট। অপরিচিত একটা অনুভূতি হলো ওর। একবার আড়চোখে অ্যালানকে দেখল। আইনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা র‍্যাঞ্চাররা বাবা-মাকে খুন না করলে হয়তো এই বয়সী একটা ছোট ভাই থাকত ওর।

'তুমিও তো পালিয়ে বেড়াচ্ছ,' শান্তস্বরে বলল অ্যালান। 'তাই না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল বার্ট। 'সেজন্যেই আমি জানি, আউট-ল হওয়া উচিত হবে না তোমার,' গম্ভীর হয়ে বলল সে।

'তোমার কথা মানব, কিন্তু ভাল পিস্তলবাজ কি করে হতে হয় যদি শেখ তুমি।'

মুচকি হাসল বার্ট, অ্যালানের কাঁধ চাপড়ে দিল। 'এখন এমন একজনের কাছে পাঠাব যে তোমাকে প্রথম সবক দিতে পারবে।'

'আমাকে একলা কোথাও যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, সিড রেমন্ডের কাছে যাবে তুমি। তোমাকে সে-ই শেখাবে।'

আতঙ্ক প্রকাশ পেল অ্যালানের চোখেমুখে। 'আমাকে খুন করবে ওই আউট-ল। আমার বাবা ওর বাবাকে খুন করেছে বলে জানে রেমন্ড।'

'সিডের সাথে ওর বাবার সম্পর্ক ভাল ছিল না। তাছাড়া অন্য ধরনের মানুষ সে। ওর ওখানেই সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে তুমি।' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলল বার্ট। সিড রেমন্ডকে কোথায় পাওয়া যাবে জানাল। তারপর বলল, 'আমি শহরে ফিরে যাচ্ছি।'

'ড্যাঙলার তোমাকে খুন করবে!'

'বলো, চেষ্টা করবে,' ওর জন্য ছেলেটার উদ্বেগ উপভোগ করল বার্ট। গানম্যানদের সিক্সগান দুটো নেড়েচেড়ে দেখল। পরীক্ষা করে ভালটা বেছে দিল অ্যালানকে, অন্যটা ব্যাগে ভরে রাখল।

'বিদায়, ডেল, পরে দেখা হবে,' রোয়ানে চড়ে বলল সে। রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য ছেলেটাকে তাড়া দিয়ে ঘোড়া ছোটাল দ্রুত কদমে।

কণ্ঠ শুনতে পেল, ঘাড় ফেরালে দেখতে পেত, সরু কোমরে বেল্টপ

ভাবে ঝোলানো সিক্সগানের ওপর মৃদু চাপড় দিচ্ছে অ্যালান। 'আমি তোমার কাছেই সিক্সগান চালানো শিখব, বার্ট। তাড়াতাড়ি চলে এসো এখানে।'

এগারো

ধীরে সুস্থে ঘোড়া ছুটিয়ে সন্ধেরও বেশ পরে শহরের সীমানায় পৌঁছুল শ্যাডো। সারাটা পথ অ্যালানের বলা কথাগুলো ভেবেছে সে, কয়েকটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে ওর মনে।

ড্যাঙলার যদি নির্দোষ একজন মাইনারের মৃত্যুর কারণ হয়, এমন কি হতে পারে না যে সিড রেমন্ডের বাবাকেও সে-ই খুন করেছে? হয়তো ডাবল ডায়মন্ডের মালিক হতে চায় ড্যাঙলার। সুসানা বলেছিল শেরিফের গানম্যানরা র‍্যাঞ্চের বারোটা বাজিয়েছে রাসলিঙ করে। ডাবল ডায়মন্ড পথে বসলে ড্যাঙলারের লাভ? র‍্যাঞ্চের দখল তো নিচ্ছে ব্যাংক! নাকি ব্যাংকই র‍্যাঞ্চটা চাইছে; শেরিফকে ব্যাংকার কি টাকা খাইয়েছে সেজন্য?

অ্যালানের বাবার প্রসপেক্টিঙে পৃষ্ঠপোষক ছিল কে? এসব ব্যাপারে ব্যাংকের কাছেই ধরনা দেয় মানুষ। হার্বার্ট ডেলও যদি তাই করে থাকে তাহলে তার মৃত্যুতে ব্যাংকই লাভবান হবে। বিনা প্রমাণে নিশ্চই তাকে ঋণ দেয়নি ব্যাংক। তাহলে কি ব্যাংকের প্ররোচনাতেই খুন হয়েছে মাইনার?

একটা সিগারেট রোল করে ধরাল বার্ট। ও যেরকম ভাবছে ঘটনা যদি তাই-ই হয়, তাহলে সিড রেমন্ডের বাবাকেও হত্যা করিয়েছে

ব্যাংক। হার্বার্ট ডেলকে অর্থ সাহায্য ব্যাংক দিচ্ছিল তা নিশ্চিত হবার একমাত্র উপায় ব্যাংকারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া।

ক্যাটল কান্ট্রিতে সব র‍্যাঞ্চই ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয়। ডাবল ডায়মন্ডের ঋণ শোধের সময় ব্যাংক কমিয়েছে কেন, র‍্যাঞ্চটা দখল করতে চায় বলে? এমন কি থাকতে পারে ডাবল ডায়মন্ড রেঞ্জে যেটা অন্য র‍্যাঞ্চের নেই!

'প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ দরকার,' নিজের মনে বলল বার্ট। হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল অন্ধকারে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোর্টহাউসে কাজ সেরে ব্যাংকারকে খুঁজে বের করবে সে। দরকার পড়লে জোর খাটিয়ে লোকটার মুখ খোলাবে।

ব্রিজ এড়িয়ে শুকনো নদীর ওপর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল বার্ট, সাবধানে এসে ঢুকল কোর্টহাউসের আঙিনায়।

একটা আলোও জ্বলছে না বাড়িটাতে, সদর দরজা খুলে অন্ধকার করিডরে দাঁড়াল সে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। নাহ্, কেউ নেই আশেপাশে। কেরানীর ঘরে ঢুকল বার্ট।

নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে কান পাতল। আঁধার ঘরে অস্বাভাবিক কোন অনুভূতি হলো না ওর। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ল্যাম্প খুঁজে ওটা ধরাল। এগিয়ে গিয়ে প্যাডলক ঘুরিয়ে স্টীলের দরজা খুলল।

আবছা অন্ধকারে বার্ট দেখল, আক্রোশ ভরা চোখে তাকিয়ে আছে হার্পার এবং বিল। নিচু স্বরে গাল দিল হার্পার।

'বেরিয়ে এসো, বিল,' হাতে উঠে আসা পিস্তল নাচাল বার্ট।

দুজনেই উঠে দাঁড়ানোয় হার্পারের দিকে পিস্তল তাক করল সে। 'তুমি ওখানেই থাকো! বিল, যিকারিলা কাউন্টির একটা ম্যাপ দরকার আমার। তাড়াতাড়ি!'

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি শেষে বিশাল একটা মানচিত্র হাতে বেরিয়ে এল কেরানী। ম্যাপটা নিয়ে কেরানীকে আবার ভল্টের ভেতর ঢোকাল বার্ট,

দরজা বন্ধ করে দিল।

ডেস্কের ওপর ফেলে গভীর মনোযোগের সাথে মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করল শ্যাডো। যিকারিলা কাউন্টি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পেল এতক্ষণে।

অনেক বড় এলাকা নিয়ে যিকারিলা কাউন্টি; চৌকো। কাউন্টির বেশির ভাগ অঞ্চল জুড়ে আছে স্যান্টা রিটা, বাকিটা পুবের ছোট ছোট পাহাড়। উচ্চতা নির্দেশক দাগগুলো থেকে বোঝা যায়, স্যান্টা রিটার পশ্চিম প্রান্ত ক্যানিয়নে গিয়ে শেষ হয়েছে। রুক্ষ অঞ্চল, সিড রেমন্ডের বলা নচটা কাছাকাছি চূড়াগুলোর চেয়ে কমপক্ষে এক হাজার ফুট নিচু। ওই নচের পুবদিকের ঢালে ছোট একটা লেক। সন্দেহ নেই, ওখান থেকে পানি নিতেই হার্বার্টকে বারণ করেছিল বুড়ো রেমন্ড।

কাজ শেষে পিস্তল হাতে ভল্টের দরজা খুলল বার্ট। 'বিল, ডাবল ডায়মন্ডের জমিজমার একটা তালিকা দরকার আমার।'

মুক্তি পাবে ভেবেছিল, চোখ থেকে আশার আলো দপ করে নিভে গেল কেরানীর। 'আমার কাছে ওইসব কাগজ-পত্র নেই,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল লোকটা।

হাসল বার্ট, 'আছে, মিথ্যে বোলো না। ট্যাক্স ধরার জন্য ওই কাগজ রাখতে হয় তোমাকে।' পিস্তল নাচাল সে, 'তুমি মরলে হার্পারকেই খুঁজতে হবে ওগুলো। লোকটাকে কষ্ট দিতে চাও?'

ওকে অভিশাপ দিয়ে কাগজ-পত্র খুঁজতে শুরু করল বিল। একটু পর ফাইল হাতে তাকাল বার্টের দিকে।

'বেরিয়ে এসে ওগুলো পড়ে শোনাও,' নির্দেশ দিল বার্ট। কেরানী বেরিয়ে আসার পর তাকে কাভার করে দরজা বন্ধ করল হার্পারকে ভেতরে রেখে। ফিরে এসে ডেস্কের ড্রয়ার হাতড়াল অস্ত্রের খোঁজে। নেই। নিশ্চিন্ত মনে বিলের উল্টোদিকে ডেস্কের ওপর বসল সে।

কেরানী ডাবল ডায়মন্ডের জমির নাম, অবস্থান পড়তে শুরু করল। ম্যাপ দেখে সমস্ত তথ্য মাথায় গেঁথে নিল শ্যাডো।

ম্যালপাইস স্প্রিংসের মত তিরিশটা শহরের চেয়েও জমির পরিমাণ বেশি, প্রায় সত্তর হাজার একর জমি নিয়ে ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চ। বেশির ভাগটাই ঘাস জমি, লেকের দুধার দিয়ে নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে।

বুড়ো রেমন্ড বোকা ছিল না। প্রথমে পানির উৎস কিনেছে সে, তারপর জমির পরিমাণ বাড়িয়েছে। কাজটা করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে বহু শত্রু তৈরি করেছে সে।

'ডাবল ডায়মন্ড এই অঞ্চলের সবচে' বড় র‍্যাঞ্চ?' অলস কণ্ঠে প্রশ্ন করল বার্ট।

'না। এটার চেয়ে বড় আর ভাল কয়েকটা র‍্যাঞ্চও আছে স্যান্টা রিটায়,' কাগজ-পত্রের ওপর থেকে চোখ তুলল বিল। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ পেশাদার, ভয়ের চিহ্ন নেই চেহারায়।

'মালিক কারা?'

'দক্ষিণে ডেভের টাম্বলিং ডি আর উত্তরে কার্নির পাইন ট্রি।' ঘুরিয়ে উত্তর দিল বিল।

'বুড়ো রেমন্ডের সঙ্গে ওদের কারও ঝগড়া ছিল?'

'না।' এক পলক তাকিয়ে বার্টকে দেখে নিল কেরানী।

বার্ট শ্যাডোর দেখাদেখি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সে। প্রশ্ন করল, 'এবার বাসায় যেতে পারব?'

'না,' চওড়া হাসি ফুটল বার্টের ঠোঁটে। 'আপাতত সম্ভব না। শেরিফের কাছে মুখ খুলবে, সে-সুযোগ দেব না। ভল্টের ভেতরে ঢোকো, পরে একসময় তোমাদের মুক্তি দেয়ার জন্য দরজা খুলব আমি।'

কাকুতি মিনতিতে কান না দিয়ে লোকটাকে ভল্টের ভেতরে ঢুকতে বাধ্য করল বার্ট। 'করালে যে বে' ঘোড়াটা ছিল ওটা কার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার,' জবাব দিল কেরানী।

'কত দাম ওটার?'

'স্যাডল সহ আশি ডলার,' দ্রুত উত্তর দিল কেরানী। ঘোড়াটার

সত্যিকারের দাম খুব বেশি হলে স্যাডল সহ চল্লিশ ডলার। চল্লিশ ডলার গুণে ভল্টের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল শ্যাডো।

বে'র কথা বলায় একচোখ সন্দেহ নিয়ে বার্টের দিকে তাকাল গানম্যান। মুচকি হাসল বার্ট, 'ঘোড়াটা কিনলাম কেন বলতো, হার্পার?'

'জানি না,' উৎসাহী নয় এমন ভঙ্গিতে বলল গানম্যান।

কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল বার্টের চোখে। হার্পারের উদ্দেশে মুচকি হাসল, 'একটা কাজে ব্যবহার করেছিলাম। মারা গেছে ঘোড়াটা। বাকিটা তুমিই বুঝে নাও।'

গানম্যানের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে ভল্টের দরজা দড়াম করে বন্ধ করল সে। কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে মৃত টেক্সানের রোয়ানটা করালে ভাল করে বাঁধল। এখানে দেরিতে হলেও ঘোড়াটা চোখে পড়বে শেরিফের। বুঝে নেবে কি ঘটেছে।

ধীর পায়ে হেঁটে শেরিফের অফিস পেরিয়ে এল সে। ড্যাঙলার কোথায় সেটা ওর জানা দরকার। অফিসের ভেতর জেরিকে বসে থাকতে দেখেছে, কিন্তু তাকে প্রশ্ন করে সন্দেহপ্রবণ করে তুলতে চায় না শ্যাডো।

কিন্তু শেরিফ কোথায় গেছে? ব্যাংকারের সাথে আলাপের সময় ড্যাঙলার উপস্থিত হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

লিগাল টেন্ডারে একবার উঁকি দিল বার্ট, শেরিফ নেই ওখানে। বেরিয়ে এসে স্টোরগুলোর আলোয় আবছা আলোকিত বোর্ডওয়াকের দিকে নজর দিল।

দূরে ব্যাংকের দিক থেকে কাপড়ের বড় ব্যাগ হাতে এগিয়ে আসছে একজন লোক, শেরিফের পরিচিত কাঠামো দেখে চট করে সামনের দোকানে ঢুকে পড়ল শ্যাডো। মালপত্র দেখে বুঝতে পারল এটা স্যাডল শপ। ভেতরে বেঞ্চে বসে স্যাডল তৈরি করছে বুড়ো মালিক।

লোকটাকে নড করে রাস্তা থেকে দেখা যায় না এমন জায়গায় স্যাডলের ওপর বসল সে। সিগারেট রোল করতে করতে কর্মরত

লোকটার আশেপাশে ছড়ানো স্যাডলগুলো দেখল। খড়ের ঘোড়ার পিঠে বসানো দুটো স্যাডল নজর কাড়ল ওর। 'বিক্রি হয় কেমন?'

কাজ না থামিয়েই তাকাল লোকটা। চশমার পেছনে কালো চোখ জোড়া উজ্জ্বল। মাথায় পাতলা সাদা চুল, পরিষ্কার। 'হয় না বললেই চলে। অনেক দাম তো! তবে তোমার মত অনেকেই আসে ওগুলো দেখতে,' লোকটার আন্তরিক হাসিতে বার্টও যোগ দিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বার্ট জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাংকারের সাথে দরকার আছে আমার। তাকে কোথায় পাব?'

'হোটেলে।'

বিস্মিত হলো বার্ট। 'হোটেলে?'

'ওটার মালিকও জ্যাকব কোর্টল্যান্ড। হোটেল রুমের ভাড়া দিতে হয় না বলে তৃপ্তি বোধ করে লোকটা।'

দোকান মালিকের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা লক্ষ করল বার্ট। 'তোমার সাথে কিছু হয়েছিল ব্যাংকারের?'

'আর সবার সঙ্গে যা করে, আমার সাথেও তাই করেছে লোকটা। ঋণ পরিশোধের সময় কমিয়ে দেয়ার অধিকার না থাকলে ঋণ দেয় না সে। জামানত পছন্দ হয়ে গেলে ঋণ শোধ করার সময় কমিয়ে দেয়। এভাবে অনেক কিছু কব্জা করেছে সে। আমার আগের দোকানটাও।'

ব্যাংকার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে উঠে দাঁড়াল বার্ট, বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরোল। ড্যাঙলারকে অফিসে ঢুকতে দেখল সে। রাস্তার এমাথা ওমাথায় নজর বুলিয়ে ব্যাংকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। শহরে ওটাই একমাত্র পাকা দালান, কোর্টহাউস ছাড়া। একটা কুৎসিত ভাব আছে বাড়িটায়, এই প্রথম অনুভব করল বার্ট। যেন মালিকের ছাপ পড়েছে ব্যাংক বিল্ডিঙে।

রাস্তা পার হয়ে হোটেলে ঢুকল সে, কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল। ক্লার্ক হাসিমুখে তাকানোয় জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকব কোর্টল্যান্ডের রুম নম্বর কত?'

'মি. জ্যাকবের রুম তিন তলায়। ওটাই একমাত্র ঘর। খুঁজে নিতে কোনও অসুবিধা হবে না তোমার,' শ্রদ্ধায় কাউন্টারের ওপর প্রায় নুয়ে পড়ল ক্লার্ক। 'সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেই মি. জ্যাকবের...'

'ঘরে আছে সে?' ক্লার্ককে কথা শেষ করতে দিল না বার্ট।

'হ্যাঁ। এখনও সাপার খেতে নামেনি। কথা বলতে চাইলে তাড়াতাড়ি যাও,' পেশাদারী হাসি মুখ থেকে মুছে ফেলে বলল ক্লার্ক।

আঁধার সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে এল বার্ট। চিলেকোঠায় সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙের বামপাশে একটা দরজা। কয়েকবার নক করল সে, ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। নব ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা, বিস্মিত হলো সে, আঁধার ঘরে প্রবেশ করল। একটু আগে নিভিয়ে দেয়া লণ্ঠনের পোড়া সলতের পাশাপাশি জঘন্য একটা গন্ধ ভাসছে ঘরটায়।

ম্যাচের কাঠির মৃদু আলোয় আসবাবপত্রে বাড়ি না খেয়ে দুপা এগোল বার্ট। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। দম আটকে তাকিয়ে থাকল খাটের পাশে রাখা আর্মচেয়ারের দিকে।

হাতে আগুনের তাপ লাগায় কাঠিটা হাত থেকে ফেলে আরেকটা কাঠি জ্বালল। এগিয়ে গিয়ে আর্মচেয়ারের সামনে দাঁড়াল।

বসা অবস্থায় চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে লোকটাকে। পিস্তল কপালে ঠেকিয়ে গুলি করেছে কেউ। কপালের চামড়া পুড়ে গেছে। বুলেটের ফুটো থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়েনি। মৃত্যুভয়ে বিকৃত হয়ে আছে লোকটার সরু,লম্বাটে চেহারা। স্যুট পরা অবস্থায় মারা গেছে সে। বোধহয় সাপার খেতে নামছিল।

পা থেকে লোকটার মোজা জোড়া খুলে ওগুলো দিয়েই দুই গোড়ালি শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। পা দুটোর অবস্থা দেখে বমি পেল বার্টের। স্টোভের আগুনে ঝলসানো হয়েছে ওগুলো, রক্তমাংস পুড়ে কুঁচকে গিয়ে ঝুলছে হাড় থেকে।

'অত্যাচার করে মেরেছে!' ম্যাচের কাঠি নিভে যাওয়ার পর নিজের মনে বলল শ্যাডো। আরেকটা কাঠি জ্বালতে যাবে, সিঁড়িতে পদশব্দ

শুনতে পেল সে। দোতলায় না থেমে ব্যাংকারের ঘর লক্ষ করে উঠে আসছে কেউ।

বারো

'মি. জ্যাকব!' সিঁড়ি থেকে মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, সাপার খেতে ডাকছে ব্যাংকারকে।

দম আটকে এক মুহূর্ত চিন্তা করল বার্ট। ফিরে গিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিল নিঃশব্দে। ওর অ্যালিবাই আছে, মাত্র দু'মিনিট আগেই ক্লার্কের সাথে কথা বলেছে। তবে ব্যাংকারের কাছে এসেছিল এটা সে ড্যাঙলারকে জানাতে চায় না।

বিছানার পেছনে ঘরের একমাত্র জানালাটা। এগিয়ে গিয়ে ওপথে মাথা বের করল সে পাশের বাড়ির ছাদটা ঢালু, প্রায় সাত ফুট দূরে। জানালা আর ওই ছাদের উচ্চতা প্রায় সমান।

দেরি না করে ছাদ লক্ষ্য করে লাফ দিল বার্ট। আটকে থাকতে পারল না, খাড়া ঢাল বেয়ে হড়হড় করে নেমে আসছে। তিন তলার উপর থেকে সরু গলিতে পড়লে একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না।

ছাদের প্রান্ত ধরে এক মুহূর্ত ঝুলল সে, জোরাল লাথি দিল সামনের দেয়ালে। শরীরের নিচের অংশ উপরে উঠে আসায় একটা পা ঢোকাতে পারল জ্যাকবের জানালায়।

কিছুক্ষণ দু'বাড়ির দেয়ালের মাঝখানে ওই অবস্থাতেই বিশ্রাম নিল। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার পর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। শ্রমসাধ্য কাজ। দেয়ালে পা ঠেসে ধরে হাত দুটো কিছুদূর নামাচ্ছে,

তারপর হাতের পেশী দৃঢ় করে এক পা এক পা নামছে।

দেড়তলা নামতে তিন মিনিট সময় নিল শ্যাভো। নিচের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল পনেরো ফুট নিচে গলি। আর দেরি করার সাহস পেল না সে। এই অবস্থায় ওকে কেউ দেখে ফেললে কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না।

হাত আগের মতই সামনের দেয়ালে ঠেসে ধরে পা দেড় ফুট নামাল বার্ট। এখন মাথা উঁচু পা ঈষৎ নিচু অবস্থায় গলির ওপর আড়াআড়ি ভাবে ঝুলছে সে। পেছনের দেয়ালে ছোট্ট একটা লাথি দিয়ে পা দুটোর ওপর থেকে শরীরের ভর সরিয়ে নিল। লাফ দিয়ে গলিতে নামল সে, হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল।

ব্যাংকারের ঘর থেকে মহিলার আর্তচিৎকার ভেসে এল। এতক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই। দ্রুত পায়ে গলি থেকে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল বার্ট। একবার তাকিয়ে দেখল, ওকে কেউ লক্ষ করেছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে হোটেলের সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। লবিতে কাউকে না দেখে চেয়ার টেনে ওখানেই বসল।

'মি. জ্যাকব খুন হয়েছে!' সিঁড়ির ওপরের দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে মহিলা, শুনতে পেল বার্ট। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, একেকবারে দু'তিনটে সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠল।

ধৈর্যের সাথে মহিলার কথা শুনল। নিচে নামার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই, শেরিফকে ডেকে আনি।'

ডাইনিঙ রুমের দরজা পেরিয়ে ক্লার্ককে দেখতে পেল সে। তাকে ঘটনা জানিয়ে হোটেল থেকে বেরোল।

সন্ধ্যার পর খুন হয়েছে জ্যাকব। সে নিজে যে পথে বেরিয়েছে, খুনীও কি একই পথ ব্যবহার করেছে? হত্যা করার আগে টরচার করা হয়েছে ব্যাংকারকে। কেন? চিন্তা করতে করতে বোর্ডওয়াক ধরে শেরিফের অফিসের দিকে এগোল বার্ট।

অফিসে ঢুকে ড্যাঙলারের সঙ্গে অপরিচিত এক লোককে দেখল

সে। 'ব্যাংকারকে কেউ খুন করেছে,' ঠাণ্ডাস্বরে বলল বার্ট, যেন এটা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'আমি হোটেলে ফেরার পর শুনতে পেয়ে খবর দেয়া দায়িত্ব মনে করে এলাম।'

নির্বিকার গম্ভীর মুখে বার্টের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞেস করল ড্যাঙলার। ব্যাংকারের রূমে নিজের উপস্থিতি ছাড়া সবই বলল বার্ট। ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল শেরিফ, মুখের পিপারমিন্টটা ভেঙে গিলে ফেলল।

জ্যাকব কোর্টল্যাণ্ডের ঘরে হোটেল ক্লার্ককে পেল ওরা। ভয়ে সাদা হয়ে গেছে লোকটা, কাঁপছে থরথর করে। তবে মাথা ঠিকই কাজ করছে, ঘরের কোনকিছুই ছোঁয়নি সে। করোনারকে খবর দেয়ার জন্য তাকে পাঠানো হলো।

সুস্থির ভাবে ঘরের সবকিছু দেখল বার্ট, প্রথমবার কেটে পড়তে ব্যস্ত থাকায় পারেনি। সাধারণ একটা ঘর, আসবাবপত্র মালিকের সুরুচির পরিচয় বহন করে না। বিছানা পাতা হয়েছে একটা কটের ওপর। একটা ওয়ারড্রোব এবং ল্যাম্প ঘরের শূন্যতা ঢাকার চেষ্টা করছে। এক কোণায় তিন পায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ডীল টেবির। ওটার পাশে মেঝেতে একটা ছোট স্টোভ।

'হত্যা করার আগে টরচার করেছে,' নীরবতা ভেঙে বার্টের উদ্দেশে বলল শেরিফ। এগিয়ে গিয়ে স্টোভের গায়ে হাত দিয়ে চমকে গিয়ে হাত সরাল। স্টোভের পাশে পড়ে থাকা লোহার রডটা তুলল। কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল। ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল শেরিফের চেহারা, ছুঁড়ে ফেলল রডটা। 'ওটা গরম করেই জ্যাকবের পা ঝলসেছে, যেই হোক!' নাক কুঁচকে বলল সে।

মৃতদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শেরিফ, পরীক্ষা শেষে বার্টের দিকে ফিরল, 'মুখে কাপড় গুঁজে ব্যাংকারের চিৎকার থামিয়েছে খুনী। অত্যাচার করেছে কিছু একটা জানার জন্য। সেটা কি হতে পারে!'

'লোকটা ব্যাংকার ছিল।'

চেহারা দেখে মনে হলো বার্ট কি বলেছে ধরতে পারেনি শেরিফ। কয়েক মুহূর্ত পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'বলতে চাই২ টাকার জন্য করেছে কাজটা?'

'লোকটার কাছে ব্যাংকের চাবির গোছা আছে কিনা দেখো,' মৃদু কণ্ঠে বলল বার্ট।

জ্যাকবকে সার্চ করল ড্যাঙলার। লোকটার পকেট হাতড়ে কয়েকটা পেন্সিল, চিঠি এবং ডলার ভর্তি মানিব্যাগ পাওয়া গেল। 'টাকা সরায়নি কেউ,' বার্টের দিকে তাকাল শেরিফ।

'দরকারও নেই,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল বার্ট। 'ব্যাংকের চাবি নিয়ে গেছে। পুরো ব্যাংক লুট করতে পারবে, খামোকা মানিব্যাগ থেকে ড্রিঙ্কের পয়সা চুরি করবে কেন!'

মাথা নাড়ল ড্যাঙলার, 'চাবি দিয়ে কি হবে! ভল্টের নাম্বার? ওটা পাবে কোথায়?'

'তোমার কি মনে হয়, বিয়ে করতে রাজি ছিল না, তাই খুন করার আগে জ্যাকবের ঠ্যাঙ পুড়িয়েছে মেয়ের বাপ?' বার্টের শীতল কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ড্যাঙলার। কথাটার তাৎপর্য বোঝার পর চোখ দুটো সরু হয়ে গেল, তাড়াহুড়ো করে দরজার দিকে ফিরল সে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে বার্টকে বলল, 'জলদি করো!'

ব্যাংকের দরজার নবে মোচড় দিল শেরিফ। বন্ধ। 'পেছন দিকের দরজা দিয়ে ঢুকতে পারে। ওদিকে যাওয়া দরকার,' বলল শ্যাডো।

ব্যাংকের পেছনের দরজা ভিড়ানো পেল ওরা। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে প্রথমে ভেতরে ঢুকল ড্যাঙলার। জেরি এবং তিন চারজন কৌতূহলী লোক ওদের পেছন পেছন এল। আলোটা নিভে যাবার আগেই *ক্যাশ কাউন্টার পার্টিশনের সাথে ঝুলন্ত লণ্ঠন খুলে আনল জেরি।*

ব্যাংকটা পুরো একতলা বাড়ি জুড়ে। বিশাল একটা ঘর। দু'ভাগে

ভাগ করা হয়েছে ঘরটা। সামনের দিকে গ্রাহকদের বসার ব্যবস্থা। তারপর একটা কাঁচের দেয়ালের এপাশে ব্যাংকের অফিস। ভল্টটা ঘরের পুব কোণে, বারো বাই বারো ফুট একটা স্টীলের বাক্সের মত দেখতে।

লণ্ঠন জ্বেলে মাথার ওপর তুলে ধরে ভল্ট লক্ষ করে এগুলো শেরিফ। আলো পড়ায় দেখা গেল ভল্টের দরজা খোলা।

'ঠিকই ধরেছিলে তুমি!' তিক্ত কণ্ঠে বলল ড্যাঙলার. বার্টকে দেখল এক পলক। পেছনের দরজা দিয়ে আরও লোকজন ঢুকছে। ব্যাংকার খুন হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত।

ভল্টের মেঝেতে কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে। স্ট্রং বক্সগুলো এলোমেলো, তবে খোয়া যায়নি বলেই মনে হয়। ক্যাশ বক্সটা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ভল্টের ভেতরে ঢুকল শেরিফ, বার্ট এবং জেরি। বাকিরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। 'নগদ টাকা জ্যাকব ক্যাশ বাক্সে রাখত,' বলল ড্যাঙলার। 'খুঁজতে শুরু করো, গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যেতেও পারে!' বার্ট এবং জেরিকে নির্দেশ দিল সে।

একটা একটা করে মেঝেয় ছড়ানো কাগজগুলো তুলছে ওরা, পড়ে দেখছে। কিছুক্ষণ পর শুয়োরের মত ঘোঁত করে উঠল জেরি। আঙুল তুলে মেঝেতে স্তূপ হয়ে থাকা কাগজের তলায় আধ চাপা একটা জিনিস দেখাল।

'কি?' জিজ্ঞেস করল ড্যাঙলার।

'জ্যাকবের চাবি বোধহয়।' গোছাটা তুলে শেরিফের হাতে দিল জেরি।

এক নজর দেখেই দৃঢ় আবদ্ধ হয়ে গেল ড্যাঙলার চোয়াল। বাইরে অপেক্ষমাণ লোকগুলোর সামনে গিয়ে বলল, 'এটা বোধ হয় তোমরা চিনতে পারবে!' মুঠো খুলে চাবির গোছা সবাইকে দেখার সুযোগ দিল সে।

একটা সোনার চেইনে লকেটের মত ঝুলছে এল্‌কের বিশাল দাঁত।

চার পাঁচটা চাবিও আছে চেইনে। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে মসৃণ হয়েছে দাঁতটা, বিদঘুটে মুক্তোর মত দেখাচ্ছে। দাঁতের ওপর গভীর করে জোড়া হরতন খোদাই করা।

কয়েকজন চিনতে পারল—ওটা বুড়ো রেমন্ডের চাবির রিঙ!

'তোমরা শিওর?' প্রশ্ন করল ড্যাঙলার।

'হ্যাঁ,' ভিড়ের ভেতর থেকে বলে উঠল বয়স্ক একজন। 'ওয়াইয়োমিঙে বুড়ো রেমন্ড যখন হরিণটা শিকার করেছিল, আমিও ছিলাম সাথে। আমি ওটা চিনি।'

'এটাই আন্দাজ করেছিলাম,' স্বগতোক্তি করল শেরিফ।

ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল মধ্যবয়স্ক একজন র‍্যাঞ্চার। জানতে চাইল কাজটা সিড রেমন্ডের কিনা। 'ব্যাংকারকে খুন করে পার পাবে ভেবেছে! আউট-লটাকে ঝুলিয়ে ছাড়ব,' চেঁচাল আরেকজন।

'দাঁড়াও, ম্যাক্স!' তিক্ত চেহারায় ব্যাংক থেকে বেরোচ্ছিল র‍্যাঞ্চার, সিড রেমন্ডের খোঁজে যাবে, থামাল ড্যাঙলার।

'সেলুনের মাতালদের নিয়ে পাসি তৈরি করে যদি সিড রেমন্ডকে খুঁজতে যাও, আইন তোমার সাথে থাকবে না,' বলল সে। 'জাজ থমসনের সামনে ট্রায়ালে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে আউট-ল। আমার ডেপুটিদের নিয়ে ওকে খুঁজে বের করব আমি। ব্যাপারটা লিঞ্চিঙ মবের হাতে কিছুতেই ছাড়ব না।'

দেখে মনে হলো খুশিই হয়েছে র‍্যাঞ্চার। মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেল সে।

সতর্ক চোখে সবার আচরণ লক্ষ করল শ্যাডো। ওর বিশ্বাস সিড রেমন্ডকে ঘিরে রাখা জাল ছোট করে আনছে শেরিফ। কে ব্যাংকারকে খুন করেছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা নিশ্চিত সিড এশহরে আসেনি। জ্যাকবের সাথে শেরিফের স্বার্থ থাকায় কাজটা ড্যাঙলারের বলেও মনে হয় না। তাছাড়া খুনের সময় অফিসে ছিল শেরিফ।

এতদিনে সিড রেমন্ডকে বাগে পেয়েছে ড্যাঙলার, সুযোগটা কাজে

লাগিয়েছে সাথে সাথে। চাবির গোছাটা শেরিফের লোকরাই হয়তো ভল্টে ফেলে রেখেছে!

'এখানের কাজ শেষ। বাইরে চলো,' বার্ট এবং জেরিকে বলল ড্যাঙলার। বার্টের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, চোখজোড়া স্পর্শ করল না সে হাসি। ক্ষমতা, সাফল্য আর লোভ ফুটে উঠেছে ড্যাঙলারের চোখে। বুঝতে পারল বার্ট—উন্মাদের দৃষ্টি সে-চোখে।

শেরিফ লণ্ঠন নিভিয়ে পেছনের দরজা বন্ধ করার পর একসাথে অফিসের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল সবাই। মনে মনে পরিকল্পনা আঁটছে বার্ট। শহর ছাড়তে হবে ওর। সিড রেমন্ডকে সতর্ক করা দরকার। শেরিফ যদি বার্টের আগেই র‍্যাঞ্চারকে খুঁজে পায়, খুন হয়ে যাবে র‍্যাঞ্চার।

শেরিফ সম্বন্ধে আর কিছু জানার নেই বার্টের। ব্যাংকারের কাছ থেকে জানবে সেটাও আর সম্ভব নয়।

জীবিত অবস্থায় শহর থেকে বেরোতে চাইলে শেরিফের অজান্তে বেরোতে হবে ওকে। এখন আর বার্টকে প্রয়োজন নেই ড্যাঙলারের, ব্যাংকার খুন হওয়ায় নিশ্চিত ভাবেই জনসমর্থন পাবে সে।

'যাই, বুলেট কিনতে হবে আমার,' শেরিফ বাধা দেয়ার আগেই দোকান লক্ষ করে হাঁটা দিল সে। শেরিফ নিজের অফিসের দিকে এগোলেও জেরিওর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। দোকানে ঢুকে কড়া চোখে ড্যাঙলারের চেলার দিকে তাকাল বার্ট।

'আমারও একবাক্স .৪৪ দরকার,' কৈফিয়ত দিল জেরি।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে বার্ট, এখন শহর ছাড়ার চেষ্টা করলে শেরিফকে সতর্ক করে দেবে মোটা গাধাটা। ব্লু বাঁধা রয়েছে অফিসের সামনে হিচর‍্যাকে। ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না সে, ঝাঁঝরা হয়ে যাবে বুলেটের আঘাতে।

শেল কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে এল বার্ট। পাশে হাঁটছে জেরি। এখান থেকে অফিসের ভেতরে শেরিফকে দেখা যাচ্ছে। গানর‍্যাক থেকে

কারবাইন বিলি করছে সে। হিচর্যাকে ব্লু দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তা পার হওয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। রাস্তায় লোক চলাচল আছে, গুলি করবে না শেরিফ। ব্লুর পাশ দিয়ে বোর্ডওয়াকে ওঠার আগ মুহূর্তে থেমে দাঁড়াল বার্ট, ঝাঁকি দিয়ে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। মোটা জেরির ভুঁড়িতে পিস্তলের খোঁচা লাগাল সে। 'চেঁচালে খুন হয়ে যাবে। মাথার ওপরে হাত ওঠাতে যেয়ো না।'

বিস্মিত জেরি বরফের মত জমে গেল। হাত বাড়িয়ে তার সিক্সগান তুলে নিল বার্ট, ছুঁড়ে দিল হিচর্যাকে বাঁধা একটা ঘোড়ার খুরের কাছে।

সামনের বোর্ড ওয়াকে আওয়াজ তুলে হেঁটে গেল এক লোক। বার্টের পিঠ শেরিফের অফিসের দিকে থাকায় পিস্তল দেখতে পায়নি। এমনিতে ওদের দেখলে মনে হবে হিচর্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে দুই বন্ধু।

'চলে যাচ্ছি আমি। ড্যাঙলারকে বোলো আমি আবার আসব,' লোকটি দূরে চলে যাওয়ার পর মুখ খুলল বার্ট।

পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জেরির সামনের সারির দাঁতগুলো দেখা গেল। 'তোমাকে আসতে হবে না, শেরিফই তোমাকে খুঁজে বের করবে,' নিচু ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল সে।

'ভুল বললে, *আসলে* আমিই আসব,' শীতল স্বরে জবাব দিল বার্ট। 'শেরিফের সাথে বোঝাপড়া বাকি আছে আমার।' পকেট থেকে কোর্টহাউসের চাবি বের করে জেরির উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরল সে। 'বিলের ভল্টে দু'জনকে পাবে, মুক্ত কোরো। ও, হ্যাঁ, তাদের একজন হচ্ছে তোমাদের হার্পার।'

দু'পা সরে হিচর্যাকে বাঁধা দড়ি খুলল সে, ব্লুর গলার সাথে প্যাঁচাল সেটা। জেরির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরাল না।

পেছনে অফিসের দরজা খোলার শব্দ হলো। 'পিস্তল হাতে ওটা কে ওখানে!' কণ্ঠস্বর শুনে ঘাড় ফেরাল বার্ট। পিস্তল খাপমুক্ত করে ফেলেছিল লোকটা, তার কানের পাশ দিয়ে দরজার চৌকাঠে লাগল

বার্টের গুলি। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল গানম্যান। পুরোটা ঘটনা ঘটতে বড়জোর দু'সেকেণ্ড লাগল।

লাফ দিয়ে ব্লুর পিঠে চড়ে ওটাকে রাস টেনে ঘোরাল সে। মাটিতে পড়ে থাকা পিস্তল লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে জেরি। সময় নষ্ট না করে স্যাডল থেকে ঝুঁকে পড়ল শ্যাডো, উবু হয়ে বসে থাকা লোকটার মাথায় সজোরে নামিয়ে আনল পিস্তল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মদের পিপে—অজ্ঞান।

বার্টের তাগিদ বুঝতে পেরেছে ব্লু। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। স্যাডলের সাথে নুয়ে থাকল সে, তাড়া দিচ্ছে ব্লুকে।

দশ সেকেণ্ডের মাথায় বাজ পড়ার শব্দে শুকনো কাঠের ব্রিজ পেরোল ব্লু।

তেরো

সিড রেমন্ডের দেয়া পথ নির্দেশনা এবং ম্যাপ দেখে যতটা বুঝেছে সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এগোচ্ছে বার্ট। ট্রেইল অনুসরণ করে সামনের টিলার মাথায় উঠল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে শহরটা দেখল। অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য শহরের রাস্তায়; বাতি হাতে ছুটোছুটি করছে অনেক লোক। শেরিফ অন্তত বাতিসহ রাস্তায় বেরোবে না। আপন মনে হাসল শ্যাডো, ট্রেইল ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম দিক লক্ষ করে এগিয়ে গেল।

ম্যাপ অনুযায়ী সিডের বলা নচটার ঢালেই লেক। একটা বড় ঝরনা লেকের পুব-দক্ষিণ দিক থেকে সমতল ভূমিতে নেমেছে। ওটা দিয়েই লেকের বাড়তি পানি বেরোয়। ঝরনা খুঁজে পেলেই ওটা অনুসরণ করে

লেক এবং নচে পৌঁছে যেতে পারবে বার্ট।

ফুটহিলের ওপর আধঘণ্টা পর একটা ঝরনা দেখতে পেল সে। অনুসরণ করে দু'মাইল এগোনোর পর দেখা গেল স্রোত দক্ষিণে এগিয়েছে। বিরক্তিতে চেহারা কুঁচকে গেল বার্টের, এমনিতেই সময় কম! উত্তর-পশ্চিমে রওনা হলো আবার।

হাল ছেড়ে দিয়েছে সে, দ্বিতীয় ক্রিকটা ব্লু খুঁজে পেল। ঝরনা ধরে পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করল বার্ট। জায়গায় জায়গায় ক্যানিয়ন তৈরি করেছে ক্রিক, রুক্ষ পাহাড়ী এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। জায়গাগুলো এড়িয়ে এগোল বার্ট, ঝরনার গতিপথ থেকে বেশিদূরে গেল না। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ওকে নিয়ে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে ব্লু।

নক্ষত্রের আবছা আলোয় তিন ঘণ্টা পথ চলল সে। হয়তো নচে গিয়েও কোনও লাভ হবে না। এ অঞ্চল শেরিফ ভালমতই চেনে। নচের কোথাও নিশ্চিন্তে ক্যাম্প করেছে সিড, সুসানা, অ্যালান এবং ম্যাট। ওরা জানে না, যে কোনও সময় ওদের মাথার ওপর দোজখ ভেঙে পড়বে।

এক সময় সামনের জমি সমতল হয়ে এল। ভেজা বাতাস গায়ে লাগায় বার্ট বুঝল ভুল পথে আসেনি; লেকটা সামনেই কোথাও।

ঝরনার দু'পাড়ে ঘন গাছপালা ছিল, এখন জায়গায় জায়গায় হালকা হয়ে গেছে বড় গাছ এবং ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। কিছুক্ষণ পর নেভাডো পাইন আর অ্যাসপেন দেখতে পেল বার্ট, লেকের তীরে জন্মেছে। প্রাকৃতিক বেসিনে তৈরি হওয়া লেকের আয়তন বিস্মিত করল ওকে। বিশাল লেক, আরেক দিকের পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

তারা দেখে দিক ঠিক করল সে, ট্রেইল ধরে পশ্চিমে উঠতে লাগল। আধঘণ্টা পর সংকীর্ণ হয়ে গেল সামনের বিস্তার, উঁচু উঁচু চূড়া চেপে আসছে ট্রেইলটাকে।

হতাশ হয়ে ব্লুকে থামাল সে। এখনও ক্যাম্প বা কোনও আলো,

কিছুই চোখে পড়েনি ওর। অন্ধকারে কান পাতল, কোনও অস্বাভাবিক আওয়াজ নেই। পিস্তল বের করল সে। গুলির শব্দ শুনে হয়তো জবাব দিতে পারে ওরা। কাছাকাছি থাকলে অবশ্য পাসির লোকজনও চলে আসবে।

পর পর দু'বার ট্রিগার টানল বার্ট। দূরের ক্যানিয়ন থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে এল বুলেটের শব্দ, মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। অন্য কোন শব্দ নেই। হোলস্টারে পিস্তল ঢোকাল সে।

বিরতি দিয়ে দূর থেকে পর পর দু'বার রাইফেল ছুঁড়ে জবাব দিল কেউ।

স্যাডলে চাপল সে। রাতের ভেজা বাতাস একটা শব্দ বয়ে আনল। প্রথম কিছুক্ষণ বুঝতে পারেনি বার্ট, হঠাৎ ধরতে পারল আওয়াজটা কিসের। অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ ওটা। পাসি! রাইফেলের আওয়াজের উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে পাসি!

তাড়া দিল বার্ট, দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করল ব্লু। রাইফেল ছুঁড়ে যেদিক থেকে জবাব দেয়া হয়েছে সেদিকে যাচ্ছে নিজের ইচ্ছায়

ক্যাম্প ফায়ারের সামনে দাঁড়িয়ে পুবদিকে চেয়ে ছিল রেমন্ড। তার সামনে লাফ দিয়ে ব্লুর স্যাডল থেকে নামল বার্ট। একটা বোল্ডারের আড়ালে জ্বালানো হয়েছে আগুন, পাশে বসে আছে সুসান্না অ্যালান এবং ম্যাট।

'স্যাডল চড়াও!' র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিল বার্ট। 'আমার পিছু ধাওয়া করে পাসি আসছে!' ঘোড়াগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে সেদিকে যেতে যেতে বলল, 'অ্যালান, তুমিও এসো ধরতে পারলে তোমাকেও ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা।'

হতচকিত অবস্থা একসঙ্গে সামলে উঠল সিড রেমন্ড এবং ম্যাট দৌড়ে এল ঘোড়ায় স্যাডল চড়ানোর জন্য। 'হঠাৎ পাসি, ব্যাপার কি?' প্রশ্ন করল ম্যাট।

'ব্যাংকার খুন হয়েছে। ব্যাংকের ভল্টে সিডের বাবার চাবির রিঙ ফেলে রেখে সিডকে ফাঁসিয়েছে শেরিফ।'

নিঃশব্দে দ্রুত হাতে কাজ করছে সবাই।

'সুসানার কি হবে?' প্রশ্ন করল সিড রেমন্ড।

'ম্যাট থাকবে ওর সাথে। এখানে পাসি আসবেই, হয়তো ম্যাটের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে। তবে ম্যাটকে খুন করবে না ওরা। অ্যালান আর তোমাকে খুঁজছে ওরা, ম্যাটকে নয়,' জবাব দিল বার্ট।

দুটো ঘোড়ায় স্যাডল চড়ানোর পর পেছন থেকে সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ব্যাপারটা শুরু হলো! এখন থেকে পালিয়ে বেড়াবে অ্যালান আর আমার ভাই?'

'হ্যাঁ, উপায় নেই!' জবাব দিল বার্ট। 'অবশ্য নেভাজো পাইন থেকে তোমার ভাই ঝুলছে এটা যদি দেখতে চাও তো আলাদা কথা।'

'ত্যাড়া ত্যাড়া কথা বলবে না। আমি শুধু বলছিলাম ওদের পালিয়ে বেড়াতে হবে তাই খারাপ লাগছে আমার।'

'আমাদেরও খারাপ লাগছে. কিন্তু সরে না গিয়ে আর কোনও উপায় নেই,' নরম কণ্ঠে বলল বার্ট।

'সুসানা কি এখানে নিরাপদ থাকবে, বার্ট?' চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল র‍্যাঞ্চার।

'পাসিতে ভাল লোকও থাকবে দু'একজন। তাছাড়া ম্যাট থাকছে ওর পাহারায়। লোকজনের সামনে কোন মহিলার ক্ষতি করার উপায় নেই ড্যাঙলারের।'

'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই?' অনুমতি প্রার্থনার সুর ফুটল সুসানার কণ্ঠে।

'না!' একসঙ্গে বলল বার্ট এবং সিড রেমন্ড।

'রাইফেল সহ তাড়াতাড়ি আসো!' অ্যালানকে তাড়া দিল বার্ট, আড়চোখে সুসানাকে দেখল। ওকে সাথে নেয়া হচ্ছে না বলে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে মেয়েটা, চোখের জল দেখতে দিতে চায় না কাউকে।

অ্যালান রাইফেল জোগাড় করার পর নচের ভেতর দিয়ে পশ্চিমে ছুটল ওরা। ক্যাম্প থেকে দেখা যায় না এমন একটা জায়গায় বার্টের দেখাদেখি ঘোড়া থামাল সিড এবং অ্যালান।

'নচ থেকে আমরা এদিকে আসব এটাই ভাববে পাসির লোকেরা, তাই না?' সিড রেমন্ডকে প্রশ্ন করল বার্ট।

'হ্যাঁ।'

'পাহাড় থেকে বেরোনোর আর কোনও রাস্তা আছে?'

'নেই,' জবাব দিল সিড রেমন্ড, 'তবে টপকে হয়তো যাওয়া যাবে।'

স্যান্টা রিটার পুবদিকের ঢালে থাকলে পাসির হাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ। পশ্চিম ঢাল পানি শূন্য, যেতে হবে নচের ওপর দিয়ে। মনে মনে সুবিধা অসুবিধা বিচার করল বার্ট। বুঝতে পারছে যে কোনও মূল্যে নচের কাছাকাছি থাকা দরকার। একটা পরিকল্পনা রূপ নিচ্ছে ওর মাথায়।

ঘোড়া থেকে নেমে অ্যালানের পনিটার সামনে দাঁড়াল বার্ট, স্যাডল ব্যাগ থেকে কারবাইন বের করে নিল। 'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো। আমি ক্যাম্পের অবস্থা একবার দেখে আসছি,' বলল সে।

'আমিও যাচ্ছি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

'না, আমি একাই যাব,' প্রস্তাব নাকচ করল বার্ট। 'তিনজন গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তোমাকে আর অ্যালানকে ফাঁসি দিতে এসেছে লোকগুলো, ভুলো না। যদি পাসির এগিয়ে আসার শব্দ পাও চুপ করে থেকে ওদের পার হতে দিয়ো। ঘোড়াগুলোকে ঢালের ওপরে জড় করা দরকার। তোমরাও ওপরে উঠে আশ্রয় নেবে। একটা পাথর গড়িয়ে নামলেও উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে, সাবধান।'

অ্যালানের নিরাপত্তার কথা ভেবে আর আপত্তি জানাল না র‍্যাঞ্চার। অন্ধকারে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল বার্ট শ্যাডে

নচের ভেতর দিয়ে উৎরাই পেরিয়ে ঢালের নিচের অংশে ক্যাম্পের কাছে হাজির হলো সে। আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে আগুনটা,

নতুন কাঠ যোগান দিয়েছে কেউ।

ছড়ানো ছিটানো পাথরের আড়াল নিয়ে ক্যাম্পফায়ারের আরও কাছে সরে এল বার্ট। পুবদিকে মুখ করে ম্যাটকে উঠে দাঁড়াতে দেখল সে। প্রায় সাথে সাথেই ওদিক থেকে উদয় হলো প্রথম অশ্বারোহী—ড্যাঙলার। শেরিফের পিছু পিছু পাসির অন্য সদস্যরা আগুনের চারপাশে এসে দাঁড়াল।

ঝুঁকি নিয়ে আরও কাছের একটা বোল্ডারের আড়াল নিল বার্ট, কথা শুনতে চায়।

এখন সবকিছু ম্যাটের হাতে। উল্টোপাল্টা আচরণ করলে খুন হয়ে যেতে পারে ফোরম্যান। যাদের খুঁজতে এসেছে পায়নি; সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে বিরক্ত হয়ে আছে পাসির লোকজন, গায়ের ঝাল মেটাতে দ্বিধা করবে না তারা।

শেরিফের দেখাদেখি মাটিতে নামল চারপাঁচজন লোক—অচেনা।

'এখানে ছিল সিড রেমন্ড?' ফোরম্যানের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল শেরিফ।

'চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ছিল,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ম্যাট, 'এখন আর নেই।'

'বার্ট শ্যাডো এসে আউট-লটাকে সতর্ক করেছে, তাই না? কোন দিকে গেছে তারা?'

'আমার কাছ থেকে কোন্ জবাব পেলে খুশি হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল ম্যাট। দু'পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে শেরিফের কাছ থেকে সুসানাকে আড়াল করে আছে সে।

'সিড রেমন্ডের হয়ে কথা বলছ, জানো কি করেছে সে?' গর্জে উঠল ম্যাক্স। এই র‍্যাঞ্চারকেই পাসি নিয়ে না বেরোনোর জন্য সতর্ক করেছিল শেরিফ, মনে পড়ল বার্টের।

'এটুকু জানি তোমাদের সাথে কোনও অন্যায় করেনি সিড,' শান্ত ভঙ্গিতে বলল ম্যাট।

মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার, 'খুন করার আগে ব্যাংকারের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে সে।'

'এখানে অনেকে আছে যারা ওই কাজ করে থাকতে পারে, কিন্তু সিড? অসম্ভব!'

শেরিফের স্যাঙাত গানম্যান টিমোথির চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। সরু চোখে ম্যাটকে দেখল, বলল, 'কিছু একটা বোঝাতে চাইছ বোধহয় তুমি?' ভিড় থেকে বেরিয়ে একপা এগোল সে।

গানফাইটের দিকে গড়াচ্ছে ব্যাপারটা, অনুভব করল বার্ট। বোল্ডারের ওপর রাইফেল তুলে ধরল, প্রয়োজনে গুলি করবে। ওর পায়ের তলায় নড়ে উঠল একটা আলগা পাথর। ঢালু জায়গায় ছোট নুড়ি গড়ানোর মৃদু শব্দে ঝট করে মুখ তুলে তাকাল টিমোথি।

'কিসের শব্দ হলো?'

'ওটা সিড রেমন্ডের ইঙ্গিত। যাও, ওকে ধরে আনো গিয়ে।' মৃদু কণ্ঠে বলল ম্যাট।

'ছি:, টিম, রাগতে নেই,' পিতৃসুলভ আদরের সুরে রাগে লাল হয়ে যাওয়া গানম্যানকে বলল ড্যাঙলার। পকেট থেকে পিপারমিন্ট বের করে মুখে ফেলল। স্টেটসন হ্যাট পেছনে হেলিয়ে সুসানার দিকে তাকাল সে। 'সিড রেমন্ড খুন করেনি বলে মনে করছ তুমিও?'

'সারাদিন ওর সাথেই ছিলাম, উল্টোটা মনে করতে যাওয়ার কোনও কারণ নেই,' গম্ভীর ঠাণ্ডা স্বরে বলল সুসানা।

ঘাড় ফিরিয়ে চিন্তিত চেহারায় পাসির সবাইকে দেখল ড্যাঙলার। 'চলো রওনা হই। রাতে জ্যাকবকে খুন করে এসেই পালাতে হয়েছে ওকে। ওর ঘোড়াটাও আমাদেরগুলোর মতই ক্লান্ত। অবশ্য...' ফোরম্যানের দিকে ফিরল সে, 'তোমার ঘোড়া নিয়ে গেছে সে?'

'হ্যাঁ।'

'জ্যাকবের ব্যাংক থেকে লুঠ করা টাকায় কিনেছে?'

'ঠিক ধরেছ!' মুচকি হাসি ফুটল ফোরম্যানের চেহারায়। 'আমাকে

কিছু বাড়তি টাকাও দিয়ে গেছে পাসি এলে পিপারমিন্ট কিনে খাওয়াবার জন্য।'

অগ্নিদৃষ্টি হেনে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ। 'চলে যাওয়ার আগে এই ব্যাটাকে ফাঁসিতে ঝোলানো দরকার, কি বলো?' ম্যাটকে দেখিয়ে শেরিফের উদ্দেশে প্রশ্ন করল টিমোথি।

'ফালতু চিন্তা বাদ দাও, টিমোথি,' গম্ভীর গলায় ভিড়ের মধ্যে থেকে বলল মধ্যবয়স্ক একজন র‍্যাঞ্চার। 'ডাবল ডায়মন্ডের ফোরম্যানের খোঁজে এখানে আসিনি আমরা। আমাদের আলসেমির কারণে প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে চলে যাচ্ছে সিড রেমণ্ড।'

পাসির আরও কয়েকজন সদস্য রওনা হবার জন্য শেরিফকে তাগাদা দিল।

'আঁধারে কোথায় খুঁজবে!' খেঁকিয়ে উঠল ড্যাঙলার। 'কোনদিকে গেছে বোঝার উপায় আছে কোনও? এই মুহূর্তে ওই আউট-লর দল আমার কথা লুকিয়ে শুনছে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই!'

কয়েক মুহূর্ত পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লোকগুলো, শেরিফের দু'মুখো কথায় অবাক হয়েছে তারা। অবশেষে মুখ খুলল একজন, 'আমার মনে হয় নচের ভেতর দিকে এগিয়েছে ওরা।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দেখে নিল শেরিফ শুনতে আগ্রহী কিনা, তারপর বলল, 'নচের এদিকের ঢালে থাকলে ধরা পড়বেই সিড এবং তার সঙ্গী; ঝুঁকি নেবে না ওরা। টাকা আছে ওদের কাছে, নচ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'সূর্যোদয় হতে আর মাত্র দুঘণ্টা বাকি,' বলল আরেকজন। 'চলো, নচ ধরে এগিয়ে যাই। সকালে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার পর সবাই ছড়িয়ে গিয়ে ওদের ট্র্যাক খুঁজলেই চলবে।'

পরামর্শটা পছন্দ হলো ড্যাঙলারের, চেহারায় ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বসল আবার। ঘোড়ায় উঠে শীতল চোখে ম্যাটকে দেখল একবার। পাসির লোকদের এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে নিজের ঘোড়ার পেটে

স্পার দাবাল। বার্টরা যেদিকে গেছে, সেদিকের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পাসির লোকগুলো।

লক্ষ করল বার্ট, সুসানার সাথে পাসির মাত্র একজন লোক ভাল ব্যবহার করেছে। লোকটার নাম ডেভ। এই লোকই লিগাল টেন্ডারে পোকার খেলার জন্য ওকে চেয়ার ছেড়ে দিয়েছিল। যাবার আগে সুসানার উদ্দেশে হ্যাট খুলে নড করে গেছে সে।

সুসানা বসে আছে আগুনের কাছে। আরও কিছু কাঠ জড় করে রাখল ম্যাট, তারপর ঘোড়াগুলোকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করল। পুরো একমিনিট ধরে সুসানাকে লক্ষ করল শ্যাডো।

একা বসে আছে সুসানা, ক্যাম্পফায়ারের উজ্জ্বল রশ্মি পড়ে ওর কালো চুলগুলো চিকচিক করছে। ওর দিকে পাশ ফিরে বসে আছে মেয়েটা। অন্যমনস্ক, চেহারায় বিষাদ।

সুসানা কি ভাবছে বুঝতে পারছে বার্ট। নিজের বাড়ি থেকেও নেই, পথে বেরিয়ে আসতে হয়েছে মেয়েটাকে আজ। একমাত্র ভাইকে আবার আউট-লর জীবনে ফিরে যেতে হয়েছে, ধরা পড়লে ফাঁসি হবে।

এতদিন ভাইয়ের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও র‍্যাঞ্চ রক্ষার চেষ্টা করেছে সুসানা, আজ সে পরাজিত, ব্যর্থ। আজ ওর লড়াই শেষ হয়েছে। সুসানার আজ র‍্যাঞ্চ, অর্থ, মাথা গোঁজার ঠাঁই, কিছুই নেই একমাত্র ভাইকেও হারিয়েছে সে, জান বাঁচানোর জন্য চলে যেতে হয়েছে সিড রেমণ্ডকে।

সুসানাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য অজান্তেই বোল্ডারের আড়াল থেকে দুপা এগিয়েছিল বার্ট, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে পিছিয়ে এল। বিড়বিড় করে বলল, 'হতাশ হয়ো না, সুসানা।'

বোধহয় ওর বলা কথাগুলোর দু'য়েকটা শব্দ শুনতে পেয়েছে সুসানা। ফোরম্যানকে ডাকল সে। ম্যাট এলে বলল, 'অন্ধকারে কারও গলার আওয়াজ পেলাম বলে মনে হলো।'

'বোধহয় ড্যাঙলারের লোক। সিডের জন্য অপেক্ষা করছে। করুক!' বিরক্ত দৃষ্টিতে চারপাশের অন্ধকারে নজর বোলাল ফোরম্যান।

আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকল বার্ট, তারপর এক সময় উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। শীতল একটা আক্রোশ পাক খাচ্ছে ওর মনের মধ্যে।

চোদ্দ

বাকি রাত ট্রেইল নষ্ট করার কাজে ব্যয় হলো ওদের। নচ ঘুরে পাসির ট্রেইলে পৌঁছুল ওরা, বারবার আগুপিছু করল। পাসির ট্র্যাকের ভিড়ে হারিয়ে গেল ওদের ঘোড়ার খুরচিহ্ন। দুবার পাথরের ওপর দিয়ে অনেকদূর এগোল লেকের দিকে।

লেকের যেখানটায় পাসির লোকজন ঘোড়াকে পানি খাইয়েছে, সেখানে থামল বার্ট। সিড এবং অ্যালানকে আসতে ইঙ্গিত করে তীরের কাছে হাঁটু পানিতে ব্লুকে নামাল। কিছুদূর এগিয়ে পানির দিকে আঙুলের মত এগিয়ে আসা গ্র্যানিট পাথরে উঠল সবাই।

পাথুরে পথে পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে রওনা হলো সাধ্যমত সবকিছুই করেছে ওরা, ওদের ট্রেইল খুঁজে পেতে খুব ভাল ট্র্যাকারকেও দুইদিন খাটতে হবে। বাড়ির কাছে এত সময় নষ্ট করতে চাইবে না র‍্যাঞ্চাররা, ফিরে যাবে।

ভোরে পাহাড়ের অনেক ওপরে উঠে এল ওরা। পাইনে ছাওয়া পাহাড় চূড়ার ওপর দিয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস ওদের কাঁপিয়ে দিল।

সূর্যোদয়ের আগ মুহূর্তে গাছের আড়ালে, একটা বক্স ক্যানিয়নের সামনে ক্যাম্প করল ওরা। এখানে বাতাস গায়ে এসে লাগছে না। নিচে কুয়াশার চাদরে ঢেকে ছিল পুরো অঞ্চল, এখন সূর্যালোক ধোঁয়াটে পর্দা সরাচ্ছে। সোনালী আলোয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে নিচের পাহাড়ী অঞ্চল, ফুটহিল,উপত্যকা।

ক্যাম্পের অবস্থান এবং বাতাসের গতি দেখে আগুন জ্বালানো যায়, বুঝল বার্ট। অ্যালানকে শুকনো কাঠ যোগাড়ে পাঠিয়ে সিডের সঙ্গে ঘোড়ার যত্ন নেয়ায় হাত লাগাল।

সিড রেমন্ডের স্যাডল ব্যাগ থেকে দুটো স্নিকার আর একটা কম্বল বেরোল। দুই পাউণ্ড জার্কিও সাথে এনেছে সে। একশো গজ দূরে পাহাড়ী ঝরনা থেকে ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে আনল শ্যাডো।

খাওয়া শেষে আধশোওয়া হয়ে বসল তিনজন, বার্ট এবং সিড রেমন্ড সিগারেট ধরাল, উষ্ণতা ফিরে আসছে শরীরে। ঘুম জড়ানো চোখে বার্টের দিকে তাকাল অ্যালান, 'কি করবে এখন?'

হাই তুলল বার্ট, 'ঘুমাব। দুঘণ্টা পর আমাকে ডেকে দেবে সিড, তার দু'ঘণ্টার পর তোমাকে ঘুম থেকে তুলব আমি।'

ছেলেটাকে কম্বল দেয়ার জন্য সিডকে ইঙ্গিত করল বার্ট। অ্যালান কিছুতেই রাজি হলো না। ওর পাশে শুয়ে পড়ল কম্বল ছাড়াই।

দুই মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকল বার্ট, তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল অ্যালানের দিকে। ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে ছেলেটা, শীত ঠেকাবার জন্য দু'হাত বুকের কাছে ভাঁজ করে রেখেছে। উঠে বসল বার্ট, পাশ থেকে কম্বলটা নিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল অ্যালানকে।

সরে এসে সিড রেমন্ডের পাশে উষ্ণ পাথরে পিঠ দিয়ে বসল সে। একটা সিগারেট রোল করে সিডের কাছ থেকে ম্যাচ নিয়ে ধরাল। 'তোমাকে সব কথা বলেছে অ্যালান?' ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সিড রেমন্ড। 'এসব কথা আগে জানলে হয়তো

ড্যাঙলারের উদ্দেশ্য বানচাল করা যেত।' বার্টের দিকে তাকাল সে, 'আচ্ছা, ব্যাংকারের ব্যাপারটা কি?'

আবার পুরোটা খুলে বলল বার্ট। উল্লেখ করল বুড়ো রেমন্ডের চাবি ব্যাংকের ভল্টে পাওয়ায় লোকজন নিশ্চিত হয়ে গেছে কাজটা সিড রেমন্ডের।

'বিকেলে র‍্যাঞ্চ ছেড়েছি আমরা। অনেককিছুই নেয়া সম্ভব না দেখে সাথে কিছুই নেয়নি। শেরিফের লোক হয়তো নজর রাখছিল, আমরা চলে আসার পর ঢুকেছে র‍্যাঞ্চহাউসে। চাবিটা খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছু নয়; তার চেয়েও সোজা ওটা সহ সন্ধের আগেই শহরে পৌঁছে যাওয়া। ব্যাংকার তো খুন হয়েছে সন্ধের পর, তাই না?'

'তুমি দুজনকেই ভালমত চিনতে, শেরিফ খুন করেছে ব্যাংকারকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল বার্ট।

জবাব দেয়ার আগে সময় নিয়ে ভাবল সিড রেমন্ড, পেছনের পাথরে পিঠ ঘষল, তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি না! ব্যাংকারকে খুন করবে কেন ড্যাঙলার? টাকার জন্য খুন করতে পারে। কিন্তু ওরা তো একে অপরের হয়ে কাজ করত! ব্যাংকের কাছে ডাবল ডায়মন্ডকে দায়বদ্ধ রাখার জন্য শেরিফের লোকজনই ব্লাসলিঙ করেছে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ডাবল ডায়মন্ড কব্জা করার পর আমাকে হত্যা করতে চাইছে কেন!'

'ব্যাংকার খুন হলে ডাবল ডায়মন্ডের দলিল নিলামে উঠবে, ব্যাংক লুঠের টাকা দিয়েই র‍্যাঞ্চটা কিনে নেবে ড্যাঙলার,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল বার্ট, 'তোমাকে খুন করতে চাইছে শেষ বাধাটা দূর করার জন্য। ব্যাংকার খুন হবার রাতে শেরিফকে ব্যাংকের দিক থেকে একটা বড় ঝোলা হাতে আসতে দেখেছিলাম।'

আগেরটা ফেলে ধীরেসুস্থে আরেকটা সিগারেট রোল করল বার্ট। র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল, 'এসবের সঙ্গে অ্যালানের বাবার হত্যাকাণ্ড মেলাতে পারছি না। ছেলেটাকে সরাতে চাইছে কেন ড্যাঙলার?' ভুরু

কোঁচাকাল সে, 'মাইনারের পৃষ্টপোষক কে ছিল জানা দরকার আমাদের।'

'ব্যাংকের ব্যবসা টাকা দেয়া-নেয়ার ব্যবসা...'

'আচ্ছা, ধরা যাক হাবার্ট ডেল সোনার নমুনা দেখিয়ে ব্যাংকারের কাছ থেকে ঋন চেয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী নিজের অংশ নিশ্চিত করে খনির অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল ব্যাংকারকে। তারপর কি হলো বুঝতে পারছ?'

'আমার বাবাকে অ্যাম্বুশ করে মারা হলো,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড রেমন্ড।

'হ্যাঁ। আর সেই অভিযোগে ফাঁসি হলো মাইনারের। লিঞ্চিঙ শুরু করেছিল শেরিফের লোকজন। ধরে নিচ্ছি খনির খোঁজ জানা তৃতীয় ব্যক্তিকে পথ থেকে সরাল ব্যাংকার এবং ড্যাঙলার,' শ্রাগ করল বার্ট। 'কিন্তু তার সঙ্গে তোমার বাবার খুন হওয়ার কি সম্পর্ক!'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চারের, 'ড্যাঙলার আমাদের র‍্যাঞ্চটা চাইছে। তাহলে ডাবল ডায়মন্ডের রেঞ্জেই সোনার খনিটা আছে; তাই না?'

'অসম্ভব। ডাবল ডায়মন্ডের জমিতে ওটা থাকলে এব্যাপারে তোমার বাবার সাথেই চুক্তিতে আসত মাইনার। এ ধরনের কোনও কথা শুনেছ?'

'না।'

'অন্য এত র‍্যাঞ্চ থাকতে শেরিফের চোখ তোমাদের র‍্যাঞ্চের দিকে কেন? অন্যান্য র‍্যাঞ্চ থেকে ডাবল ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চ কোনদিক থেকে আলাদা?'

অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবল সিড রেমন্ড। একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত চেহারায় মুখ খুলল, 'স্যান্টা রিটায় ডাবল ডায়মন্ডের চেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ আছে। তবে ডাবল ডায়মন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পানি। পেছনদিক পাহাড়ে ঘেরা বলে নিচের ওই লেকের পানিও শুধু ডাবল ডায়মন্ড ভোগ করবে।'

একটু চিন্তা করতেই ওর মাথায় খেলল ব্যাপারটা, নিজের গালে চড় বসাতে ইচ্ছে হলো বার্টের। নড়েচড়ে বসল সে, নিচু স্বরে বলল, 'সর্বক্ষণ ভেবেছি সোনার খনি পাহাড়ে, লেকের কথা ভাবিইনি। প্লেসার মাইন থেকে থাকতে পারে!'

''সম্ভব,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সিড রেমন্ড। 'লেকটা সমতল ভূমি থেকে অনেক উপরে। লেক থেকে পাইপের সাহায্যে শিফন করে প্লেসার মাইন পর্যন্ত পানি নেয়া যাবে।'

'হার্বার্ট ডেল লেক থেকে পানি নেয়ার সময় তোমার বাবার কাছে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারমানে পশ্চিমের রুক্ষ ঢালে প্রসপেক্টিঙ করছিল সে। পুবে মাইনিঙ করলে ওই এলাকার ঝরনা ফেলে এতদূর পশ্চিমে এসে লেক থেকে পানি নিত না মাইনার।

'আমি এতক্ষণে বুঝতে পারছি, প্লেসার মাইনিঙ (পলির সাথে মিশে থাকা সোনা পানিতে ধুয়ে সংগ্রহ করার পদ্ধতি) করতে হলে লেকের পানি ডাবল ডায়মন্ডের জমির ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন বুঝতে পারছ শেরিফের উদ্দেশ্য?'

পনেরো

'প্রায় অবিশ্বাস্য!' অ্যালানের ঘুম জড়ানো কণ্ঠ চমকে দিল ওদের। অনেকক্ষণ ধরেই ওদের আলাপ শুনছে ছেলেটা। 'লোকটাকে খুন করতে রওনা হচ্ছি কখন আমরা?'

অ্যালানের চোখে শীতল ক্রোধ ফুটে উঠতে দেখল বার্ট, 'ড্যাঙলার নিজের বোকামিতেই মারা পড়বে। দু'একদিন পর পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে

পাসি বিদায় নেবে। সরেজমিনে খনি এলাকা দেখতে আসবেই ড্যাঙলার; আমাদের জায়গাটা চেনা দরকার। কোনদিকে সোনা আছে জানার পর ড্যাঙলারের কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবব আমরা। আগেই বোকার মত উল্টোপাল্টা ঝুঁকি নিয়ো না, ঠিক আছে?' অ্যালানকে প্রভাবিত করতে পেরেছে, নিশ্চিত হয়ে স্বস্তি অনুভব করল বার্ট।

'খুব কাছেই কোথাও হবে খনি,' বলল সিড রেমন্ড, 'পানি নচের ওপর দিয়ে গড়াতে শুরু করলে ঢালের দিকেই যাবে। ওদিকে গভীর একটা শুকনো খাদ আছে, পলি পড়ে নালাটা কোথাও কোথাও বাঁক নিয়েছে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত চেহারায় নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল বার্ট। জীবনে প্রথম অন্যদের জন্য কিছু একটা করা দায়িত্ব বলে মনে হচ্ছে ওর। অ্যারিজোনার আইনের বিরুদ্ধে ওরা তিনজন। অ্যালানকে বিপদমুক্ত রাখতে বার্ট বদ্ধপরিকর। ছেলেটাকে সোনার খনির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেবে না সে।

নচের দিকে তাকাল বার্ট, সুসানা আছে ওখানে। মেয়েটাকে খুন করার সাহস পাবে না ড্যাঙলার; তাহলে অ্যারিজোনা থেকে পালাতে হবে তাকে। বোকা নয় লোকটা। কিন্তু কিডন্যাপ করতে পারে, ফাঁদ হিসেবে সুসানাকে ব্যবহার করতে পারে ওদের ধরার জন্য। ডাবল ডায়মন্ডের ফোরম্যান কি ওকে রক্ষা করতে পারবে ড্যাঙলারের হাত থেকে?

ভেতর থেকে কে যেন বলল ওকে, সুসানা তোমাকে খুনী ডাকাত মনে করে। ওর ধারণা সিড রেমন্ডকে তুমিই আবার আউট-লর জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য করেছ। তুমি শেরিফের লোক। 'তুমি সিডের বোন বলেই তোমার কথা ভাবছিলাম,' মনে মনে নিজের পক্ষে পাল্টা যুক্তি দিল বার্ট, যদিও জানে কথাটা ঠিক নয়।

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বাস্তবে ফিরে এল সে। সিড রেমন্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবাই ধারণা করবে আমরা পশ্চিম

ঢালের দিকে যাব, কিন্তু আসলে আমরা ফিরে গিয়ে নচে ক্যাম্প করব। ওপথ দিয়েই এই অঞ্চলে ঢুকতে হবে ড্যাঙলার বা তার লোকদের। ওদেরকে অনুসরণ করলেই খনির অবস্থান জানতে পারব আমরা।'

'রওনা হচ্ছি কখন?' উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অ্যালান। অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না তার।

'আজ সারাদিন পাসির সাথে ঘুরবে ড্যাঙলার। কপাল ভাল হলে আমাদের ট্র্যাক খুঁজে না পেয়ে রাতে বিরক্ত হয়ে চলে যাবে পাসির লোকগুলো। কালকে নিজের কাজ শুরু করবে সে। তখন থেকে আর বিশ্রাম নেবার সুযোগ পাবে না, অ্যালান। এখন ঘুমিয়ে নাও।'

'আমি নই,' বলল অ্যালান।

নড়েচড়ে বসল বার্ট, হাত বাড়িয়ে অ্যালানের চুল এলোমেলো করে দিল। 'আমাদের সবারই ঘুমানো উচিত, এটা শেষ ঘুমও তো হতে পারে! বিকেলে নচের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাব আমরা, রাতে পৌঁছে যাব ওখানে।'

দুপুরে ঘুম ভাঙল। সাথে কোনও খাবার নেই, উপবাস করতে হচ্ছে ওদের। পশ্চিমের ঢালে গিয়ে শেষ হয়েছে নচ। তারপর ফাটা ফাটা রুক্ষ জমি, পাথর এবং ক্যানিয়ন, পানি নেই কোথাও। ধীরে ধীরে নেমে গেছে ওদিকের জমি, সমতলে মিশেছে গিয়ে মরুভূমির সাথে।

রাতে নচের আধমাইল দূরে একটা ঘাসজমিতে ক্যাম্প করল বার্টরা। আগুন জ্বালল না। দুপুর থেকে ছুটে ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, ঘাসে মুখ ডোবাল ওরা।

অ্যালানকে ক্যাম্পে থাকার নির্দেশ দিয়ে রাইফেল হাতে নচের দিকে এগুলো বার্ট। ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত সজাগ হয়ে কান পেতে বসে থাকল অস্বাভাবিক কোনও শব্দ শোনার আশায়। সুসানা এবং ম্যাটের কাছ থেকে পাসির খবর জানতে, লেকের কাছাকাছি, ওদের ক্যাম্পে গেছে সিড রেমন্ড।

ভোর হতেই পাহারার দায়িত্ব নেয়ার জন্য ওকে খুঁজে বের করল

অ্যালান। আপত্তি না করে ওর হাতে রাইফেল তুলে দিল বার্ট।

ক্যাম্পে এসে দেখল সিড রেমন্ড ফিরেছে। স্লিকারে মুড়ে জার্কি এবং এক টিন কফি নিয়ে এসেছে সে। খাবারগুলো কাজে লাগানো গেল না, আগুন জ্বাললে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। ক্যান্টিনটায় পানি ভরে এনেছে সিড রেমন্ড, কয়েক ঢোক খেল বার্ট।

'ছোটবেলায় যেখানে বসে মাছ ধরতাম সেখানে খাবারগুলো রেখে গেছে ম্যাট,' বলল সিড রেমন্ড।

'পাসি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সিড। 'ব্যাপারটা সন্দেহজনক লাগছে। ম্যাট আমার জন্য কোনও খবর লিখে রাখেনি! ওদের ক্যাম্পে যাইনি, ড্যাঙলারের লোক নজর রাখবে ওদের ওপর।'

'পাসির ট্র্যাক পরীক্ষা করেছ?'

'হ্যাঁ। নচের ওপর দিয়ে শহরের দিকে চলে গেছে।'

অ্যালানকে পানির ক্যান্টিন দিতে আবার নচে গেল বার্ট। কোনকিছু ঘটলে ওদের খবর দিতে বলল। দায়িত্ব পেয়ে খুশি হয়েছে ছেলেটা, বলল কেউ আসছে দেখলেই জানাবে। ফিরে এসে দেখল ঘুমাচ্ছে সিড রেমন্ড। পাশেই শুয়ে পড়ল পরিশ্রান্ত বার্ট, মুহূর্তেই তলিয়ে গেল অতল ঘুমে।

বিকেলের দিকে অ্যালানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙল ওদের। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যালান, 'জেরি আসছে নচের দিক থেকে, সাথে অপরিচিত এক লোক! ক্যানিয়ন ধরে আসছে!'

স্যাডল চড়াতে চড়াতে আলোচনা সারল ওরা। বার্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে একাই যাবে লোকগুলোকে অনুসরণ করে। তার কোনও বিপদ হলে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পাবে অ্যালান এবং সিড রেমন্ড। বার্টের বেশ খানিকটা পেছনে থাকবে ওরা দুজন।

ঘোড়ায় চড়ে অ্যালানের দিকে তাকাল শ্যাডো, 'জেরি ছাড়া বাকি সবকটা গানম্যান; ভেবে দেখেছ?'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল অ্যালান, কোমরে ঝোলানো কোল্টের বাঁটে চাপড় দিল। 'আগেও দু'একবার ব্যবহার করেছি এই জিনিস।'

সিড রেমন্ডের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল বার্টের। কোন গানফাইট হলে অ্যালানের দিকটাও সামলাবে সিড। নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়া ছোটাল বার্ট।

বিশাল ক্যানিয়নের দুই দেয়াল এঁকেবেঁকে নেমে গেছে সমতলের দিকে। সময় নিয়ে চারপাশে সর্তক দৃষ্টি রেখে ওই পথে লেকের উদ্দেশে এগুলো সে। এই ক্যানিয়নের ভেতরেও পাসির লোকজন এসেছিল, ট্র্যাক দেখতে পেল। শেরিফের পাঠানো লোকগুলো খুব সচেতন ট্র্যাক গোপন করতে, নতুন চিহ্নগুলোর অস্পষ্টতা দেখে বুঝল বার্ট।

পাসির লোকগুলো যেখানে জড় হয়ে শহরের পথ ধরেছে সেখানে শেষ বিকেলে পৌঁছল সে। সমতল ভূমিতে এসে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেছে ক্যানিয়নের দেয়াল। চারপাশে রুক্ষ অনুর্বর জমি মরুভূমির বালিতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

ওখানে নেমে নতুন ট্র্যাক দুটো ভাল মত পরীক্ষা করল বার্ট। এখন আর পাসির চিহ্নগুলো থেকে জেরিদের ট্র্যাক আলাদা করে চিনতে অসুবিধা হবে না ওর। যত এগিয়েই থাকুক জেরি এবং তার সঙ্গী, ওদের অনুসরণ করতে পারবে সে।

এবার এগোবার সময় দ্বিগুণ সতর্ক হলো বার্ট। চারদিকে রুক্ষ বালিময় প্রান্তর, কোথাও কোথাও পড়ে আছে বড় বড় বোল্ডার—অ্যাম্বুশ করার জায়গা হিসেবে আদর্শ। মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রীসউড এবং ইউক্কা সবুজের অভাব দূর করেছে। মাথার উপরে মেঘহীন আকাশে অলসভাবে চক্কর দিচ্ছে একটা শকুন।

বামদিকে একটা নেড়া ঢিবির দিকে চলে গেছে ট্র্যাক, সন্দেহ নিয়ে এগুলো বার্ট। ঢিবির উপর ওরই অপেক্ষায় ড্যাঙলার লোকজন সহ তৈরি হয়ে বসে আছে কিনা কে জানে! ঢিবি এড়িয়ে গেলে রুক্ষ জমির ওপর আবার নতুন করে ট্র্যাক খুঁজতে হবে। সন্ধে হয়ে আসছে। ঝুঁকিটা

নেবে, মনস্থির করে ফেলল সে।

ঢিবির চুড়োয় ওঠার দশ-বারো গজ আগে ব্লুর পিঠ থেকে নামল বার্ট। বালিতে গজানো একটা সেজব্রাশে ব্লুর দড়ি জড়িয়ে উঠতে শুরু করল। দু'গজ বাকি থাকতে মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফেলল সে, ছোট ছোট সেজ ব্রাশের আড়াল নিয়ে ক্রল করে এগোল।

চূড়া থেকে ছয়-সাত গজ নিচে একটা রিজের ওপর বাঁধা আছে জেরি এবং তার সঙ্গীর ঘোড়া। কাছেই মাটিতে একটা ম্যাপ বিছিয়ে আলাপ করছে দুজন—জেরি এবং হার্পার।

নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল বার্টের ঠোঁটে, নড়ল না একচুল। কিছুক্ষণ আলাপ করে বার্ট যেদিকে আছে সেদিকটা আঙুল তুলে দেখাল জেরি, কি যেন বলল। মাথা নেড়ে সায় জানাল হার্পার। দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

প্যান্টের পকেটে ম্যাপটা ভাঁজ করে ঢোকাল হার্পার। জেরি এগিয়ে আসতে লাগল বার্টের দিকে। ঢাল বেয়ে উঠে এসে বার্টের দশফুট ডানে দাঁড়াল সে। পিস্তল বেরিয়ে এল বার্টের হাতে, সেজ ব্রাশের আড়ালে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে নিজের অস্তিত্ব।

মাথা নিচু করে বার্টের চারপাঁচ হাতের মধ্যে কয়েকবার পায়চারি করল জেরি। একবার চূড়ায় দাঁড়িয়ে বার্ট যেদিক থেকে এসেছে সেদিকটা দেখল সে।

কপালকে ধন্যবাদ দেয়া বার্টের স্বভাব নয়, এখন দিল। ওকে বা ব্লুকে দেখতে পায়নি মোটকু! অস্বস্তি লাগায় ডান পা সামান্য নাড়ল সে। পায়ের বাড়ি লেগে নড়ে উঠল একটা আধ কিলো ওজনের পাথর, শব্দ তুলে অন্যান্য পাথরে ঠোকর খেয়ে গড়িয়ে নামল নিচে।

আওয়াজ শুনে চমকে উঠল জেরি, তাকাল বার্ট যেদিকে অবস্থান নিয়েছে সেদিকে। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা বার্টের পিস্তলের নল তার বুক লক্ষ্য করে তাকিয়ে আছে দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। 'চেঁচিয়ো না,' নিচু স্বরে ফিসফিস করল বার্ট, 'খুন হয়ে যাবে।'

জিভ বের করে শুকনো ঠোঁট ভেজাল জেরি, মাথা ঝাঁকাল সাবধানে। হাত বুকে বেঁধে রেখেছে, অপঘাতে মরতে চায় না।

'হার্পারকে ডাকো,' নির্দেশ দিল বার্ট।

কয়েক মুহূর্ত ইতঃস্তত করল জেরি। বার্টের পিস্তলের নল ঝোপ থেকে আরও দু ইঞ্চি বেরিয়ে আসতেই দ্বিধা কেটে গেল তার। ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচাল, 'হার্পার, এদিকে আসো!'

ঢাল বেয়ে উপরে উঠে আসছে হার্পারের পদশব্দ। গভীর মনোযোগে শুনছে বার্ট, কিন্তু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেরির দিকে। প্রথমে হার্পারের স্টেটসন হ্যাট দেখতে পেল বার্ট, তারপর মুখ।

এগিয়ে এসে জেরির পাশে দাঁড়াল হার্পার, গলা বাড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। জেরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই স্ট্যালিয়নটা তো...'

সেজ ব্রাশের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল বার্ট, ওর পিস্তল দুই জনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় তাক করা। চোখের কোণে নড়াচড়া দেখেই বুঝে নিয়েছে হার্পার, হাত বাড়াল সিক্সগানের দিকে।

'ভুলেও চেষ্টা কোরো না!' শীতল কণ্ঠে সতর্ক করল বার্ট।

বোকা নয় হার্পার, পিস্তলের কাছ থেকে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল সে। জেরির দেখাদেখি বুকে হাত বেঁধে দাঁড়াল।

সেজব্রাশ থেকে বেরিয়ে এল বার্ট। জেরিকে হার্পারের সাথে একই সরল রেখায় রেখে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একজন একজন করে দুজনকেই নিরস্ত্র করল সে। সিক্সগান দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝোপের মধ্যে।

'আমি ভেবেছিলাম দিনের বেলা ঘুমাবে তোমরা,' ব্যঙ্গের হাসি ফুটল বার্টের ঠোঁটে।

কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল জেরি। পিস্তল নাচাল বার্ট, বলল, 'বলে ফেলো, আমিও তো ডেপুটি শেরিফ!'

'আমরা সিড রেমন্ডকে খুঁজতে এসেছি,' বিবর্ণ মুখে বলল লোকটা।

'ম্যাপ নিয়ে এসেছ, তোমাদের বোধহয় একটা কম্পাস আর দুটো প্যাকহর্সও দরকার সিডকে খুঁজতে, তাই না?' ব্যঙ্গ ফুটল বার্টের কণ্ঠে। বামহাতের তর্জনী তুলে ওদের ঘোড়া দুটো যেখানে বাঁধা আছে সেদিকটা নির্দেশ করল সে। 'ওখানে ফিরে চলো। তোমাদের কাছ থেকে মানচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান নেব আমি।'

পিস্তলের মুখে ঢাল বেয়ে জেরি এবং হার্পারকে নামতে বাধ্য করল সে। হার্পারের কাছ থেকে ম্যাপটা নিয়ে নিল। ওদের দুজনকে রিজের ওপর বড় একটা বোল্ডারের সাথে বুকে ঠেকিয়ে দাঁড় করাল।

পনেরো ফুট দূরে সরে মাটিতে বসে ম্যাপ বিছাল সে। মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঝুঁকে এল। ফাঁকা একটা কাগজ ওটা! মাঝখানে শূন্য আঁকা।

'কাগজটা যত খুশি দেখো। কিন্তু ভুলেও নোড়ো না!' পেছন থেকে ভেসে আসা শেরিফ ড্যাঙলারের কণ্ঠ চমকে দিল বার্টকে।

দু'সেকেণ্ডেই ব্যাপারটা বুঝে নিল বার্ট, মনে মনে নিজেকে গালাগাল করল। ওর বোঝা উচিত ছিল এটা একটা ফাঁদ। বোকার মত ড্যাঙলারের হাতে ধরা পড়েছে সে।

বার্টের ডানহাত মাটি থেকে আধইঞ্চি উঠতেই সতর্ক করল ড্যাঙলার, 'আমার রাইফেল তোমার মেরুদণ্ড বরাবর তাক করা আছে। তোমার জায়গায় আমি হলে বোকামি করতাম না।'

জেরি এবং হার্পার ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্টের দিকে তাকাল। হার্পার দাঁত বের করে হাসছে। 'আগে আর পরে,' মনে মনে বলল বার্ট, 'সোনা পাওয়ার পরে ড্যাঙলার তোমাদেরও ছাড়বে না। গর্দভের হাসি হেসে নাও সময় থাকতে!'

কোনও উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না বার্ট। নড়ার আগেই ওর পিঠে গুলি করবে ড্যাঙলার। শেরিফের নির্দেশ অনুযায়ী গানবেল্টসহ পিস্তল মাটিতে নামিয়ে রাখল সে।

হার্পার এগিয়ে এসে বার্টের পিস্তল তুলে নিল, জেরি গেল নিজেদের সিক্সগান দুটো খুঁজতে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বার্ট, ছোট একটা রিজের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ড্যাঙলার। রাইফেল বার্টের পিঠের দিকে লক্ষ্যস্থির করা।

অলস ভঙ্গিতে বার্টের দিকে হাঁটতে শুরু করল ড্যাঙলার। রাইফেলটা হাত বদলে ডানহাত পকেটে ঢোকাল সে, একটা পিপারমিন্ট চাকতি মুখে ফেলল। 'দারুণ কাজ দেখিয়েছ,' হার্পারের উদ্দেশে বলল সে। 'ম্যাপের ব্যাপারটা আমিই প্রায় বিশ্বাস করে ফেলছিলাম!'

বার্টের দিকে তাকাল ড্যাঙলার, রাইফেল ডানহাতে নিয়ে বলল, 'তোমার আয়ু আর বড়জোর একঘণ্টা, প্রার্থনা শুরু করে দাও।' বার্টের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটতে দেখে মাথা ঝাঁকাল সে, 'মৃত্যু পথযাত্রীদের হাসিমুখ দেখতে পছন্দ করি আমি।'

ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট রোল করল বার্ট, আগুন জ্বেলে একবুক ধোঁয়া টানল। নিঃশ্বাসের সাথে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চারপাশে নজর বোলাল।

'ম্যাপ দেখে কি খুঁজছিলে?' প্রশ্ন করল ড্যাঙলার।

'ফ্রুট কেক বানাবার রেসিপি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বার্ট, একদৃষ্টিতে দেখছে শেরিফকে।

কয়েক পা এগিয়ে বার্টের সামনে দাঁড়াল ড্যাঙলার। কঠিন স্বরে বলল, 'ফালতু প্যাচাল পাড়ার সময় নেই আমার। ঠিক ঠিক জবাব না দিলে কষ্ট পেয়ে মরবে। অ্যালান আর সিড রেমন্ড কোথায়?'

পাল্টা প্রশ্ন করল বার্ট, 'তুমি খুঁজছ, তোমারই তো জানার কথা ওরা কোথায়! তাই না?'

'আমার একজন লোকের ঘোড়া শহরে ফেরত এসেছিল,' শান্ত, শীতল স্বরে বলল ড্যাঙলার। 'ওদের দুজনের খবরও পেয়েছি। নচে সিড রেমন্ড পাসির হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বোধহয় অ্যালানও সেখানে ছিল। কোথায় ওরা?'

কোনও জবাব দিল না বার্ট শ্যাডো, নিস্পৃহ চেহারায় তাকিয়ে থাকল।

'তুমি চেহারাটা এরকম করলে অসহ্য লাগে আমার, বলেছি আগে কখনও?' জিজ্ঞেস করল ড্যাঙলার।

'তোমার আগেও আরও অনেকের অসহ্য লেগেছে,' ব্যঙ্গের হাসি আবার ফিরে এল বার্টের ঠোঁটে।

'হয়তো। কিন্তু আগে কেউ তোমার চেহারা বদলের চেষ্টা করেনি বোধহয়,' এক পা এগিয়ে বার্টের মুখ লক্ষ্য করে লাথি মারল শেরিফ। অপ্রস্তুত অবস্থায় থুতনিতে সবুট লাথি খেয়ে ছিটকে পেছনের পাথরের সাথে বাড়ি খেলো বার্ট, ওখান থেকে মাটিতে পড়ল। হাজার হাজার তারা জ্বলে উঠল ওর চোখের সামনে, তারপর দপ করে নিভে গেল সবকিছু।

জ্ঞান ফিরল বার্টের, কে যেন পানি ছিটাচ্ছে ওর মুখে। অসহ্য ব্যথায় টনটন করছে থুতনি, চোয়াল; রক্ত জমে নীল হয়ে গেছে জায়গাটা। চোখ খুলল সে।

ওর মাথার কাছে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে ড্যাঙলার। ডান হাতে ধরা ক্যান্টিন কাত করে পানি ঢালছে। ওকে চোখ খুলতে দেখে বলল, 'আগে একবার পানি সেধেছিলাম, খাওনি। এখন খেতে চাও?'

চোয়াল ডলল বার্ট, জবাব দিল না।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ দেখল শেরিফ, হাসল সে। জেরির দিকে ফিরে বলল, 'আমার ডেপুটির স্ট্যালিয়নটা এখানে এনে বাঁধো। তোমাদের ঘোড়াগুলো সরিয়ে নাও। ততোক্ষণ ম্যাপ দেখুক আমার ডেপুটি!'

জেরি বুকে নিয়ে ফেরার পর বার্টকে রিজের দিকে হাঁটতে বাধ্য করা হলো। রিজ পেরিয়ে ঢাল বেয়ে নামল সবাই। ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় একটা টানেল রিজের ভেতরে দশফুট ঢুকে গেছে। হার্বার্ট

ডেলের খোঁড়া পরীক্ষামূলক পীট ওটা, আন্দাজ করল বার্ট। এই এলাকার ধারেকাছেই কোথাও রয়েছে অ্যালানের বাবার প্লেসার মাইন!

'বুঝতে পারছ ওটা কিসের টানেল?' প্রশ্ন করল ড্যাঙলার। বার্টকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'আমি জানতাম তুমি বুঝতে পারবে।'

পিঠে সিক্সগানের খোঁচা দিয়ে বার্টকে টানেলের ভেতর ঢুকতে বাধ্য করা হলো। শেরিফের নির্দেশ অনুযায়ী টানেলের শেষ মাথায় পাথরে পিঠ দিয়ে বসল বার্ট।

'নড়লেই খুন করবে ওকে, বুঝেছ?' হার্পারের উদ্দেশে বলল ড্যাঙলার। 'আমি চাই শহরে নিয়ে ওকে ফাঁসি দিতে, যাতে লোকজন বোঝে আমরা বেহুদা বেতন নেই না। আবার ওকে জীবিত নেয়াটাও খুব জরুরী না। কি বলতে চেয়েছি বুঝেছ?'

একযোগে মাথা নেড়ে শেরিফকে নিশ্চিন্ত করতে চাইল জেরি ও হার্পার।

'বুঝলেই ভাল, না বুঝে থাকলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে!' টানেল থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলল ড্যাঙলার।

শেরিফকে যমের মত ডরায় জেরি এবং হার্পার। বার্টের কাছ থেকে ছয়ফুট দূরে সিক্সগান হাতে পাশাপাশি বসল তারা, হাতের রিভলভার তাক করে একদৃষ্টিতে দেখছে ওকে। বার্টের মুখ আলোর দিকে কিন্তু ওরা তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। ফলে বার্টের চেহারা আবছা হলেও দেখতে পাচ্ছে ওরা, বার্ট পাচ্ছে না।

চেহারা না দেখা গেলেও বার্ট বুঝতে পারছে কি চিন্তা চলছে ওদের মাথায়। ওরা হল্ট, এড, মার্টিনের কথা ভাবছে। ডাবল ডায়মন্ডের ব্যাপারেও বোকা বনেছে ওরা। অ্যালানকে উদ্ধার করে শেরিফের চোখে লোকগুলোকে খাটো করে দিয়েছে বার্ট। জেলের চাবি ছিনিয়ে নেয়া, সিড রেমন্ডের সফল পলায়ন এসবই বার্টকে ঘৃণা করার জন্য যথেষ্টরও বেশি।

পরিকল্পনায় কোনও খুঁত রাখেনি ড্যাঙলার। একটু অজুহাত পেলেই

ওকে খুন করবে হার্পার।

শেরিফ ঠিকই বুঝেছে অ্যালান এবং সিড রেমন্ডের সাথে কথা বলে পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে ওর মনে। ড্যাঙলারের বদ পরিকল্পনায় বাগড়া দেবে সে। হার্পার আর জেরিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে লোকটা। এমন ভাব করেছে যেন পাসির ভয়ে সিড রেমন্ড দূরে চলে যাওয়ায় আর তর সইছে না, সোনার খনিটায় এখনই পাহারা বসাতে হবে। শেরিফ জানত পাসিকে ঠিকই ফাঁকি দেবে বার্ট, নজর রাখবে নচের ওপর।

বার্টকে বোকা বানিয়েছে শেরিফ, সোনার খনি আছে বলে মনে হবে এমন জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসে ওকে ফাঁদে ফেলেছে। ওকে অনুসরণ করে এসে সিড রেমন্ড এবং অ্যালানও ধরা পড়বে হয়তো। সবাইকে একসাথে হাতের মুঠোয় পেলে সুযোগটা হেলায় হারাবে না ড্যাঙলার, নির্দ্বিধায় খুন করবে ওদের।

অপেক্ষার মাঝে একবার হঠাৎ অধৈর্য হয়ে বার্টের দিকে পিস্তল তুলেছিল হার্পার—খুন করবে—ঠেকিয়েছে জেরি। এখন কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। চুপ করে বসে ভাবছে বার্ট, ওর ট্র্যাক অনুসরণ করে ঢিবির ওপরে উঠে আসবে সিড এবং অ্যালান। সামনের রিজে ব্লুকে দেখতে পাবে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে করবে সামনের দিক দেখতে পায়ে হেঁটে এগিয়েছে সে। ওরা দুজন ব্লুর সামনে এসে দাঁড়ালেই ড্যাঙলারের ফাঁদে ধরা পড়বে।

সিগারেট রোল করছে, একটা শিস শুনতে পেল বার্ট।

'ধরা পড়েছে সিড রেমন্ড,' জেরির উদ্দেশে বলল হার্পার, তাকাল বার্টের দিকে, 'এবার টানেল থেকে বেরোও।'

পিছু হেঁটে টানেল থেকে বেরিয়ে এল হার্পার এবং জেরি। বার্টকে পালাবার সুযোগ দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকাল হার্পার। কোনও ঝুঁকি নিল না বার্ট, দুজনেই ওর নাগালের বাইরে। সিক্সগান কেড়ে নিতে পারবে না সে। টানেল থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে এল রিজের

উপর।

সিড রেমন্ড এবং অ্যালানকে নিরস্ত্র করা হয়েছে, একটা পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন। ঠেলা দিয়ে ওদের পাশে বার্টকে পৌঁছে দিল হার্পার। সিগারেট ধরিয়ে অ্যালানের দিকে তাকাল বার্ট। নগ্ন ভয় ফুটে উঠেছে ছেলেটার দু'চোখে। গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে সিড, চোখে কোণঠাসা বাঘের দৃষ্টি।

'কোনদিন কথা দিয়ে কথা রেখেছ তুমি?' ভারি কণ্ঠে ড্যাঙলারকে জিজ্ঞেস করল র‍্যাঞ্চার।

দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ডান হাতের ভাঁজে রাখল শেরিফ। 'জ্যাকবের কথা রেখেছিলাম একবার,' হাসি ফুটল তার মুখে, 'কেন?'

বার্টকে ইঙ্গিতে দেখাল সিড, 'আমাদের খুঁজছ তুমি। ছেলেটাকে চলে যেতে দাও।'

'সম্ভব না,' মুখ থেকে কপট হাসি উধাও হলো শেরিফের, সেজায়গা দখল করল বন্য হিংস্রতা। রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকাল সে, বলল, 'প্রথমে তুমি, বার্ট, ওদের চেয়ে তুমিই বেশি বিপজ্জনক।'

আঙুলের টোকায় সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল বার্ট। শান্ত ভঙ্গিতে তাকাল ড্যাঙলারের দিকে। এখনও ব্যঙ্গ ঝরছে ওর দুচোখ থেকে। 'পিছন ঘুরব? পিঠে গুলি করতে চাও?' শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

গুলি করল না ড্যাঙলার, সিড রেমন্ডকে দেখছে। বিস্ময় ফুটে উঠেছে র‍্যাঞ্চারের চেহারায়, শেরিফের ওপর দিয়ে টিবির চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'লাভ নেই, আউট-ল,' হাসল ড্যাঙলার, 'আমি পেছন ফিরলেই জেরিদের সিক্সগান কেড়ে নেয়ার জন্য লাফ দেবে তুমি। তোমার চালাকি কাজে আসছে না, পেছনে তাকাব না আমি।'

শেরিফের দিকে তাকাল না সিড রেমন্ড, প্রশ্ন করল, 'সব ঠিক আছে তো, সুসানা?'

'না।'

সুসানার কণ্ঠ শুনে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ। বার্টদের ওপর থেকে চোখ সরাল না জেরি এবং হার্পার।

টিবির ওপরে দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, সুসানার পাশের ঘোড়ায় বসে আছে ডেভ। কৌতূহলী চোখে ওদের দেখছে ডেভ, লোকটাকে দেখে স্বস্তি পেল বার্ট। অন্তত এখনই মরতে হচ্ছে না ড্যাঙলারের হাতে। বাঁচার একটা উপায় হয়তো বের করতে পারবে সে।

ষোলো

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল ড্যাঙলার, কপট ভদ্রতার মুখোশে ভেতরের জানোয়ারটা ঢাকা পড়ল। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে বামহাত নাড়ল সে, 'আরে, ডেভ! চলে এসো এখানে!'

ঢাল থেকে নেমে রিজের ওপর থামল সুসানা এবং র‍্যাঞ্চার, ঘোড়া থেকে নামল। হার্পারের দিকে বিস্ময় মেশানো কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল ডেভ, পিস্তলবাজের সাথে শেরিফের কি সম্পর্ক!

'তুমি না পাসির সাথে ছিলে?' প্রশ্ন করল ড্যাঙলার।

'হ্যাঁ,' ডেভের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টি শেরিফের ওপর স্থির হলো। 'কাল রাতে পাসির সাথে লেকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে থামিয়েছে মিস রেমন্ড। তোমাকে খুঁজছে সে, বলল, তোমার সাথে ওর ভাইয়ের দেখা হয়ে গেলে গাইফাইটে গড়াবে ব্যাপারটা। মিস রেমন্ডের অনুরোধে তোমাদের ট্র্যাক করে খুঁজে বের করলাম।'

'খুঁজে বের করলে কি করে, আমি ক্যানিয়নের পথটা ব্যবহার

করিনি!'

'জানি। সারাদিন লেগেছে তোমার ট্র্যাক খুঁজে পেতে,' হাসল ডেভ। 'ধরা পড়ল তাহলে!' বার্টদের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিহীন কণ্ঠে বলল সে।

'ওরা নিজেরাই কাজটা পানির মত সহজ করে দিয়েছে,' জবাব দিল ড্যাঙলার। প্রথমবারের মত তাকাল সুসানার দিকে। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে ভদ্রতা দেখাল। তাকে উপেক্ষা করল সুসানা, সিডের দিকে দু'পা হাঁটতেই ওর সামনে এসে দাঁড়াল শেরিফ। 'তোমরা কথা বলতে পারবে না, মিস।'

'কেন?' রক্তলাল চোখে তাকাল সুসানা, বোঝা যায় কাল সারারাত ঘুমায়নি।

'পালানোর ব্যাপারে কোনও তথ্য দিতে পারো ওদেরকে। ম্যাট কোথায়? সে হয়তো সব ব্যবস্থা করে রেখেছে, ওদের খবর দিতে এসেছ তুমি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ড্যাঙলারকে দেখল সুসানা, বলল, 'ম্যাট যে খুন হয়েছে সেটা তুমি জানো না?'

কথাটা শুনে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল সবাই। নীরবতা ভাঙল ডেভ, 'কিন্তু কাল রাতে যখন পাসির লোকজন তোমার সঙ্গে কথা বলল তখনও তো বেঁচে ছিল সে! তারপর দ্বিতীয়বার যখন লেকের ধারে এসে পাসির ভেতর থেকে আমাকে খুঁজে বের করলে তখন বলোনি কেন?'

'কেন বলতে যাব?' ফোঁস করে উঠল সুসানা, 'পাসিরই কোনও লোক ওকে খুন করেছে।' সবাইকে উপেক্ষা করে সিড রেমন্ডের দিকে তাকাল সে, বলল, 'আমরা লেকের ধারে ক্যাম্প সরিয়ে নিয়েছিলাম। ম্যাট লেক থেকে ঘোড়া দুটোকে পানি খাইয়ে আনার সময় ওর পিঠে গুলি করেছে কেউ।' র‍্যাঞ্চারের দিকে ফিরল সুসানা, 'দুঃখিত, মি. ডেভ। দুর্ব্যবহার করা উচিত হয়নি আমার। সিডকে শকুনের হাত থেকে

বাঁচাতে সাহায্য করেছ তুমি।'

কড়া চোখে শেরিফকে দেখে আবার সিডের দিকে এগুলো সুসানা। হাত উঁচিয়ে বাধা দিল ড্যাঙলার, 'ম্যাটের মৃত্যু দুঃখজনক, তবে সেজন্য পরিস্থিতি বদলায়নি। হয় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, নাহলে চলে যাও এখান থেকে।' ডেভের দিকে তাকাল সে, বলল, 'মিস রেমন্ডকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও, বিশ্রাম দরকার ওর।'

'আমি থাকছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সুসানা। ড্যাঙলারের মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। প্রচ্ছন্নভাবে মেয়েটা ডেভকে বুঝিয়ে দিয়েছে শেরিফকে বিশ্বাস করে না সে।

'ছেলেটা এখানে কি করছে?' অ্যালানের দিকে নজর পড়েছে ডেভের। বিষণ্ন মুখে পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখে ভয় মেশানো কৌতূহল।

'একটা খুনী ওই ছেলে,' নিজের বানানো কাহিনী ঝেড়ে দিল শেরিফ। 'স্যাহুয়ারো কাউন্টিতে নিয়ে যাবার সময় আমার দুজন সহকারীকেও খুন করেছে সে। বদমতলব হাসিল করতে সবকয়টা জড় হয়েছে এখানে!'

জেরিকে ঘোড়া রাউন্ড আপ করার নির্দেশ দিল ড্যাঙলার। নিজে সিক্সগান হাতে বার্টদের পাহারায় থাকল হার্পারের সাথে। বার্টের ওপর চোখ রেখে পকেট থেকে একটা পিপারমিন্ট নিয়ে মুখে দিল।

তুরুপের তাস এখন ওই লোকের হাতে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে বার্ট, একবার ওদের জেলে ঢোকাতে পারলে বুড়ো ডেলের পরিণতি বরণ করতে হবে ওদের। এবার লোকজনকে উত্তেজিত করতে বেশি বেগ পেতে হবে না শেরিফের, বাকি কাজ লিঞ্চিঙ মবই সারবে।

জেরি ঘোড়া জড় করার পর বার্টকে প্রথমে ওঠানো হলো ব্লুর পিঠে, তারপর সিড এবং অ্যালানকে। তিনজনের পা ঘোড়ার পেটের নিচে বাঁধা হয়েছে। কাজটায় ডেভ সাহায্য করল ড্যাঙলারদের, গম্ভীর মুখে দেখল

সুসানা।

ওদের সামনে রেখে পেছন থেকে এসকর্ট করে এগোল শেরিফের দলবল। তাদের পেছনে সুসানা এবং ডেভ। কেউ কারও সাথে কথা বলছে না।

সন্ধের অনেক পরে লেকের ধারে পৌঁছুল ওরা। ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াবার সময় ড্যাঙলারকে বলল সিড রেমন্ড, 'ম্যাটকে কবর দিতে চাই। তোমার সময় হবে?'

'অবশ্যই।' সাথে সাথে জবাব দিল ড্যাঙলার, 'খুবই ভাল মানুষ ছিল ম্যাট। বাজে লোকদের জন্য মারা গেল, খারাপ লাগছে।'

সুসানা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল লাশের কাছে। লেকের তীরে ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ম্যাট। লাশটা পাথর চাপা দিল বার্ট এবং সিড রেমন্ড। একটা পাইন কাঠের টুকরো পুঁতল মাথার দিকটায়; কবরের চিহ্ন।

ওখানেই ক্যাম্প করা হলো। জেরি ও হার্পার দুজনেই বার্টদের প্রহরায় থাকল। তাদের পালা শেষ হলে ডেভ এবং শেরিফকে ডেকে দিয়ে ঘুমাতে গেল।

সারা রাতে অল্প কিছুক্ষণ ঘুমাল বার্ট, বাকি সময় চিন্তা করে কাটাল। অনেকরকমের পরিকল্পনা এল ওর মাথায়। একটা একটা করে বিশ্লেষণ করল সে, বাদ দিল। এখান থেকে পালাবার কোনও উপায় নেই, দশ ফুট দূরে আগুনের ধারে বসে নজর রাখছে সতর্ক ড্যাঙলার।

একটা উপায়ই দেখতে পাচ্ছে বার্ট, সম্ভাবনাটা নিয়ে দুঘণ্টা ভাবল সে। নিজেই বুঝতে পারছে কাজটা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব, তবু ওটাই বাঁচার একমাত্র উপায়। ভাগ্যের সহায়তা পেলে সফল সে হতেও পারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে পাশ ফিরে শুলো সে, ঘুমের ঘোরে মনে পড়ল পরিকল্পনায় আরেকটা বড় ধরনের খুঁত রয়ে গেছে। জেলখানায় গার্ড হিসাবে কাকে দেবে ড্যাঙলার?—ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভাবল সে।

সতেরো

পরের রাতে সাপারের সময় শহরে ঢুকল শেরিফের নিজস্ব পাসি। বন্দীদের দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় ছোটাছুটি শুরু করল বাচ্চা ছেলের দল। তাদের বাবারা গেল খবর ছড়িয়ে দিতে।

শেরিফের অফিসের সামনে ওদের হাত পায়ের বাঁধন খোলা হলো। জেলখানায় ঢুকিয়ে সবাইকে আলাদা আলাদা সেলে ভরল হার্পার। নিজেকে গাল দিল বার্ট, বেঁটে টেক্সান গানম্যানের হাতেই রয়ে গেছে সেলের চাবি। কামারের বানানো নতুন চাবি দিয়ে সেলের তালা বন্ধ করল হার্পার, চলে গেল পাশের ঘরে। বাইরে থেকে মানুষজনের কোলাহল ভেসে আসছে, এবার আর জনতাকে উত্তেজিত করতে কষ্ট হবে না শেরিফের।

সেলের সামনে সরু করিডরে শেরিফের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডেভ আর সুসানা। 'এখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'অবশ্যই,' ভদ্রকণ্ঠে জবাব দিল ড্যাঙলার। ডেভের দিকে তাকাল, 'তুমি আমার অফিসেই থাকো জেরির সাথে, আমি বন্দীদের খাবার আনতে যাব। ফিরে এসে ভাল কয়েকজন লোক বেছে ডেপুটি নিয়োগ করব। এবার কেউ বেআইনী কিছু করার সুযোগ পাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল ডেভ।

'তারপর জ্যাকবের ব্যাপারে প্রশ্ন করব ওকে,' সিডকে ইঙ্গিতে দেখাল ড্যাঙলার। 'প্রমাণ হয়ে গেছে, তারপরও নিয়ম রক্ষা আর কি!'

শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'জেরি!'

জেরিকে জেল ঘরে ঢুকতে দেখে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল বার্টের।

'রাইফেল, শটগান, লণ্ঠন যা যা লাগে সব নিয়ে এসে করিডরে বসবে তুমি। মার্টিনের চেয়ে ভাল কাজ আশা করছি তোমার কাছ থেকে, বুঝেছ?' ধমকের সুরে মোটা লোকটাকে বলল ড্যাঙলার। ডেভকে সাথে নিয়ে স্টীলের দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল সে। প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে দ্রুত পায়ে অফিসে ঢুকল জেরিও।

কটে শুয়ে পড়ল বার্ট, সে রয়েছে মাঝখানের সেলে, এই খাঁচাতেই রাখা হয়েছিল অ্যালানকে। বাম পাশের সেলের সিকগুলো দুহাতে ধরল সুসানা, তাকাল বড় ভাইয়ের দিকে। কাঠের মেঝেতে টপ করে এক ফোঁটা পানি পড়ল ওর চোখ থেকে। মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হবে, সিড?'

'অ্যালানের বাবার কপালে যা ঘটেছিল তা-ই ঘটবে আমাদের বেলাতেও,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড রেমন্ড।

ডানদিকে নিজের সেলের সিকে ঠেস দিয়ে বসে আছে অ্যালান, দেখল বার্ট। এই ক'দিনের অনিশ্চয়তা আর অনিয়মে শুকিয়ে গেছে ছেলেটা, বসে আছে শান্ত মুখে। হতাশ চোখ দুটো থেকে ভয় বিদায় নিয়েছে, হাল ছেড়ে নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে অ্যালান। চোখ জ্বালা করে ওঠায় অন্যদিকে মুখ ফেরাল বার্ট।

'ড্যাঙলারকে আমি খুন করব,' শীতল কঠিন স্বরে বলল সুসানা।

বোনের মাথায় হাত বোলাল সিড, শান্ত চোখে সুসানাকে দেখল। 'কোনও লাভ হবে না, সুসান। শহরের সবাই তাহলে আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইবে।'

'তাহলে কি করব? তোমাদের ফাঁসিতে চড়তে দেখব?' ফুঁপিয়ে উঠল সুসানা।

'ডেভের সাথে কথা বলো, ওকে বোঝাও!' বলল বার্ট, 'প্রভাবশালী

সবার সাথে আলাপ করো, ওরা তোমাকে বিশ্বাস করুক আর না করুক।'

কৌতূহলী চোখে বার্টকে দেখল সুসানা, ওর সেলের সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটার চিন্তিত চেহারার আড়ালে লুকানো কমনীয়তাটুকু মুগ্ধ করল বার্টকে।

'তুমি নিজের পথে চলে যেতে পারতে, গেলে না কেন?'

'পারতাম না, ঝুঁকি নিতে ভাল লাগে আমার।'

'ফলাফলটা ভেবে দেখেছ?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুসানা। 'আমার সাধ্য থাকলে তোমার ঋণ শোধ করতাম।' গম্ভীর বিষণ্ন দৃষ্টিতে বার্টের চোখে কি যেন খুঁজল সুসানা।

'তোমাকে আমার দেখা হলো এতেই বোধহয় ঋণ শোধ হয়ে গেছে,' ইতঃস্তত করে বলল বার্ট, 'তোমার মত মেয়ে পৃথিবীতে আছে ভাবিনি কখনও। এখন জানলাম আছে। এটা জানাই যথেষ্ট পারিশ্রমিক।'

লজ্জায় মুখ নিচু করে নিল সুসানা। আরেকবার সবাইকে দেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল অফিস্ ঘরে। বার্টের দেয়া দায়িত্ব পালন করতে হবে ওর।

সুসানা বেরিয়ে যেতে ড্যাঙলার ঢুকল ঘরে, পেছন পেছন এক চীনা এবং হার্পার। তিনটা ট্রেতে খাবার নিয়ে এসেছে। সেলের নিচের ফাঁক দিয়ে ট্রেগুলো চালান দেয়া হলো।

দুটো বন্দুক, লণ্ঠন এবং চেয়ার নিয়ে জেল করিডরে ঢুকল জেরি। মার্টিন যেখানটায় বসেছিল সেখানেই চেয়ার রাখল সে। দাঁতের ফাঁকে ঢোকানো কাঠি চুষতে চুষতে শেরিফকে বেরিয়ে যেতে দেখল, তারপর বসে পড়ল চেয়ারে।

খাবার খায়নি বার্ট, সুসানার কথা ভাবছিল আনমনে। 'খেয়ে নাও,' পাশের সেল থেকে অ্যালান কথা বলে ওঠায় চটকা ভাঙল ওর।

খাওয়া শেষে কটের ওপর শুয়ে জেরির দিকে তাকাল সে, একটা সিগারেট রোল করে তার কাছে ম্যাচ চাইল। বিরক্ত চেহারায় উঠে এসে

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল জেরি।

'সবাই একসাথে মরব আমরা, তাই না?' স্বগতোক্তি করল বার্ট।

'ভয় পাচ্ছ নাকি?' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেছে মদের পিপের. বার্টের আঘাতে মাথায় পাওয়া ব্যথা কমেনি তার এখনও।

'হ্যাঁ। তুমি পাচ্ছ না?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বার্ট।

'আমি কেন ভয় পেতে যাব!'

কোনও জবাব দিল না, সীলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। নড়াচড়া করছে না সিড রেমন্ড, বুঝতে পারছে কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জেরির সঙ্গে আলাপ জুড়েছে বার্ট।

দীর্ঘ একমিনিট কোনও কথা বলল না শ্যাডো। বাইরের বেড়ে ওঠা হট্টগোল শুনছে মনোযোগ দিয়ে। ধীরে ধীরে কৌতূহল ফুটল লোকটার চেহারায়। দাঁতের ফাঁকে কাঠিটা গুঁজে দিয়ে বার্টের দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু পর অধৈর্য হয়ে বলল, 'কি বলতে চাও, বুঝতে পারলাম না।'

কনুইতে ভর করে অলস ভঙ্গিতে আধশোওয়া হলো বার্ট। তাকাল জেরির দিকে। ওর দৃষ্টিতে কোনও রাগ ক্ষোভ নেই, আছে শুধু করুণা। 'তুমি যদি বুঝতেই, তাহলে আজকে তোমার এই অবস্থা থাকত না,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'বলো তো, তোমার বদলে পাসির কেউ এখানে আমাদের পাহারা দিচ্ছে না কেন?'

টুথপিকটা ছুঁড়ে ফেলল জেরি, হাসল, 'কারণ আমি জানি কখন বাধা দিতে হয় না। লিঞ্চিঙ মব এখানে ঢুকে পড়লে আত্মসমর্পণ করব আমি। এছাড়া আর কোনও বড় কারণ দেখাতে হবে?'

'বাদ দাও,' কণ্ঠে বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে বলল শ্যাডো। একটুক্ষণ থেমে মুখ খুলল, 'জানলেই কষ্ট বেশি। তোমার ব্যাপারটাও হঠাৎই হোক।' লোকজনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সে, স্টীলের দরজার ওপাশে, অফিস থেকে ওদের এগোতে নিষেধ করা হচ্ছে।

'ওরা আসছে,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল অ্যালান।

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল বার্ট, তাকিয়ে আছে জেরির দিকে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে শব্দগুলো শুনছে লোকটা।

হঠাৎ বার্টের দিকে তাকাল জেরি, সাবধান করে দেয়ার ভঙ্গিতে আঙুল তুলে বলল, 'তোমার মুখ থেকে আর একটা কথাও শুনতে চাই না। চুপ করে থাকো।'

এতক্ষণ চুপ করে ওদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিল সিড রেমন্ড, মুচকি হেসে বার্টের দিকে ফিরল সে, 'বলার দরকার নেই, শ্যাডো, আমরা ওর উপকার করতে যাব কোন দুঃখে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বার্ট, অ্যালানের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

ওদের ভাবভঙ্গি দেখে ক্রমেই অস্বস্তি বেড়ে চলেছে জেরির, চেয়ারের ওপর নড়ে চড়ে বসল সে। কৌতূহলী চোখে নিশ্চুপ বার্টকে দেখছে। বার্টও তাকিয়ে আছে তার দিকে, চোখে করুণা।

মিনিট দশেক পর রাস্তার দিক থেকে রাইফেলের গর্জন ভেসে আসায় উঠে দাঁড়াল সে, তাকাল বার্টের দিকে, বলল, 'কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো, সময় হয়ে আসছে।'

বার্ট তাকাল সিড রেমন্ডের দিকে, সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিড।

পকেট থেকে ড্যাঙলারের দেয়া এক হাজার ডলার বের করল সে, শেরিফ কেড়ে নিতে ভুলে গেছে। একশো ডলারের পাঁচটা নোট আলাদা করে বলল, 'এই পাঁচশো সিড রেমন্ডের র‍্যাঞ্চে ব্যাংকের নোটিস পৌঁছে দেয়ার জন্য; বাকি পাঁচশো হল্ট, জেমস, মার্টিন, সিড আর তোমাকে খুন করার জন্য মাথাপিছু একশো।'

'ড্যাঙলার দিয়েছে?' ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বলল জেরি। ওর মনে পড়ে গেছে কিভাবে নির্দেশ মানার পরও স্টেবলের ভেতরে নির্দয়ভাবে ওকে মেরেছিল শেরিফ। মার্টিনকে কিভাবে পিঠে গুলি করে মেরেছে, সর্বক্ষণ ওকে খুন জখম করার হুমকি দিচ্ছে—নাহ্ মানুষ ভাল না

ড্যাঙলার, লোকটার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব!

'হ্যাঁ, আমি কাজটা করতে পারিনি, সিড রেমন্ডের সাথে যোগ দিয়েছি দেখে অন্য ব্যবস্থা করেছে সে। মবের কেউ একজন ভুলে তোমাকে খুন করবে, দুর্ঘটনা হিসাবে দেখানো হবে ব্যাপারটা,' শান্ত, নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল বার্ট।

বাইরে ঘনঘন রাইফেল গর্জাচ্ছে, জবাব দিচ্ছে শেরিফের নতুন ডেপুটিরা। প্রাণ খুলে অকথ্য ভাষায় শেরিফকে গাল দিতে শুরু করল জেরি। কিছুক্ষণ পর সেলের সামনে এসে দাঁড়াল সে, একদৃষ্টিতে তাকাল বার্টের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে সাহায্য করবে তোমরা?' বিদ্রোহ জেগে উঠেছে লোকটার মধ্যে, শেরিফের অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছে সে মুখ বুজে।

বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা করে বার্ট বলল, 'এখান থেকে বেরোনোর আর কোনও উপায় নেই। তবু ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে পিস্তল হাতে লড়াই করে মরতে চাই আমি।'

'আমরাও!' একযোগে সায় জানাল সিড আর অ্যালান।

ফিরে গিয়ে চেয়ারের বেরিয়ে থাকা পেরেক থেকে চাবি খুলে আনল জেরি। এক এক করে সেলের তালাগুলো খুলে দিল। বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল ওরা তিনজন। বার্ট সিক্সগান চাওয়ায় নিজেরটা বের করে দিল সে।

দ্বিধা না করে মাথায় সিক্সগানের বাঁট দিয়ে মাপা হাতের টোকা মেরে জেরিকে অচেতন করল বার্ট শ্যান্ডো। মেঝেতে পড়ার আগেই লোকটার অচেতন দেহ ধরে ফেলল সিড রেমন্ড। অ্যালানকে বলল জেরির শার্ট খুলে নিতে। শার্টটা দু'টুকরো করে ছিঁড়ে জেরির হাত পিছমোড়া করে বাঁধল অ্যালান, অপর টুকরোটা মুখে গুঁজে দিল যতটুকু সম্ভব।

কাজ শেষে হাসিমুখে তাকাল অ্যালান। বার্ট বলল, 'এখনই বেশি আশা করে বোসো না। জেলখানা থেকে বেরোতে হবে আমাদের,

জনতার সামনে ড্যাঙলারকে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করতে হবে। সমস্যা মেটেনি এখনও।'

'শেরিফকে পাবে কোথায়?' প্রশ্ন করল সিড, 'সে তো অফিসে নেই!'

'আমিও জানি, থাকবে না,' জবাব দিল বার্ট, 'সে এখন হোটেলে করোনারের জুরির সামনে বসে আছে। ওখানে তার পোষা দু'একজন লোক থাকবে। লিঞ্চিঙ মব এগোতে শুরু করলে শেরিফকে পিস্তলের মুখে বসে থাকতে বাধ্য করবে তারা। চেষ্টা করেও ব্যাপারটা ঠেকাতে পারেনি—অ্যালিবাই থাকবে ড্যাঙলারের।'

জেরিকে ছেঁচড়ে নিয়ে সেলের ভেতর ভরল শ্যাডো, তালা লাগিয়ে স্টীলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার দুপাশে অবস্থান নিয়েছে সিড এবং অ্যালান—প্রস্তুত।

আঠারো

রিভলভারের নল দিয়ে জোরে স্টীলের দরজার উপর তিনবার টোকা দিল বার্ট। আশেপাশের বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জোরাল শব্দ। রাইফেলের গর্জন। ওর সন্দেহ হলো অফিসে অবস্থান নেয়া লোকগুলো দরজায় টোকা শুনেছে কিনা। কয়েকবার বাড়ি দেয়ার পর দরজার ওপাশে খোলার শব্দ পেল ও।

দরজার ফাঁক হওয়ার সাথে সাথে ডাইভ দিল বার্ট, দরজা খুলেছে যে লোক তাকে সহ মেঝেতে আছড়ে পড়ল। অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করল সিড রেমন্ড, পেছন পেছন লণ্ঠন হাতে অ্যালান।

শটগান কাঁধে তুলে গর্জে উঠল সিড রেমন্ড, 'নড়বে না কেউ!'

অ্যালানের হাতের জ্বলন্ত লণ্ঠন লিঞ্চিঙ মবকে উৎসাহিত করেছে। জানালাগুলো দিয়ে শিস কেটে ঢুকতে শুরু করল বুলেট। গাল গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফের নতুন ডেপুটিরা, সিডের বন্দুকের মুখোমুখি হলো। চেহারায় হতাশা ফুটল ডেভের।

'বাঁচতে চাইলে অস্ত্র জমা দাও,' সতর্ক করল সিড় রেমন্ড। 'নাহলে লণ্ঠন নেভানো হবে না।'

এরা সবাই নতুন লোক, জর্জ এবং হার্পার নেই এদের মধ্যে। তারা এখন লিঞ্চিঙ মবকে উত্তেজিত করার কাজে ব্যস্ত। ডেভের দেখাদেখি সিক্সগান এবং রাইফেলগুলো জমা দিল সবাই। হাঁটু মুড়ে বসে থাকল। দুদিকের জানালা দিয়ে ঢুকছে বুলেট, ঠক ঠক শব্দে গাঁথছে শুকনো কাঠের দেয়ালে। ঘরের কোনায় রোল টপ ডেস্কের সামনে লোকগুলোকে দাঁড় করাল সিড, লণ্ঠন নিভিয়ে দিল।

'ডেভ, শুনতে পাচ্ছ?' ডাকল বার্ট।

'হ্যাঁ।'

'এখান থেকে বেরোনোর কোনও উপায় আছে?'

শুষ্ক হাসল ডেভ, 'আছে। তবে দরজা খুলে দশ ফুট এগোনোর আগেই দু'টুকরো হয়ে যাবে। সামনের রাস্তায় জড় হয়েছে লোকগুলো, আশেপাশের বাড়িগুলোর ছাদেও উঠে বসেছে অনেকে।'

'বাঁচার একটা উপায়ই আছে, শুনছ, ডেভ?'

'হ্যাঁ।'

'সিড, অ্যালান বা আমি রোলটপ ডেস্কের ভেতরে ঢুকে বসব, ঢাকনা বন্ধ করে দেবে তুমি। তার আগে কেরোসিন ঢেলে ঘরে আগুন লাগাতে হবে। আগুন ভাল মত জ্বলে উঠলে জেলখানায় ঢুকে পড়বে বাকিরা, তুমি গিয়ে দরজা খুলবে। রুমাল নেড়ে লোকগুলোকে জানাবে আত্মসমর্পণ করছ তোমরা। ঠিক আছে?'

'তারপর?' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডেভ।

'লোকগুলো তোমার কথা শোনার জন্য এগিয়ে আসবে। ততক্ষণে আগুনের উত্তাপে দোজখ হয়ে উঠবে এই ঘর। তুমি ওদের বলবে সবাই জেলখানায় আছে, আগুন না নেভা পর্যন্ত স্টীলের দরজা খোলা অসম্ভব। বলবে ডেস্কটা অফিস থেকে বের করে নিয়ে যেতে, বুঝতে পারছ?'

'বলে যাও।'

'ওরা ডেস্কটা এই বিল্ডিঙ থেকে দূরে, রাস্তায় নামিয়ে দেয়ার পর ওটার কথা ভুলে যাবে তুমি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বার্ট, তারপর মুখ খুলল, 'সমস্যা একটাই; ডেস্কের ভেতরে জায়গা হবে মাত্র একজনের।'

'তুমিই যাও,' অন্ধকারে অ্যালানের গলা শোনা গেল।

সায় জানাল সিড রেমন্ড।

'বেশ,' ওদের উদ্দেশে বলল বার্ট। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল। 'বাকিরা জেল করিডরে ঢুকলেই তাদের হাতে অস্ত্র জমা দেবে সিড আর অ্যালান, আশা করছি এদের মধ্যে শেরিফের পা চাটা কোনও কুকুর নেই।'

কথাটার তাৎপর্য বোঝার জন্য সবাইকে যথেষ্ট সময় দিল বার্ট, তারপর বলল, 'আমরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছি, ডেভ। ভয় নেই; পালাব না। কাজটা করবে তুমি?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার।

'বেশ। ওদের অস্ত্র ফেরত দাও, সিড। এক সাথেই লড়ে মরব আমরা,' গম্ভীর গলায় বলল বার্ট শ্যাডো।

অ্যালান ডেল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছে, দেখল ডেভ। লোকগুলো আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠার আগে বড়জোর আধঘণ্টা সময় পাচ্ছে ওরা, অনুভব করল সে। তারপর সবদিক থেকে একসাথে ছুটে আসবে মব, সমস্ত বাধা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ঢুকে পড়বে ভেতরে, ঠেকানো যাবে না। বিচার ছাড়াই ফাঁসি হয়ে যাবে সিড, অ্যালান এবং বার্টের।

'তোমাদের সুযোগ পাওয়া উচিত,' বলল ডেভ, 'শেষ পর্যন্ত দেখি কি হয়!'

'তাছাড়া জেলখানায় ঢুকে আমাদের হাতে অস্ত্র জমা দেবে সিড রেমন্ড আর ছেলেটা। বার্ট শ্যাডো চেষ্টা করে দেখুক নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে কিনা। আমাদের কোনও আপত্তি থাকা উচিত না,' শেরিফের নতুন ডেপুটিদের কেউ একজন কথাটা বলল।

ডেভ আর বার্ট ছাড়া অন্যরা সবাই জেলখানায় ঢুকে স্টীলের দরজা বন্ধ করে দিল। লণ্ঠন ভেঙে মেঝেতে কেরোসিন ঢালল বার্ট, জেলখানার দেয়াল ছাড়া অন্য তিনদিকের দেয়ালে ছিটাল। তিনফুট চওড়া কাঠের দেয়ালের ওপাশে অ্যালানরা নিরাপদই থাকবে, আশা করল বার্ট। ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর জেল থেকে বেরোনোর উপায় থাকবে না সিডদের, ওপাশ থেকে দরজা খোলার ব্যবস্থা নেই।

অ্যালানের ফেলে যাওয়া রাইফেলটা তুলে নিল বার্ট, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে গুলি করল একপশলা। ঘরের কোণে এসে ডেভের সাহায্য নিয়ে দরজার সামনে বয়ে আনল ড্যাঙলারের ডেস্ক। কাঠের ঢাকনা তুলে ডেভের দিকে তাকাল বার্ট, ঢুকে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ার আগে বলল, 'চেষ্টা কোরো।'

কোনও জবাব দিল না ডেভ, মাথা ঝাঁকাল। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ঘরের মাঝখানের মেঝেতে ছুঁড়ে দিল সে, কেরোসিন ভেজা কাঠে আগুন জ্বলে উঠল দপ করে। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে আগুন, আলোয় ভরে উঠেছে পুরো ঘর। বাইরে গুলির শব্দ থেমে গেল, কৌতূহলী গুঞ্জন কানে আসছে ডেভের।

অসহ্য উত্তাপে চামড়া ঝলসে যাওয়ার অবস্থা, তবুও হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকল ডেভ, ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য নাকে রুমাল চেপে ধরেছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু ফাঁক করল দরজা, রুমাল নাড়ল পাগলের মত। পেছন দিকে ছাদ থেকে খসে পড়ল একটা

জ্বলন্ত কড়িকাঠ, আগুনের গর্জন ভয়াল হয়ে উঠেছে, দরজা আরেকটু ফাঁক করল ডেভ। সিঁড়িতে পা রেখে দেখল রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক, হাতের সিক্সগান এদিকে তাক করা।

একজন এগিয়ে এসে ওকে সরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতে চাইছিল, হাত উঠিয়ে বাধা দিল ডেভ। 'কড়িকাঠ ধসে পড়ছে এখন, ঢুকলে মরবে।'

জোরাজুরি করল না লোকটা, জিজ্ঞেস করল, 'আগুন লাগল কি করে?'

'লণ্ঠন উল্টে পড়েছিল।'

'বাকিরা কোথায়?'

'মারা গেছে,' মিথ্যে বলল ডেভ।

'সিড রেমন্ড কোথায়?'

'জেলখানায়, নিরাপদেই আছে। আগুন না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢোকার দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডেভ, 'হায় হায়! ডেস্কটা ভেতরে রয়ে গেছে। ওটাতেই সিড রেমন্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ—চাবি, সিক্সগান সব! ওটা বের করতে হবে!'

ভিড়ের মধ্যে থেকে হেসে উঠল একজন। উঁচু গলায় বলল, 'প্রমাণ-ট্রমাণ দরকার কি! এমনিতেই ফাঁসিতে ঝুলবে আউট-লর দল।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাগীচোখে লোকগুলোর মধ্যে থেকে বক্তাকে খুঁজল ডেভ, বলল, 'পাগল নাকি! গভর্নরের প্রিয় লোক ওই সিড রেমন্ড। প্রমাণ ছাড়া ওকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে জানলে ফ্রী রেঞ্জ বন্ধ করে দেবে গভর্নর। আমরা গরু চরাতে না পারলে এই শহর টিকবে?'

বক্তব্য বুঝতে পেরেছে লোকগুলো। দুজন লোক সামনে বাড়ল, 'সাহায্য লাগবে?'

রুমাল দিয়ে নাক ঢেকে ডেভের পেছন পেছন ঘরে ঢুকল লোক দুজন। নরক হয়ে উঠেছে পুরো ঘর। দম বন্ধ করে ভারি ডেস্কটা তুলল

তিনজনে, দরজা দিয়ে বের করে বোর্ডওয়াকের ওপর রাখল। শার্টের হাতায় আগুন ধরে গেছে ডেভের. হাতের বাড়িতে ওটা নেভাল সে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'পথ থেকে সরানো দরকার ডেস্কটা।'

আরও কয়েকজন লোক সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে প্রায় হোটেলের পেছন দিয়ে যাওয়া গলির মুখেই তারা নামাল ডেস্কটা। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ডেভকে একলা ফেলে চলে গেল মজা দেখতে।

আরও কিছুক্ষণ ভিড়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি বোলাল ডেভ, আগুন দেখছে লোকগুলো, নিশ্চিন্ত মনে ডেস্কের ওপর টোকা দিল সে। ভেতর থেকে সাড়া দিল বার্ট।

হট্টগোলের মধ্যে চাপা একটা শব্দ হলো, বেরিয়ে আসার জন্য ডেস্কের অটোমেটিক লকে গুলি করেছে বার্ট। একটু পর ঢাকনা খুলে মাথা বের করল সে। জ্বলন্ত অফিসটা দেখল একবার, লাফ দিয়ে মাটিতে নামল। তার পেছন পেছন দৌড়ে গলিতে ঢুকল ডেভ।

যে পথে দড়ির মই বেয়ে হোটেল থেকে নামত বার্ট, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ডেভ, 'এখন?'

'করোনারের জুরি কোথায় বসেছে জানো?'

'আমাকে সাথে নিলে বলতে পারি।' বার্ট মাথা ঝাঁকানোয় বলল, 'জ্যাকবের ঘরে।' ডেভকে হাঁটু মুড়ে বসতে বলল বার্ট শ্যাডো। বসার পর হোটেলের দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে তার কাঁধে উঠে দাঁড়াল সে। দোতলার করিডরের জানালা এখনও ফুট চারেক ওপরে। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ডেভ, সে উঠে দাঁড়ানোয় হাতের নাগালে চলে এল চৌকাঠ।

জানালা পথে করিডরে ঢুকে মই নামিয়ে দিল বার্ট, ওটা বেয়ে ওপরে উঠে এল ডেভ। দু'মিনিট পর তিনতলায় জ্যাকবের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

উনিশ

ঘরের ভেতরে কথা বলছে ড্যাঙলার, শুনতে পেল বার্ট শ্যাডো। ওর জোড়া পায়ের লাথিতে দড়াম করে খুলে গেল দরজা, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সে।

যে চেয়ারে জ্যাকবের লাশ বাঁধা ছিল সেই চেয়ারে বসে আছে শেরিফ। পাশে টেনে আনা হয়েছে তিন পায়া টেবিলটা, ওটার ওপর লণ্ঠন জ্বলছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে জুরির চার পাঁচ জন সদস্য। শেরিফের দিকে পিস্তল তাক করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, লণ্ঠনের আলোয় দেখল শ্যাডো।

এক ঝটকায় ওর হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল, ড্যাঙলারের দিকে পিস্তল তাক করে থাকা লোকটার হাতে লাগল বুলেট। চিৎকার করে মেঝেতে বসে পড়ল লোকটা, হাত থেকে ছিটকে চলে গেছে পিস্তল। একটানা গোঙাতে শুরু করল সে।

বার্টকে নয়, তার পেছনে ডেভকে দেখে ভাবান্তর হলো ড্যাঙলারের। সে কিছু বলার আগেই উদ্যত পিস্তল হাতে গর্জে উঠল বার্ট, 'কেউ নড়লেই খুন হয়ে যাবে!' ড্যাঙলারের ধূর্ত চোখে চোখ রাখল সে, বলল, 'তোমার খেলা শেষ, কার্ল ড্যাঙলার! জেরি তোমাকে বেচে দিয়েছে। সিড রেমন্ডকে খুন করতে যে এক হাজার ডলার দিয়েছিলে ওটা দিয়েই তোমার চেলাকে কিনেছি।'

চেহারা দেখে ড্যাঙলারের মনের মধ্যে কি চলছে বোঝার উপায় নেই, এক দৃষ্টিতে ডেভের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'ডেভের সামনেই জেরির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' শেরিফের ভিত নাড়িয়ে দেয়ার জন্য বলল বার্ট।

ডেভের ওপর থেকে নজর সরিয়ে তার চোখে চোখ রাখল ড্যাঙলার। বোঝার চেষ্টা করল ধাপ্পা দিচ্ছে কিনা। শীতল নিস্পৃহ চাহনি থেকে কোনও তথ্য উদ্ধার করতে পারল না সে।

'জেরি কি বলেছে শুনতে চাও?' শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল বার্ট। নিজেই উত্তর দিল, 'বলে দিয়েছে সিডের বাবাকে খুন করে হার্বার্ট ডেলকে ফাঁসিয়েছ তুমি, তোমার উস্কানিতেই খুন হয়েছে মাইনার। কিছুই বলতে বাকি রাখেনি—সোনার খনি, ক্যাটল চুরি করে ডাবল ডায়মন্ডকে পথে বসানো—সবই বলেছে।' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল বার্ট, 'তুমি নাকি ম্যাটের সাথে সাথে সুসানাকেও খুন করতে চেয়েছিলে?'

'প্রমাণ করো!' ফোঁশ করে শ্বাস ফেলে বলল ড্যাঙলার, 'পারবে না।'

'প্রমাণ জেরি দেবে, আমি না,' বাম হাত ঝাপটাল বার্ট। 'এই মুহূর্তে গড়গড় করে সব ওগরাচ্ছে সে।'

বুদ্ধিমান লোক ডেভ, এতক্ষণে একটা কথাও বলেনি, গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। মিথ্যে নয় কথাগুলো, প্রভাবিত হলো ড্যাঙলার। তার গালের পেশী কেঁপে ওঠায় সতর্ক হলো বার্ট, বুঝতে পারছে কিছু একটা করার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে কুগার।

'চলো, ওরা তোমার কথা শুনতে আগ্রহী!' মৃদু কণ্ঠে বলল বার্ট, সর্বক্ষণ পিস্তলের নল শেরিফের বুকে তাক করে রেখেছে। 'ভাল কথা, ব্যাংক ডাকাতির পর টাকার ব্যাগটা কোথায় সরিয়েছ?'

বোধহয় শেরিফের অফিসের ছাদ ধসে পড়েছে, রাস্তা থেকে পঞ্চাশ ষাটজন লোকের উৎফুল্ল চিৎকার ভেসে এল। 'শুনতে পাচ্ছ?' ড্যাঙলারকে প্রশ্ন করল বার্ট।

ঘোঁত করে উঠল শেরিফ, ডান হাতের ধাক্কায় টেবিল থেকে লণ্ঠন ফেলে দিল। মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো ঘর। সশব্দে

ওয়ারড্রোবের ড্রয়ার খুলল কেউ। নিঃশব্দ পায়ে দরজার পাশে সরে এসে দাঁড়াল বার্ট। আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার পেছনের দেয়ালে ঢুকল ড্যাঙলারের সিক্সগানের বুলেট, পর পর দুবার কমলা রঙের আগুন ঝরল ঘরের কোণ থেকে। ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে জুরির লোকগুলো, অন্ধকার মেঝেতে হুটোপুটি করছে।

আহত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল বার্ট; 'উহ্!' মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। 'সবাই জানালার দিকে নজর রাখো,' কোঁকানোর ফাঁকে ফাঁকে বলল সে। কিন্তু নিজে সতর্ক নজর রাখল দরজার ওপর।

ঝড়ের গতিতে দরজা দিয়ে বেরোল ড্যাঙলার, বাতাসের ঝাপটা বার্টের গায়ে এসে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে দ্রুত পদশব্দ। নিঃশব্দে অনুসরণ করল বার্ট।

দোতলায় নেমে স্বপ্নালোকিত করিডরে উঁকি দিল সে। শেষ মাথায় জানালার সামনে চলে গেছে ড্যাঙলার, ফায়ার এসকেপের মই বেয়ে নিচে নেমে যাবে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধহয় সতর্ক করেছে লোকটাকে, ঘুরে দাঁড়াল সে। বামহাতের কালো পেটমোটা বাক্সটা বার্টকে দেখে মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

দীর্ঘ একমিনিট চোখাচোখি হলো ওদের। 'মৃত্যু ডেকে আনলে তুমি,' বদ্ধ করিডরে গমগম করে উঠল ড্যাঙলারের কণ্ঠ।

একই সাথে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল দুজন। দুটো গুলির শব্দ এক হয়ে গেল। ট্রিগার টানার সময় লাফ দিয়ে বামে সরে গেছে বার্ট, ড্যাঙলারের গুলি ওর ছ'ইঞ্চি ডান দিক দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল।

বুক চেপে বসে পড়ল ড্যাঙলার। নিজের সিক্সগান মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল। সিক্সগান তোলার জন্য বামহাতে মেঝে হাতড়াল, তুলে নিল ওটা। কাঁপা কাঁপা হাতে লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা

করল। পারল না। নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল বার্ট। সব শেষ হয়ে গেল তাহলে; এতই সহজ!

কাঁধে টোকা পড়ায় ঘুরে দাঁড়াল সে, ডেভ এসে উপস্থিত হয়েছে। জুরির লোকগুলোও জড় হয়েছে করিডরে। 'চালু ছিল লোকটা, লক্ষ্য ভাল ছিল না,' মৃদু কণ্ঠে বলল বার্ট।

এগিয়ে গিয়ে শেরিফের পাশ থেকে কালো কাঠের বাক্সটা তুলে নিল ডেভ। বাক্সটার ওপরে পিতল দিয়ে নাম খোদাই করা হয়েছে—জ্যাকব কোর্টল্যাণ্ড।

'এটাই ব্যাংকের ক্যাশ বাক্স!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ডেভ। সবাই এগিয়ে আসার পর ওটা খুলল সে। বাক্স ভরা ব্যাংক নোট দেখে শিস দিল, বলল, 'জ্যাকবকে খুন করে ওরই ঘরে এটা লুকিয়ে রেখেছিল শেরিফ! কেউ ভুলেও সন্দেহ করত না খুন হয়ে যাওয়া ব্যাংকারের ঘরেই থাকবে ব্যাংক লুটের টাকা।'

ডেভকে অ্যালান এবং সিড রেমন্ডের কথা মনে করিয়ে দিল বার্ট। দলবল নিয়ে ছুটল ডেভ। লিঞ্চিঙ মবকে বোঝাতে হবে! নির্দোষ দুজন মানুষ মারা যাবে না হলে।

বিশ

লোকগুলোর পিছু নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল বার্ট, জেলখানার কাছেই একটা স্টোরের বেরিয়ে থাকা শেডের নিচে দাঁড়াল। দূর থেকে ডেভ এবং করোনারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে। জনতার

গর্জন থেমে গেছে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে তারা। ভিড়ের মধ্যে বোধহয় সুসানাও আছে। তার কণ্ঠও ভেসে এল বার্টের কানে। এখন বেরোনো নিরাপদ, বুঝল বার্ট। দৃঢ় পায়ে পৌঁছে গেল স্টেবলে। দরজার আড়ালে অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রথমে এল হার্পার। শহর ছাড়ার তাগিদে স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ লোপ পেয়েছে লোকটার। দরজা দিয়ে ঢুকতেই পা বাধিয়ে হার্পারকে ল্যাঙ মেরে মাটিতে ফেলল বার্ট। পিস্তল নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়া কিসের?'

'কাউকে বোলো না!' ভাঙা গলায় ফিসফিস করল হার্পার, 'চলে যাব আমি, এদিকে আর কখনও আসব না।'

টিমোথি এল মিনিট দুয়েক পর। উদ্যত পিস্তল হাতে ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে দাঁড়াল বার্ট। দশফুট দূরে দাঁড়ানো নিরস্ত্র হার্পারকে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল টিমোথির, সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল সে।

'ভুল করছ!' গর্জে উঠল বার্ট।

মাঝপথে ঝটকা দিয়ে মাথার ওপর হাত ওঠাল টিমোথি। এগিয়ে এসে তার সিক্সগান কেড়ে নিল বার্ট। 'হোটেলে চলো!' দুজনকে কাভার করে নির্দেশ দিল সে।

'ওরা দেখতে পেলে খুন করবে আমাদের,' প্রতিবাদ করল হার্পার।

'সেলুনের দিকে না হাঁটলে আমি তোমাদের খুন করব,' গম্ভীর গলায় বলল বার্ট। হাতের ইশারায় পথ দেখাল।

সবাই এখন শেরিফের অফিসের আগুন নেভাতে ব্যস্ত। কেউ লক্ষ করল না ওদের। হোটেলে ঢুকে লবির কোনায় একটা টেবিল দেখাল বার্ট, গানম্যান দুজনকে ওখানে বসতে বলল। তটস্থ হোটেল ক্লার্ককে বলল ডেভকে ডেকে আনতে।

লোকটা বেরিয়ে যাবার একঘণ্টা পরে এল ডেভ। একলা আসেনি, অ্যালান, সুসানা এবং সিড রেমন্ডকে সাথে নিয়ে এসেছে। ওদের পেছন পেছন ঢুকল দশ-বারো জনের একটা দল। উৎসাহী লোকগুলো হার্পার

এবং টিমোথিকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল।

সবার সাথে বার্টকে পরিচয় করিয়ে দিল ডেভ, 'এরা সবাই যিকারিলা কাউন্টির র‍্যাঞ্চার।' একটা চেয়ারে বসে পড়ে কৌতূহলী চোখে সবাইকে দেখল বার্ট।

'আমাকে সবার পক্ষ হতে কথা বলার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে,' বার্টের উদ্দেশে বলল ডেভ। সিড্ রেমন্ডের দিকে তাকাল, 'আমরা দুঃখিত, সিড। ভবিষ্যতে সব সময় আমাদেরকে পাশে পাবে তুমি।'

আবার বার্টের দিকে ফিরল ডেভ, বলল, 'সবাই তোমাকে শেরিফ হিসাবে চায়, বার্ট শ্যাডো। কাজটা নেবে তুমি?'

মাথা নাড়ল বার্ট, 'আমার সম্বন্ধে কিছুই জানো না তোমরা।'

'যতটুকু জানা দরকার, জানি,' হাসল ডেভ। 'মন্ট্যানায় এক টাউন মার্শাল মারা গেছে তোমার সাথে পিস্তল যুদ্ধে। ফেয়ার ফাইট ছিল ওটা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু টাউন মার্শাল না, ওই লোক ডেপুটি ইউ. এস. মার্শাল ছিল।'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল ডেভ, 'পোস্টার দেখেছি আমি। টাউন মার্শাল।' অন্যান্য র‍্যাঞ্চারদের দিকে তাকাল সে, 'এক হাজার ডলারের হুলিয়া ঝুলছে বার্টের জন্য। আমরা গভর্নরকে অনুরোধ করব স্বাক্ষীদের বক্তব্য না পাওয়া পর্যন্ত হুলিয়া স্থগিত রাখতে।'

সায় জানিয়ে মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চাররা। একজন বলল, 'তোমাকে আমরা শহরের চাবি উপহার দিতে পারছি না, বার্ট শ্যাডো, ওটা এখন কামার বানাচ্ছে। তবে দুঃখের কিছু নেই, তার বদলে আপাতত ডেভ তোমাকে জেলের চাবি দেবে!'

সিড রেমন্ডের দিকে তাকাল বার্ট, জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালান তাহলে সোনার খনির ন্যায্য অংশ পাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল সিড, 'অবশ্যই! আর তুমিও ওর অভিভাবক হিসেবে আমাদের মাঝেই থাকবে।'

শার্টের বুক পকেট থেকে চাবি বের করে বাড়িয়ে ধরল ডেভ। সুসানার চোখে চোখ রাখল শ্যাডো। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল শ্যাডো, মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে, সুসানার উদ্দেশে বলল, 'বেশ, চাকরিটা নেব আমি।'.

ওর হাসিতে কোনও ব্যঙ্গ লক্ষ করল না সুসানা।

*****